এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

রবি সাহিত্য সংস্কৃতি সময়চিত্র | সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য | মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি টার্গেট | বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি | বৃহস্পতি খেলার জগৎ প্যাভেলিয়ন | শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ | শনি অর্ধেক আকাশ ত্রিবেণী

৩ শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিলে 'না' হাইকোর্টের
স্বস্তি বিধাননগরে! এবার পুজোর মুখে নিয়ন্ত্রণে ডেঙ্গু ৩

কলকাতা ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ২৪ ভাদ্র ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ৯২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.09.2026, Vol.20, Issue No. 92, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলিতে বিধানসভায় সরব মুখ্যমন্ত্রী

গৃহীত সংশোধনী বিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশনে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬' পেশের মাধ্যমে রাজ্যের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা অশিক্ষক কর্মীদের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি করার আইনি কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। বিধানসভায় পাশ হয়েছে 'অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মী বদলি বিল'।

এদিন, প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপমৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিধানসভার অধিবেশনের শুরুতে শোকের আবহ তৈরি হয়। অধ্যাপক-রাজনীতিক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন, কর্ম এবং তাঁর আকস্মিক মৃত্যুকে ঘিরে শোকপ্রস্তাবের পাশাপাশি শাসক ও বিরোধী; উভয় পক্ষের সদস্যদের বক্তব্যে উঠে আসে তাঁর ব্যক্তিত্ব, সততা এবং সংসদীয় আচরণের স্মৃতি। শেষে এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভার কাজ ১০ মিনিটের জন্য মুলতুবি রাখা হয়।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষক, আধিকারিক ও অশিক্ষক কর্মীদের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলির জন্য প্রথমবার আইনি কাঠামো তৈরির লক্ষ্যে আনা সংশোধনী বিল ঘিরে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় তুমুল রাজনৈতিক সংঘাতের সৃষ্টি হয়। 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজেস (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬' নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক সংগঠন 'জুটা' এবং বামপন্থী অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন আক্রমণ শানান। তাঁর অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশে 'দেশবিরোধী' ও 'চরমপন্থী' রাজনীতির পরিবেশ তৈরি হয়েছে, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতেই এই আইন প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যের নবগঠিত ও শিক্ষক-স্বল্প বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শক্তিশালী করতেই অভিজ্ঞ শিক্ষক ও কর্মীদের প্রশাসনিক প্রয়োজনে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'এটি কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়। মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য।'

বিল অনুযায়ী, প্রশাসনিক প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে আচার্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি করতে পারবেন। বদলিকৃত কর্মী মূল প্রতিষ্ঠানে লিয়েন বজায় রাখা অথবা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। পরিষেবার শর্ত, পরিবহণ ভাতা এবং সিনিয়রিটির সুরক্ষারও প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

বিলের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর অভিযোগ, 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্সকে সেন্টার অফ এক্সট্রিমিজম হতে দেওয়া হবে না।' যাদবপুরে 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি', 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে', 'রেড স্যালুট কমরেড কিষাণজি' বা 'ফ্রি প্যালেস্টাইন'-এর মতো স্লোগান ও দেওয়াল লিখনের উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড বরদাস্ত করা হবে না। তিনি দাবি করেন, প্রশাসনিক আইনের ফাঁককে কাজে লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশে দীর্ঘদিন ধরে 'দেশবিরোধী শক্তি' সক্রিয় থেকেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে বিপুল সংখ্যক অধ্যাপক থাকলেও নবগঠিত বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষক নেই। তাঁর বক্তব্য, 'যাদবপুরে যেখানে একটি বিভাগে ৪১ জন অধ্যাপক রয়েছেন, সেখানে কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের একজনও অধ্যাপক নেই। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সেখানে গিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।'

বিরোধীদের অভিযোগ, এই বিলের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনে সরাসরি হস্তক্ষেপের পথ খুলে দিচ্ছে সরকার এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শিক্ষক বদলির সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, এই আইনের 'ষোলো আনা অপব্যবহারের' সুযোগ রয়েছে। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী

> সেন্টার অফ এক্সেলেন্সকে সেন্টার অফ এক্সট্রিমিজম হতে দেওয়া হবে না।
> — শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী

বলেন, বিলটি কার্যকর হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কার্যত সরকারি দপ্তরে পরিণত হবে। সিপিএম বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমানের আশঙ্কা, শিক্ষক বদলি শুরু হলে গবেষণা ও পঠনপাঠনের ক্ষতি হবে এবং একটি নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ্য করেই এই বিল আনা হয়েছে।

যদিও উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বিরোধীদের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, এটি কোনও নতুন ধারণা নয়। তাঁর দাবি, কেরল, কর্নাটক, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বদলির বিধান রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও নতুন ও পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক ও পরিকাঠামোর বৈষম্য কমাতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, 'আইনটি শুধুমাত্র প্রশাসনিক প্রয়োজনে প্রয়োগ হবে, অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের জন্য নয়।'

বিতর্কের মাঝেই বিরোধী দলগুলি কক্ষ ত্যাগ করে। ভোটাভুটিতে বিলের পক্ষে ১৭১টি এবং বিপক্ষে ১৫টি ভোট পড়ে। ফলে সংশোধনী বিলটি বিধানসভায় গৃহীত হয়। একই দিনে রাজ্যের ১৮টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিচালনায় অভিন্ন নীতি কার্যকর করার লক্ষ্যে আরও একটি সংশোধনী বিলও বিধানসভায় পাশ হয়েছে। সরকারের দাবি, এর ফলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিচালনা আরও সুশৃঙ্খল ও একরূপ হবে।

'কড়া মাপের ওষুধ দিতে হবে', শুভেন্দুর নিশানায় জুটা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় পাশ হয়েছে 'অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মী বদলি বিল'। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (জুটা) প্রথম থেকেই এই বিলের বিরোধিতা করছিল। এই বিল কেন আনা হল, সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর কথায় উঠে এল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ। আর তাতেই মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় জুটার অধ্যাপকরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জুটার লোকেরা কী করেছেন, সব ইতিহাস রয়েছে, বার করব।'

সরাসরি আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'অধ্যাপক বামপন্থীদের জামা পরে গেরুয়াকে টার্গেট করছেন। পহেলগাঁও হামলার প্রতিবাদে মিছিল করেন না ওঁরা। সনাতন ধর্মকে ওনারা কালচারাল মনে করেন। নকশালদের বীজ উপড়ে ফেলার সঠিক সময়।' বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন আবারও বলেন, 'ঋষি অরবিন্দের তৈরি করা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যেখান হস্টেল থেকে ছাত্রছাত্রীদের বের করে নিয়ে যাবেন, বলবেন কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, তা চলবে না। আমরাই টুকরো করে দেব আপনাদের। বেয়াদপির একটা সীমা রয়েছে। আর্টস বিভাগের দেওয়ালে লিখছেন ফ্রি প্যালেস্তাইন। রেড স্যালুট কমরেড কিষাণজি, গোদাবরী থেকে গোমতী, যারা আলাদা ভারত তৈরির পরিকল্পনা করেন, তাদের বরদাস্ত করা হবে না। যাঁরা বলছেন তাঁরা চিহ্নিত হয়েছেন।'

যাদবপুরের জুটার অধ্যাপকদের উদ্দেশে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমি বুঝতে পারছিলাম সিপিএমের সদস্য ও তার সহযোগী আইএসএফ, তারা বুঝতে পারছে, এই বিলটা কোথায় আঘাত করবে। তথাকথিত ছাত্র নামধারী নয়। যাঁরা ব্রেন ওয়াশ করছেন, তাঁদেরকেও কড়া মাপের ওষুধ দিতে হবে।' জুটার সদস্যদের অতীত ও বর্তমান ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দেন, তাদের সমস্ত ইতিহাস বের করা হবে। প্রয়োজনে প্রাক্তন উপাচার্য গোপাল সেন হত্যার ইতিহাস খতিয়ে দেখতে কমিশন বসানোর ইঙ্গিতও দেন তিনি।

জুটার অধ্যাপকদের উদ্দেশে কিছুটা কটাক্ষের সুরেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা এই জন্য বিল প্রয়োগ করব না, আমরা এই কারণে প্রয়োগ করব, কারণ আমাদের নতুন তৈরি হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তথাকথিত পণ্ডিতগুলোকে পাঠাব। তাঁরা গিয়ে দুর্বল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শক্তিশালী করে দিয়ে আসবেন। তথাকথিত সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁদের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে আনছি। তাঁদের বিরাট মেধাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে চাই। আপত্তির কারণ কী!'

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে কালীঘাটে লাল বেনারসি, জবার মালা দিয়ে মা'কে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুজো শেষে মন্দিরের মেঝেতে বসেই মাছ ভাজা, বাসন্তি পোলাও-সহযোগে ভোগ খান তিনি। নিজের হাতে ভক্তদের মধ্যে ভোগ বিতরণও করেন। ছবি-অদিতি সাহা

তিন মামলার তদন্তে এনআইএ

■ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে খুনের চক্রান্ত মামলার তদন্তভার নিল এনআইএ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে তদন্তভার নিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বেঙ্গল এসটিএফ- এর হাতে ধৃত মূল চক্রী হামিম মণ্ডলের মামলার তদন্তভার নিল এনআইএ। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পাক গ্যাংস্টার শাহজাদ ভাট্টি গ্যাং। কলকাতা থানায় রুজু করেছে মামলা। মঙ্গলবার বিশেষ এনআইএ আদালতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে (ইউএপিএ) করা নতুন এফআইআর জমা দিয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।

পাইলটদের মাদক পরীক্ষা

■ দেশের সব বিমান সংস্থার সকল পাইলটের মাদক পরীক্ষা করার নির্দেশ দিল ভারতীয় বিমান চলাচল নিয়ামক সংস্থা ডিজিসিএ (ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন)। সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্র উল্লেখ করে জানিয়েছে, আগামী বছরের জুলাই মাসের মধ্যে পাইলটদের মাদক সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে।

মমতার সভা স্থগিত

■ হুগলির মাহেশে আজ কালীঘাট তৃণমূলের সভা হচ্ছে না। শ্রীরামপুরে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিল করার আবেদনে সাড়া দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। তবে মিছিলের অনুমতি না মিললেও শর্তসাপেক্ষে জনসভা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোকে। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত এক মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, শ্রীরামপুরে কোনও মিছিল করা যাবে না।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

রক্ষাকবচ উঠতেই শ্রীঘরে সুমিত রায়

অভিষেকের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীর্ষ আদালতে রক্ষাকবচ খারিজ হতেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে গ্রেপ্তার করল রাজ্য পুলিশের সিআইডি। বৃহস্পতিবার দুপুরে কলকাতার কালীঘাট এলাকায় অভিষেকের বাড়ি থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারীরা। এদিকে সূত্রে খবর, শালবনির বহু কোটি টাকার সরকারি জমি দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত সুমিতকে শুক্রবার মেদিনীপুর আদালতে হাজির করা হবে। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে সিআইডি।

এদিকে সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতের রায় স্পষ্ট হতেই সিআইডির একটি দল বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে কালীঘাটে পৌঁছোয়। শুরুতে সেখানে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে পুলিশকর্মীদের কিছুটা বচসা ও ধস্তাধস্তি হলেও সিআইডি আধিকারিকেরা ভিতরে ঢোকেন। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় সুমিতকে। প্রথমে তাঁকে ভবানী ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে নিয়ম মাফিক স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

রাজ্য রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই চর্চায় ছিল শালবনি থানা এলাকার সরকারি জমি জালিয়াতি মামলা। অভিযোগ, জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারি জমির চরিত্র পরিবর্তন করে ও জাল নথি বানিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে বিপুল দামে তা বিক্রি করা হতো। এই মামলায় মেদিনীপুরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরাকে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। পুলিশি হেপাজতে তাঁকে টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর কোটি কোটি টাকার আর্থিক লেনদেনের হদিস মেলে। সেই টাকা একাধিক হাত ঘুরে কার অ্যাকাউন্টে যায়, তা খতিয়ে দেখতে গিয়েই উঠে আসে অভিষেকে বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের নাম। তদন্তকারীদের দাবি, গত জুন মাসেই সুমিতের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এক লপ্তে প্রায় ৭১ লক্ষ টাকা জমা পড়েছিল। সব মিলিয়ে তাঁর অ্যাকাউন্টে ১৫ কোটি টাকারও বেশি জমার তথ্য মেলায় সিআইডির সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়।

আইনি সূত্রের খবর, কলকাতা হাইকোর্টে সুমিতের আগাম জামিনের আবেদন আগেই খারিজ হয়ে যায়। এর পর রক্ষাকবচ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। শীর্ষ আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চে শুনানি চলাকালীন রাজ্যের আইনজীবী সুমিতের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের অস্বাভাবিক লেনদেনের খতিয়ান এবং তদন্তে তাঁর অসহযোগিতার লিখিত নথি জমা দেন। সমস্ত নথি খতিয়ে দেখার পর প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, সুমিতকে পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ দেওয়া হলেও তিনি তদন্তে সহযোগিতা করেননি। এর পরেই তাঁর রক্ষাকবচ খারিজ করার নির্দেশ দেয় সর্বোচ্চ আদালত।

শীর্ষ আদালতের এই রায় সামনে আসার পরেই সিআইডি ও বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছয় কালীঘাটে। প্রথমে সেখানে উপস্থিত নিরাপত্তারক্ষীদের সাথে পুলিশকর্মীদের বাগবিতণ্ডা ও সামান্য ধস্তাধস্তি হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিতরে ঢোকেন আধিকারিকেরা। সেখান থেকেই সুমিত রায়কে আটক করে সোজা ভবানী ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে নিয়ম অনুযায়ী এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো হয়।

সুমিত রায়ের এই গ্রেপ্তারির পর রাজ্য রাজনীতিতে জোর শোরগোল শুরু হয়েছে। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই গ্রেপ্তারির কড়া সমালোচনা ও আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেন। সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, কোটি কোটি টাকার এই জমি কেলেঙ্কারির নেপথ্যে মূল চক্রী কারা এবং দুর্নীতির টাকা আর কার কার কাছে পৌঁছেছে, তা সুমিতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে মুখোমুখি বসিয়ে জেরার মাধ্যমে বের করতে চান তদন্তকারীরা।

সাত বছর পর ভারতে চিনা প্রেসিডেন্ট

মোদী-জিনপিং দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের জোরদার জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে প্রায় সাত বছর পর ভারতে আসছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। আগামী শনিবার নয়াদিল্লিতে দু'দিনের ব্রিকস সম্মেলন শুরু হচ্ছে। একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, সম্মেলনের প্রথম দিনেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং জিনপিংয়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হতে পারে।

বৃহস্পতিবার সকালে অবশ্য জিনপিংয়ের সফর নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রেখেছিল বেজিং। ভারতীয় সময় অনুসারে দুপুরে চিনের বিদেশ দপ্তরের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জিনপিংয়ের ভারতে আসার বিষয়ে সিলমোহর দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়েছে, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং নয়াদিল্লিতে আয়োজিত অষ্টাদশ ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেবেন। ১২ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সম্মেলন চলবে।' প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে অবশ্য এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানায়নি চিন।

ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে শনিবারই ভারতে আসার কথা জিনপিংয়ের। প্রায় ৪০০ জনের প্রতিনিধিদল নিয়ে আসছেন তিনি। ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে যে, ব্রিকস সম্মেলন শুরুর একদিন আগে, শুক্রবার নয়াদিল্লিতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকভ মঙ্গলবার এ কথা জানিয়ে বলেন, "দুই রাষ্ট্রনেতার আলোচনায় পরমাণু সহযোগিতা, প্রস্তাবিত 'সুখোই এসইউ-৫৭' এবং রাশিয়ার অশোধিত তেলের উপর মার্কিন শুল্ক আরোপ ও নিষেধাজ্ঞার মতো বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।"

আগামী ১২-১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ব্রিকসের ১৮তম শীর্ষসম্মেলন। ২০১২, ১৬ এবং ২১-এর পরে এই নিয়ে চতুর্থ বার ভারত ব্রিকস-এর আয়োজক এবং সভাপতি রাষ্ট্র হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে ব্রিকস-এর মূল বিষয় এ বার উদ্ভাবন, সহযোগিতা, সুস্থিতি বৃদ্ধি। কিন্তু শীর্ষসম্মেলনের পার্শ্ববৈঠকে জিনপিং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে নানা দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন বলে বিদেশ মন্ত্রকের একটি সূত্র জানিয়েছে। রয়টার্স প্রকাশিত খবরে দাবি, নয়াদিল্লির চিনা দূতাবাসের আধিকারিকেরা এখন হোটেল ও নিরাপত্তা প্রোটোকল চূড়ান্ত করতে ব্যস্ত।

শেষ বার ২০১৯-এর অক্টোবরে ভারতে এসেছিলেন জিনপিং। ঘটনাচক্রে, তার পরের বছরেই পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) লঙ্ঘনকারী চিনা ফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ভারতীয় সেনা। রক্তক্ষয়ী ওই সংগ্রামে এক কর্নেল-সহ ২০ জন ভারতীয় সেনা নিহত হয়েছিলেন। চিন সরকারি ভাবে তাদের চার সেনার মৃত্যুর কথা স্বীকার করে। যদিও বিভিন্ন সূত্রে দাবি, গালওয়ানে চিনের অন্তত ৩৮ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছিল। ওই সংঘর্ষের পর থেকেই ভারত এবং চিনের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্রুত অবনতি হয়। 'অপারেশন সিঁদুর' এবং তৎপরবর্তী ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে চিন প্রকাশ্যেই পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

গালওয়ান-সংঘাতের পর ২০২৪ সালে রাশিয়ার কাজানে বৈঠক হয়েছিল মোদী এবং জিনপিংয়ের। তার পর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের বরফ কিছুটা গলার ইঙ্গিত মেলে। ২০২৫-এর ৩১ অগস্ট প্রধানমন্ত্রী মোদী দু'দিনের সফরে চিন গিয়েছিলেন। সেই সময় তিয়ানজিনে শাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) শীর্ষবৈঠকে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি জিনপিংয়ের সঙ্গে পার্শ্ববৈঠক করেছিলেন তিনি। অগস্টের শেষে কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে আয়োজিত এসসিও বৈঠকে দু'জনেই উপস্থিত থাকলেও মোদী এবং জিনপিংয়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়নি। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, প্রায় সাত বছর পরে চিনা প্রেসিডেন্টের ভারত সফরে নয়াদিল্লি-বেজিং কূটনৈতিক সম্পর্কের 'বরফ গলার' সূচনা হতে পারে।

মোদীর পঁচিশে 'আশীর্বাদের প্রদীপ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনজীবনে ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একাধিক সরকারি কর্মসূচির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার নবান্নে মন্ত্রী, আমলা, বিধায়ক এবং জেলাশাসকদের নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ হবে রাজ্যের এক কোটিরও বেশি পরিবারে একযোগে 'আশীর্বাদের প্রদীপ' প্রজ্জ্বলন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৭ অক্টোবর গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর ২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। সেই উপলক্ষে অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ১৭ সেপ্টেম্বর অন্নপূর্ণা দিবসের কর্মসূচির পাশাপাশি সূর্যাস্তের পরে গোটা রাজ্যে 'আশীর্বাদ কি দিয়া' কর্মসূচি পালিত হবে। কলকাতায় গঙ্গার তীরে মূল অনুষ্ঠান হবে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, নবান্ন, রাইটার্স বিল্ডিং, কালীঘাট মন্দির-সহ বিভিন্ন সরকারি ও ঐতিহ্যবাহী ভবন প্রদীপ দিয়ে আলোকিত করার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি।

শুভেন্দুর দাবি, রাজ্যের ৮০ হাজারেরও বেশি স্কুলকে এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। 'স্বপ্নের ভারত' শীর্ষক কর্মসূচিতে ২০৪৭ সালের 'বিকশিত ভারত' কেমন হবে, তা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য অঙ্কন, কুইজ, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। এ ছাড়া 'নমো সেবা গাথা', 'অঙ্গন কা উৎসব', 'কাহানি বদলাও কি' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জল জীবন মিশন, প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর, আয়ুষ্মান ভারত এবং পিএম-কিষাণ সম্মান নিধির মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উপভোক্তাদের জীবনে কী পরিবর্তন এসেছে, তা তুলে ধরা হবে বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা' উপলক্ষে সাইকেল, বাইক ও পদযাত্রা হবে। ৭ অক্টোবর প্রতিটি জেলা সদরেই বড় অনুষ্ঠান হবে এবং প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি দেশজুড়ে বিভিন্ন জেলাকে সম্বোধন করবেন।

সরকারের কর্মসূচির তালিকায় রয়েছে 'সেবা মেরা যোগদান', 'সেবা সেতু অভিযান', স্বচ্ছতা অভিযান, রক্তদান শিবির এবং আশা ও আইসিডিএস কর্মীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Agarwal, S/o Late Dinesh Agarwal, resident of 493/B, Raghav Residency, Shibpur, Near Jain Hospital, Howrah-711102, do hereby declare that I have changed my name from Sanjay Agarwal to Sanjay Kumar Agarwal and henceforth I shall be known as Sanjay Kumar Agarwal in all purpose, vide affidavit no BC582246 sworn before Notary Govt of India on 09th Sept 2026. That Sanjay Agarwal and Sanjay Kumar Agarwal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, **BAAPPA AADHIKARY** formerly known as Bappa Adhikary residing at 60, Halder Para Lane, Salkia, Howrah-711106 do hereby declare vide affidavit before the Notary, Kolkata dated 09.09.2026 that my birth name was Bappa Adhikary and it is recorded in my educational, Identity proofs and other official documents but due to some numerological reasons and beliefs, I have decided to change my name from Bappa Adhikary to Baappa Aadhikary and henceforth I will be known as Baappa Aadhikary for all future purposes, intents and deeds.

AFFIDAVIT

I, **Abhijit Show** S/O Belenath Show residing at 51/H/5, Rani Harshamukhi Road, Paikpara, Cossipore, P.O.-Cossipore, Kolkata - 700002 do hereby declare vide affidavit before the Notary Public, Kolkata dated 09.09.2026 that my correct and actual name is Abhijit Shaw which is recorded in my Aadhaar, Voter and PAN Card but but in the Madhyamik Pariksha Admit Card and other educational documents, and in driving licence, my name has been recorded as Abhijit Show inadvertently. Abhijit Show and Abhijit Shaw i.e. myself am the same and one identical person.

নাম/পদবি পরিবর্তন

আমি, Sister Lucius, পিতা Late Kalapurackal Varkey Augustine নিবাস-১৭, ডিলাক্স রোড, ৪নং ব্রীজ, পার্ক সার্কাস, ডিসচার্জ অফ চ্যারিটি, কোলকাতা-৭০০০৪৬, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমার আধার কার্ড নং. 6604 4312 4239 এবং ভোটার কার্ড নং. WB/21/145/366013 এ আমার নাম "Sister Lucius" এর পরিবর্তে ভুলবশত "Sister Lucius M C" লেখা আছে। গত 13/08/26 তারিখে এল.ডি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস শিয়ালদহ কোর্টের এফিডেভিট নং. 18241 দ্বারা আমি, "Sister Lucius" এবং "Sister Lucius M C" সর্বক্ষেত্রে সর্বত্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

নাম/পদবি পরিবর্তন

আমি, Ravi Biswas, জন্ম তারিখ-20/10/1975, পিতা Saran Biswas নিবাস-মেডিকেল নং.2/2, ডিফেন্স রোড, পোস্ট-গোবিন্দ ঘটক রোড, থানা-বেনিয়াপুকুর, কোলকাতা-700046, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং. WB01 1994 0177874 তে আমার নাম "Ravi Biswas" এর পরিবর্তে ভুলবশত "Rabi Biswas" লেখা আছে। গত 18/08/26 তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টের এফিডেভিট নং. 19039 দ্বারা আমি, "Ravi Biswas" এবং "Rabi Biswas" সর্বক্ষেত্রে সর্বত্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

সংশোধনী

গত ইং 09/09/2026 তারিখে এই সংবাদপত্রে ২ নং পৃষ্ঠায় বিজ্ঞপ্তি কলমে প্রকাশিত আমার মক্কেল **দরখাস্তকারীনী শ্রীমতী টুনু ওরফে সোমা সিংহরায় সাহা,** স্বামী শুভাংশু সিংহরায়, মহাশয়ার মাননীয় জেলা হুগলীর চুঁচুড়াস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালতের বিজ্ঞপ্তিতে "সন ২০২৫ সালের ২২ নম্বর ৩৯ আইন মোকর্দ্দমা" লেখা হইয়াছে, ইহার পরিবর্তে **"সন ২০২৬ সালের ২২ নম্বর ৩৯ আইন মোকর্দ্দমা"** পড়িতে হইবে। বাকী অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

শ্রী নিতাই চন্দ্র ঘোষ ,উকিল বাবু
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

সংশোধনী

গত ইং 10/09/2026 তারিখে এই সংবাদপত্রে ২ নং পৃষ্ঠায় বিজ্ঞপ্তি কলমে প্রকাশিত আমার মক্কেল বাদী **শ্রী রবীন্দ্রনাথ পাল,** পিতা ৺হরিচরন পাল, মহাশয়ের মাননীয় অ্যাডিশনাল সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) চুঁচুড়া, হুগলী আদালতের বিজ্ঞপ্তিতে বাদী পক্ষে উকিলবাবুর নাম Prasanta Kr. Pakhira লেখা হইয়াছে, ইহার পরিবর্তে **Prasanta Kr. Pakrashi** পড়িতে হইবে। বাকী অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। ছাপাগত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

Prasanta Kr. Pakrashi
(উকিল বাবু)
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার ক্লায়েন্ট সুকেন্দু সরকার, পিতা- নারায়ণ চন্দ্র সরকার, বাসিন্দা বাজেপ্রতাপপুর, NDDF, খানা-পো.- বর্ধমান, থানা- বর্ধমান সদর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০১, মোহাম্মদ সালমান শেখ ও অন্যদের কাছ থেকে 978 বর্গফুট মোট আয়তনের জমি ক্রয় করেছেন, যা জেলা- পূর্ব বর্ধমান, থানা- বর্ধমান সদর, মৌজা - রায়ন, JL নং ৬৮, L.R. খতিয়ান নং ১০৪৪৪, ১০৪৪৫, ১০৪৪৬, ১০৪৪৭, ১০৪৪৮ এ অন্তর্ভুক্ত R.S. ও L.R. প্লট নং ২০০২/৩৮২৫ এর সাথে সম্পর্কিত, রায়ন-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, ২০২৫ সালের জন্য A.D.S.R. বর্ধমানের অফিসে নং ০২০৩০৪৯১৩ রেজিস্টার্ড বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে, যা তাদের ডেভেলপমেন্ট সহ ডেভেলপমেন্ট পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি, অর্থাৎ "SAMIMA CONSTRUCTION PVT. LTD" এর মাধ্যমে যা তার পরিচালক মোহাম্মদ সালমান শেখ দ্বারা প্রদত্ত, এবং ২০২২ সালের নং ০২০৩০৩৫৪৮ রেজিস্টার্ড ডেভেলপমেন্ট এগ্রিমেন্ট এবং ডেভেলপমেন্ট পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সহ মান্য করা হয়েছে।এখন আমার ক্লায়েন্টরা আরও ঘোষণা করেছেন যে উক্ত বিক্রয় দলিলের নিবন্ধনের সময়, বিক্রেতা এবং তার আইনগতভাবে গঠিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি জীবিত ছিলেন। যদি কোনো ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো দাবী বা উক্ত দলিল বা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি থাকে, তারা তাদের দাবি বা আপত্তির পক্ষে বৈধ আইনি নথি সহ স্বাক্ষরিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে। নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে যোগাযোগ না করলে, বিষয়টি 'কোনো দাবি নেই' হিসাবে গণ্য করা হবে। কৃষ্ণেন্দু কিশোর দাস

এডভোকেট, বর্ধমান জেলা জজেস কোর্ট

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Jyoti Prokash Kirtania (Old name), S/o. Juran Chandra Kirtania, R/o. 16/1/2, Sribash Dutta 1st Bye Lane, P.S. & Dist. Howrah, Pin 711101, W.B., do hereby declare that I have changed my name from Jyoti Prokash Kirtania (Old name) to Dr. Jyoti Prakash Kirtania (New Name) & henceforth I shall be known as Dr. Jyoti Prakash Kirtania in all purpose, vide an affidavit no. 27605/26, sworn before Executive Magistrate, Sadar, Howrah Court on 03/09/2026. I, Dr. Jyoti Prakash Kirtania & Jyoti Prokash Kirtania, S/o. Juran Chandra Kirtania both are the same & one identical person.

গত 09/09/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 365 নং এফিডেভিট বলে আমি Baris Biswas (old name) S/o. Samir Biswas, R/o. Durga Mandir Purba Sekh Para, Mogra, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Baris Biswas নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Barish Biswas (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Barish Biswas & Baris Biswas S/o. Samir Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 25/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14863 নং এফিডেভিট বলে আমি Bishwajit Modak S/o. Ananda Modak ও Biswajit Modak S/o. A. Modak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 08/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15696 নং এফিডেভিট বলে আমি Mongol Moy Ganguly S/o. Sunil Kumar Ganguly ও Mongalmoy Ganguly S/o. S. K. Ganguly সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/04/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 7332 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Samin & Sk Samiha ও আমার পিতা Sk Nasir, Sk Nasira & Seikh Nasir সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 10/09/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে 179 নং এফিডেভিট বলে আমি Rajib Pal S/o. Rabindra Pal ও Rajib Paul S/o. Rabindranath Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 10/09/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 320 নং এফিডেভিট বলে আমি Golam Kuddus ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abdul Kaium ও A. Kayam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 01/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 20725 নং এফিডেভিড বলে Kanak Lata Sahoo D/o. Dhruba Nanda Sahoo ও Kanaklata Sahoo D/o. Lt. D. N. Sahoo & Kanak Lata Das W/o. Nepal Chandra Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 16/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 50 নং এফিডেভিট বলে আমি Shaik Abdul Kaiyum ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shaik Abdul Fattar ও Shaik Abdul Fatter সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 22/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 51 নং এফিডেভিট বলে আমি Azizul Haque ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md Emamal Haque ও E. Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 22/05/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে 319 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Saifuddin S/o. Sk Daud Rahaman ও Mr. Sk Saifuddin S/o. Daud Rahaman Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 08/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15687 নং এফিডেভিট বলে আমি Susanta Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kalikinkar Ghosh ও Lt. K. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 09/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 21597 নং এফিডেভিড বলে আমি Sushanta Pramanik S/o. Samar Kumar Pramanik ও Sushanta Pramanick S/o. S. K. Pramanick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 10/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 21342 নং এফিডেভিড বলে আমি Astupada Das S/o. Gogi Chandra Das ও A. K. Dass S/o. Jogin Chandra Dass সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 03/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13387 নং এফিডেভিট বলে আমি Sarathi Mukherjee S/o. Avilash Mukherjee ও Sarathi Mkherjee S/o. Avilash Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 14/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14195 নং এফিডেভিট বলে আমি Debashish Sarkar ও Debasis Sarkar S/o. Gopal Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি **Monaranjan Saha** পিতা- **Lt. Suresh Saha** সাং- সন্ধ্যা মাঠপাড়া, পোঃ ঘূর্ণি, থানা- কোতোয়ালি, জেলা নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩, পঃ বঃ গত ০৭/০৯/২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ১৫৮৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি **Monaranjan Saha** ও **Monaranjan Biswas** একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। আমার পিতার সঠিক নাম **Suresh Saha** আমার ঠাকুরদার সঠিক নাম **Gopeswear Biswas,** আমার **Land khatian No. 759, J.L. No. 097, Sandhya Mouza, under P.S- Kotwali, Dist- Nadia.**

বিজ্ঞপ্তি

আমি, নার্গিস বেগম স্বামী-সফিকুর রহমান সেখ, ইং ১৩/১০/২০১৭ তারিখে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার সফিকুর রহমান পিতা-আব্দুস সমাদ সেখ, ইং ১৩/০৬/২০২৫ তারিখে I-4735/25 নং দলিল মূলে, কেস নং (৮৩৬৮/২৬) (৮৩৬৯/২৬) জমি কেনেন, ১) আরজিনা সেখ ২) আতাবুল সেখ, উভয়ে পিতা নবুর আলী সেখ।

তপশীল

মৌজা- কামালপুর, খতিয়ান এল. আর নং ৭৫২, আর. এস. ও এল. আর খতিয়ান নং ৯০২, মোট জমির পরিমাণ ১৮৮ শতক, কারো কোন আপত্তি থাকলে পূর্বস্থলী ১ নং B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

পাবলিক নোটিশ

আমি, **গায়ত্রী চক্রবর্তী,** স্বামী- স্বর্গীয় দীপক চক্রবর্তী, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, বিবাহের পূর্বে এবং বিবাহের সময় আমার নাম ছিল বেবি দাস। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের নোটারি পাবলিকের নিকট গত ৩১.০৮.২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত হলফনামা অনুযায়ী বেবি দাস এবং গায়ত্রী চক্রবর্তী একই ব্যক্তি। আমি ১৯৮১ সালের ১২ই মার্চ দীপক চক্রবর্তীর (বর্তমানে প্রয়াত) সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম। আমার স্বামী স্বর্গীয় দীপক চক্রবর্তী গত ২২মার্চ ২০২৬ তারিখে প্রয়াত হন। পারিবারিক পেনশন প্রক্রিয়াকরণ এবং সংশ্লিষ্ট পেনশন নথিপত্র/ পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (পিপিও) সংশোধনের প্রয়োজনে আমার পরিচয় এবং স্বর্গীয় দীপক চক্রবর্তীর সাথে আমার বৈবাহিক সম্পর্ক প্রমাণের উদ্দেশ্যে এই ঘোষণাটি করা হচ্ছে।

তাং ঃ ০৭.০৯.২০২৬ স্বা/-
স্থান ঃ কলকাতা গায়ত্রী চক্রবর্তী

হারানো বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রীমতি রুমকী ভট্টাচার্য্য,** স্বামী শ্রী রূপম ভট্টাচার্য্য, সাং - ৫৫৯, আর. বি. এভিনিউ বাইলেন, লিচুবাগান, পোঃ ও থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলী, তাহার পিতা স্বর্গীয় **ভবতোষ চক্রবর্তীর** নামে ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রী অফিস হুগলীতে রেজিষ্ট্রিকৃত ১৯৮৩ সালের ১০৯২ নং দলিলটি গত ইং ১৬/০৪/২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা ৩০মিনিট নাগাদ জেরক্স করিতে যাইবার সময় ভদ্রেশ্বর স্টেশন বাজার এলাকায় হারাইয়া যায়। বহু খোঁজাখুজি করিয়াও তাহার হদিশ করিতে পারি নাই। এই বিষয়ে আমার মক্কেল গত ইং ১৮/০৪/২০২৫ তারিখে **ভদ্রেশ্বর থানায় ৮৯৫ নং জেনারেল ডায়েরী** করেন। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত আসল দলিলটি পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে অতি অবশ্যই নিম্ন বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিয়া দলিলখানি ফেরৎ দিবেন।

ধন্যবাদান্তে,
শ্রী বিশ্বজিৎ দে, উকিলবাবু
যোগাযোগের ঠিকানা:-
বিশ্বজিৎ দে (উকিলবাবু), জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী।
ফোন নং - ৯৯০৩৩৬০৮৬৭

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী রাসমনি বাস্কে,** পিতা শ্রী চৈতন্য মুর্ম্মু, স্বামী শ্রী সাগর বাস্কে, সাকিম দত্তপুর, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত, মহাশয়া তাহার পিতার নিকট হইতে দানপত্র দলিল মূলে প্রাপ্ত তপশীলি উপজাতির সাঁওতাল সম্পদায় ভুক্ত সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই (পিতার নামীয়) তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিবেন। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। যাহার **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, ৪৭ নং জে.এল. ভুক্ত, জগজীবন মৌজায়, হাল এল.আর. ৮৩২ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭১০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৮২ শতক তন্মধ্যে ১৬ শতক সম্পত্তি। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তাহারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার মক্কেলের সহিত উপরোক্ত ঠিকানায় (ফোন নং- ৯৭৩৫২৪৬৯৩৩) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না। অতঃপর আমার মক্কেল নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন যেকোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পন্ন করবেন।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১০/১২এ রামকৃষ্ণ পরম হংসদেব রোড,দক্ষিণেশ্বর নিবাসী ১)শ্রীমত্যা অর্চনা রায়,স্বামী – মৃত শক্তিপদ রায়, ৩০/৬৬ আটাপাড়া লেন দমদম নিবাসী ২) শ্রীমতী শ্রীবানী মিত্র, স্বামী – শ্রী অচিন্ত্য মিত্র, ত্রিবেণী এস.পি. মুখার্জ্জী রোড নিবাসী ৩) সঞ্জয় দে, পিতা - প্রয়াত সৌমেন্দ্র মোহন দে ও গঙ্গা এ্যাপার্টমেন্ট রামরাজাতলা হাওড়া নিবাসী ৪)শ্রী প্রভাত কুমার ঘোষ, পিতা- প্রয়াত ভবেন্দ্র নাথ ঘোষ,৫)শ্রী পার্থ প্রতিম ঘোষ,৬)প্রসুন ঘোষ, ৫ ও ৬ এর পিতা প্রভাত কুমার ঘোষ, মহাশয়া ও মহাশয়গণ বিগত ইং ০৫/০৮/২০১৪ তারিখে (A.D.S.R. CHINSURAH) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV- ২৩৯/ ২০১৪ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল সুব্রত ভট্টাচার্য্য, পিতা – মৃত রামপদ ভট্টাচার্য্য, সাং – এস.পি. মুখার্জ্জী রোড ,পোস্ট – ত্রিবেণী ,থানা - মগরা,জেলা - হুগলী, পিন -৭১২৫০৩, মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন । তপশিল – জেলা - হুগলী, থানা – মগরা , মৌজা – গজঘণ্টা , জে. এল. নং – ৪১, হাল এল.আর. ১৮৪ নং খতিয়ানভুক্ত ,আর.এস. ও হাল এল.আর ২৭৯ নং দাগে পুকুর (প্রকাশ্যে নতুন পুকুর) জমির পরিমান ৩ একর ৮৮ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তাহার প্রাপ্ত সম্পত্তিটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে বিক্রয় করেন:-

DEED NO	AREA IN DECIMALS	PURCHASER'S NAME
DATE: 16/04/2021, OFFICE NAME: D.S.R.I- HOOGHLY		
I – 3532/2021	8.25	1.SUNIL KUMAR BALA 2.SAMIR KUMAR BALA 3.SUSANTA BALA 4.SANJAY BALA
I – 3534/2021	3.3	SUNIL KUMAR BALA
I – 3535/2021	3.3	SUSANTA BALA
I – 3536/2021	3.3	SAMIR BALA
I – 3537/2021	3.3	SANJAY BALA
DATE: 16/12/2021, OFFICE NAME: D.S.R.I- HOOGHLY		
I– 11915/2021	6.6	1.SUNIL KUMAR BALA 2. SUSANTA BALA 3.SANJAY BALA 4. SURAJIT BALA
I– 11916/2021	3.3	SURAJIT BALA
I-11918/2021	8.25	SURAJ MONDAL
I– 11919/2021	4.95	GOPAL CHANDRA HALDER
DATE: 12/10/2023, OFFICE NAME: D.S.R.I- HOOGHLY		
I– 09620/2023	3.3	1.RAM PRASAD ROY 2. CHITRA ROY
DATE: 18/01/2024, OFFICE NAME: D.S.R.I- HOOGHLY		
I– 00609/2024	10.02	SANGEETA DEVI
DATE: 14/06/2024, OFFICE NAME: A.D.S.R.CHINSURAH		
I– 06333/2024	4.125	MINA SHARMA
I– 06334/2024	3.3	GUDDI KUMARI SHARMA
I– 06335/2024	3.42	PRITAM BISWAS
I– 06336/2024	4.125	GITA DAS
DATE: 24/02/2026, OFFICE NAME: A.D.S.R. CHINSURAH		
I– 02470/2026	70	1.ASHIS CHANDRA GHOSH 2.PARIMAL DAS 3. SHANKAR SHAW 4.PAMPA BOSE
I– 02474/2026	70	1.ASHIS CHANDRA GHOSH 2.PARIMAL DAS 3. SHANKAR SHAW 4.PAMPA BOSE
DATE: 02/03/2026, OFFICE NAME: D.S.R.I- HOOGHLY		
I– 02082/2026	5	1.ASHIS CHANDRA GHOSH 2.PARIMAL DAS 3. SHANKAR SHAW 4.PAMPA BOSE

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমানে ক্রেতাগন তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন বা নাম খারিজ করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয়, সিভিল জজ, সিনিয়র ডিভিশন, দ্বিতীয় আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

মানি স্যুট নং ৭/২০২৩

বাদী :- শ্রী শুভজিৎ দাশ, পিতা - শ্রী প্রদীপ কুমার দাশ, সাং - ৬৯/এফ খটির বাজার লেন, পোঃ ও থানা রিষড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২২৪৮ । **-বনাম- বিবাদী : ১) মডার্ন ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনোলজি** রাজহাট ব্যান্ডেল, পোঃ রাজহাট, থানা- পোলবা, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১২৩ **২) দি চেয়ারম্যান, মডার্ন ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনোলজি,** অ্যাফিলিয়েটেড টু ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, সাং - রাজহাট, ব্যান্ডেল পোঃ রাজহাট, থানা - পোলবা, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১২৩, প: ব:। **৩) মৌলানা আবুল কালাম ইউনিভারসিটি** (ফর্মারলি নোন অ্যাজ ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইউনিভারসিটি অফ টেকনোলজি), বি.এফ. ১৪২, বি.এফ ব্লক সেক্টর-১, বিধাননগর, কলকাতা, পোঃ ও থানা - বিধাননগর, উত্তর কলকাতা - ৭০০০৫৪, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ।

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরি লিখিত বাদী উপরি লিখিত বিবাদী গনের বিরুদ্ধে উপরি লিখিত নম্বরে একটি মানি স্যুট মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। যাহা উক্ত নং আদালতে বিচারাধীন আছে। এই মামলায় উপরোক্ত ২ নং বিবাদী উক্ত আদালতে উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইয়াছেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব দাখিল করিতে না পারার জন্য ২ নং বিবাদী গনের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানির আদেশ হইয়াছে। কিন্তু আপনি ৩ নং বিবাদী কোন ভাবেই আদালত প্রেরিত সমন গ্রহন করিতেছেন না । অতএব আপনি উপরি লিখিত ৩ নং বিবাদী এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়ার এক (১) মাসের মধ্যে আপনি স্বয়ং কিংবা আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবু বা আপনার প্রতিনিধি মারফৎ উক্ত আদালতে উপস্থিত থাকিয়া মামলা সম্পর্কে জবাব দাখিল বা বক্তব্য পেশ করিবেন । নচেৎ আপনার বিরুদ্ধে এক তরফা শুনানির দিন ধার্য্য হইবে ।

অমল কুমার মজুমদার, এ্যাডভোকেট
আদালতের অনুমত্যানুসারে
পার্থসারথি পাল, সেরেস্তাদার, ০২/০৯/২৫
সিভিল জজ, সিনিয়র ডিভিশন,
দ্বিতীয় আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী তপন কুমার দির্ঘাঙ্গী,** পিতা ৺তারক দাস দীর্ঘাঙ্গী, সাকিম ব্যারাকপুর, টিটাগড়, উত্তর ২৪ পরগণা-৭০০১২০, মহাশয় বিগত ইং ১৩/০৩/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02983/2026 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী পান্নালাল সাধুখাঁ,** পিতা ৺ভোলানাথ সাধুখাঁ, সাকিম ২৪৭ খাগড়াজোল রামকৃষ্ণ রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তির অপর শরিক **২)শ্রীমত্যা চন্দ্রা দির্ঘাঙ্গী, ৩)শ্রী ইন্দ্রজিৎ দির্ঘাঙ্গী, ৪)শ্রীমতী ইন্দ্রানী আচার্য্য,** মহাশয়/মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিগত ইং ০৭/০৫/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06314/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী প্রদীপ কুমার মান্না,** পিতা জগন্নাথ মান্না, সাকিম ১৭৪, বিবেকানন্দ সরনী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়কে বিক্রয় করেন। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা হুগলী, জে.এল নং ১৯, সাবেক ৫১৬২ তথা হাল এল.আর. ৪৮৭৮ নং দাগে, বাস্তু জমি, ১)হাল এল.আর. ৯৭৬/১ নং খতিয়ান হইতে ১ কাঠা ০৪ ছটাক ৩০ বর্গফুট, ২)হাল এল.আর. ৬৬৬২ নং খতিয়ান হইতে ০১ ছটাক ১২.৩৩ বর্গফুট, ৩)হাল এল.আর. ৬৬৬৩ নং খতিয়ান হইতে ০১ ছটাক ১২.৩৩ বর্গফুট, এবং ৪)হাল এল.আর. ৬৬৬৪ নং খতিয়ান হইতে ০১ ছটাক ১২.৩৪ বর্গফুট, একুনে একটি দাগে, চারটি খতিয়ান হইতে মোট ১ কাঠা ০৮ ছটাক ২২ বর্গফুট, সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে অপর শরিকগণের সহিত যৌথ ভাবে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী প্রদীপ কুমার মান্না,** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা পূর্ণিমা শী,** স্বামী ৺জ্যোতিশ চন্দ্র শী, সাকিম মন্ডলাই, ইলছোবা মন্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, **২)শ্রীমতী ভারতী বাগ,** স্বামী অমর জ্যোতি বাগ, পিতা ৺জ্যোতিশ চন্দ্র শী, সাকিম ১৩২/এ বারুই পাড়া লেন শিবতলা, শ্রীরামপুর-৭১২২০৪, **৩)তনুশ্রী শী,** পিতা ৺জ্যোতিশ চন্দ্র শী, সাকিম দেপাড়া, ইলছোবা মন্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, মহাশয়াগণ বিগত ইং ২০/০৯/২০১৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00393/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(৪)শ্রী রনেন্দ্র শেখর শী,** পিতা ৺জ্যোতিশ চন্দ্র শী, সাকিম মন্ডলাই, ইলছোবা মন্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬,), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২২/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00839/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **তাহামিনা বিবি,** স্বামী শ্রী ইসমাইল সেখ, সাকিম খন্যান বাগানপাড়া, খন্যান, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৭, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা দেপাড়া, ১৪১ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৯০ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৫৮৬ নং দাগে ডাঙ্গা বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ১০ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ০৫ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **তাহামিনা বিবি,** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- শ্রী রনেন্দ্র শেখর শী, আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that my client is negotiating to purchase/intends to purchase the property described in the Schedule hereunder from **Mr. Sheetalkumar Sudhakar Manere**, residing at 20/738/3, Yasholaxmi Road, Narayani Bunglow, Ichalkaranji, Tal - Hatkanangale, Dist - Kolhapur – 416115, free from all encumbrances, liens, charges, and claims of whatsoever nature.

Description of the Property:

All the piece and parcel of one office being Unit No. H GO1A having Carpet area of 2297.00 Sq. Feet and 3501 Sq.Ft. of super Built-Up Area on the ground floor of the Heritage Block of the Building **DIAMOND HERITAGE**, at the Premises No. 16 Strand Road, Kolkata – 700001, Under police Station: Hare Street, Ward No. 045, situated within the Local Limits of Kolkata Municipal Corporation and bounded as under - **Boundaries:** East: Partly Pemises No. 03 fairly Place and Road, West: Strand Road, North: Premises No. 19 Strand Road, Commercial Building and Passage, South: Fairly Place.

Any person or persons having any claim, right, title, interest, inheritance, mortgage, charge, lease, lien, easement, or trust in respect of the said property, by way of sale, exchange, mortgage, gift, inheritance, litigation, or beneficial interest under any trust right of prescription or pre-emption or under any agreement or other disposition or under any decree, order or award or otherwise claiming howsoever are hereby requested to make the same known in writing together with supporting documents to the undersigned at my office at Room No. 23, First Floor, Nicco House, 2 Hare Street, Kolkata - 700001 within a period of 14 days (both days inclusive) of the publication hereof failing which the claim of such person(s) will deemed to have been waived and/or abandoned and/or null or void and my client would proceed to complete the sale by execution and registration of the Deed of Conveyance.

SHIVAM PATHAK
Dated this 11th September 2026 Advocate
Place: Kolkata Mobile : 8777738261
Mail Id: **Shivampathak04.sp@gmail.com**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ-** ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ** ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ** ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ** ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩** ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ** ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ** ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ** ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ** ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ** ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ** ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ** ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ** ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৯৯৫১৮

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিধানসভায় শোক পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপমৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিধানসভার অধিবেশনের শুরুতে শোকের আবহ তৈরি হয়। অধ্যাপক-রাজনীতিক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন, কর্ম এবং তাঁর আকস্মিক মৃত্যুকে ঘিরে শোকপ্রস্তাবের পাশাপাশি শাসক ও বিরোধী; উভয় পক্ষের সদস্যদের বক্তব্যে উঠে আসে তাঁর ব্যক্তিত্ব, সততা এবং সংসদীয় আচরণের স্মৃতি। শেষে এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভার কাজ ১০ মিনিটের জন্য মুলতুবি রাখা হয়। অধ্যক্ষ শোকপ্রস্তাবে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে একজন শিক্ষাবিদ, সংসদীয় গণতন্ত্রের রক্ষক এবং সর্বদল গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। রামপুরহাট কলেজের অধ্যাপক থেকে শুরু করে টানা পাঁচবার রামপুরহাট কেন্দ্রের বিধায়ক, কৃষিমন্ত্রী এবং পরে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ; তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক ও শিক্ষাজীবনের নানা দিক তুলে ধরেন।

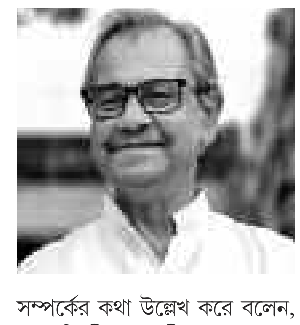

আলোচনায় অংশ নিয়ে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, আশিস বাবুর সঙ্গে তার প্রায় সাড়ে চার দশকের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, ভদ্র, বিনয়ী, মৃদুভাষী ও সৎ মানুষ হয়েও নানা অন্যায় দেখেও প্রতিবাদ করতে না পারার যন্ত্রণা তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াত। সেই ঘটনাই সকলের কাছে শিক্ষণীয়।

বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মৃত্যুর দু'দিন আগে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ফোনালাপ হয়েছিল। তিনি বলেন, রাজনীতির বাইরে সাহিত্য ও বই নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসতেন প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ। জীবনানন্দ দাশের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিরপেক্ষ ও সর্বজনগ্রাহ্য ব্যক্তি হিসেবে স্মরণ করেন। তাঁর কথায়, শাসক-বিরোধী ভেদাভেদ না করে সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ। একই সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও তোলেন নওশাদ। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর রয়েছে। তিনি মন্তব্য করেন, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, রাজনীতির সামনেও একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও শোকপ্রস্তাবে শ্রদ্ধা জানানো হয় পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ডি. ওয়াই. পাতিল, প্রাক্তন বিধায়ক তানিয়া চক্রবর্তী এবং শতবর্ষী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী পণ্ডিত অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পাশাপাশি নেপাল-তিব্বত সীমান্তে ভয়াবহ হরপা বান ও ভূমিধসে সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যুতেও গভীর শোকপ্রকাশ করে বিধানসভা। সবশেষে অধ্যক্ষের আহ্বানে সমস্ত সদস্য নিজ নিজ আসনে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। এরপর অধিবেশন ১০ মিনিটের জন্য মুলতুবি ঘোষণা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে নিম্নচাপের কালো মেঘ, উপকূলে সতর্কবার্তা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গোপসাগরের বুক ফুঁড়ে তৈরি হওয়া নতুন ঘূর্ণাবর্তের ধাক্কায় ফের রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন বাংলাদেশ উপকূল এলাকায় ঘনীভূত হওয়া এই ঘূর্ণাবর্তটি দ্রুত শক্তি বাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে। যদিও এই নিম্নচাপের সরাসরি কোনো বড় প্রভাব সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের ওপর পড়বে না, তবুও এর পরোক্ষ প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলীয় জেলাগুলি সহ একাধিক অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্নও উঠছে, পুজোর আগে আগেই কি ফের জলছবি বঙ্গে?

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়ার কারণে সমুদ্র প্রচণ্ড উত্তাল থাকার সম্ভাবনা। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও ওড়িশা উপকূলে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৫৫ থেকে ৬০ কিলোমিটারে পৌঁছতে পারে। অদ্ভূত পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে শুক্রবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি শুক্রবারের জন্য দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় জারি করা হয়েছে সতর্কবার্তা। বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলবর্তী দুই জেলা;পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়ার পাশাপাশি বজ্রপাতের আশঙ্কায় 'কমলা সতর্কতা' জারি করা হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। তবে স্বস্তির খবর, শনিবার অর্থাৎ সপ্তাহান্ত থেকে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে না। বৃষ্টির ব্যাপকতা কমে এলেও বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতির কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ও তাপমাত্রা বেশ কিছুটা বাড়তে পারে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পূর্বাভাস জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বৃহস্পতিবার উত্তরে বৃষ্টির দাপট তুলনামূলক কম থাকলেও শুক্রবার থেকে দৃশ্যপট বদলাবে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহার-উত্তরের ওপরের এই পাঁচ জেলায় শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হাওয়া অফিস এই জেলাগুলির জন্য 'হলুদ সতর্কতা' জারি করেছে। আগামী সোমবার থেকে উত্তরেও পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে বলে জানা গেছে।

তিলোত্তমা সম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। আজ শুক্রবার শহরের কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও উইকেন্ডে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। বৃহস্পতিবার সকালে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য বেশি। বুধবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বাধিক ৯৬ শতাংশ ছুঁয়ে ফেলায় বৃষ্টি কমলেই প্যাচপ্যাচে গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি সাধারণ মানুষকে ভোগাবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা ২৭ থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই ঘোরাফেরা করবে।

চিটফান্ডে লগ্নির নামে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিজেকে একটি বিনিয়োগ সংস্থার এজেন্ট পরিচয় দিয়ে পরিচিতদের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল কলকাতা পুলিশের এক কনস্টেবলের বিরুদ্ধে। টাকা ফেরত চাইতে গেলে পুলিশকর্মীর পরিচয় দেখিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগও করেছেন দুই ব্যক্তি। এই অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে লালবাজারের আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখা। অভিযুক্ত কনস্টেবলের নাম সঞ্জীব সাহা। পুলিশ সূত্রের খবর, তিনি বর্তমানে কলকাতা পুলিশের এক অতিরিক্ত কমিশনারের দেহরক্ষী হিসেবে কর্মরত। কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়াল বলেন, এই ঘটনার অভিযোগ পেয়েছি । তদন্তভার গেছে কলকাতা পুলিশের ইকোনমিক্স অফেন্স উইংসে (আর্থিক দুর্নীতি দমন) । অভিযোগটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে অভিযোগকারীদের দাবি, ২০২৪ সালে এই টাকা লেনদেনের ঘটনা ঘটে। শ্যামপুকুরের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ ঘোষাল ও দিলীপ সর্দারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় ছিল সঞ্জীবের। তাঁদের অভিযোগ, স্বল্প বিনিয়োগে মোটা অঙ্কের লাভের কথা বলে একটি সংস্থায় টাকা লগ্নির প্রস্তাব দেন ওই কনস্টেবল। যদিও নির্দিষ্ট সংস্থার অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা জমা না দিয়ে তাঁর হাতেই টাকা দিতে বলা হয়েছিল বলে অভিযোগ। প্রসেনজিৎ ও দিলীপের দাবি,

সঞ্জীব জানিয়েছিলেন সংস্থার অ্যাকাউন্টে টাকা দিলে ডলারে রিটার্ন পেতে সময় লাগবে। তাঁর মাধ্যমে টাকা দিলে দ্রুত অন্য পদ্ধতিতে বিষয়টি মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। পূর্ব পরিচিত এবং পুলিশে কর্মরত হওয়ায় সঞ্জীবের কথায় বিশ্বাস করেছিলেন তাঁরা, দাবি অভিযোগকারীদের। প্রথম দিকে কয়েক দফায় কিছু টাকা ফেরতও দেওয়া হয়েছিল। পরে সেই টাকা দেওয়া বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপরে বকেয়া টাকা ফেরত চাইলে নানা অজুহাত দেওয়া হত বলেও জানান তাঁরা।

এই প্রসঙ্গে প্রসেনজিতের অভিযোগ, সঞ্জীব আমাদের পরিচিত এবং ছোটবেলার বন্ধু।তার উপর তিনি পুলিশে চাকরি করেন। সেই কারণেই তাঁর উপর বিশ্বাস করে টাকা দিয়েছিলাম। এখন সেই টাকা ফেরত পাচ্ছি না। অভিযোগকারীদের আরও দাবি, সঞ্জীবের মাধ্যমেই এসডিএফএক্স গ্লোবালের এক কর্মী সুপ্রতিম দাসের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। তাঁর অ্যাকাউন্টেও টাকা দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। পরে টাকার হিসাব চাইতে গেলে রাজনৈতিক প্রভাবের কথা বলে ভয় দেখানো হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই অভিযোগগুলির সত্যতা তদন্তের পরই জানা যাবে বলেই লালবাজার সূত্রে খবর। রাজারহাট-গোপালপুর এলাকার বাসিন্দা সঞ্জীব সাহার মাধ্যমে দিলীপ সর্দার প্রায় দু'লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে টাকা ফেরত না পেয়ে শেষ পর্যন্ত লালবাজারের দ্বারস্থ হন প্রসেনজিৎ ও দিলীপ। অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়ালের দপ্তরে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সদর দপ্তর) সুদীপ সরকারকেও ই-মেল পাঠানো হয়। যদিও পুলিশ সূত্রে খবর, এখনও এই ঘটনায় কোনও এফআইআর দায়ের হয়নি। তবে অভিযোগের ভিত্তিতে আর্থিক দুর্নীতি দমন শাখা তদন্ত শুরু করেছে। সঞ্জীব সাহার সঙ্গে ওই সংস্থার কী ধরনের সম্পর্ক ছিল, তাঁর মাধ্যমে কত টাকা লেনদেন হয়েছে এবং অভিযোগকারীদের টাকা কোথায় গিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশকর্মীর পরিচয় ব্যবহার করে কাউকে ভয় দেখানো হয়েছিল কি না, সেই বিষয়টিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

আরজি কর: আদালতে রিপোর্ট জমা দেওয়ার আগে বাড়তি নজর চার চিকিৎসকের ওপর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী সপ্তাহেই আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আদালতে চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট জমা দেবে সিবিআই। আর তার ঠিক মুখেই তদন্তের অভিমুখ নতুন করে ঘুরল ‘লাস্ট সিন টুগেদার থিওরি’র ওপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ যাঁদের সঙ্গে শেষবার দেখা গিয়েছিল নির্যাতিতাকে। ওই অভিশপ্ত রাতে নির্যাতিতার সঙ্গে যে চার সহপাঠী চিকিৎসক নৈশভোজ করেছিলেন, তাঁদের ভূমিকা ও বয়ান আরও একবার আঁতশকাচের নীচে রেখে খতিয়ে দেখছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। সেই কারণেই আরজি কর মামলার দায়িত্বে থাকা সিবিআইয়ের বিশেষ তদন্তকারী দল আবার ওই চার জনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

যদিও গোয়েন্দা সূত্রের খবর, এই চার চিকিৎসককে মূল অভিযুক্ত করা হচ্ছে না। এই মুহূর্তে মামলার চার্জশিটে তাঁরা সাক্ষী হিসেবেই রয়েছেন। উল্লেখ্য, এই নৃশংস কাণ্ডে ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু তদন্ত শেষ করার আগে কেন্দ্রীয় সংস্থা নিশ্চিত হতে চাইছে, সহকর্মীদের বক্তব্যে কোনও রকম বৈপরীত্য বা ফাঁকফোকর থেকে যাচ্ছে কি না। দু’বছর আগে লালবাজার এবং পরবর্তীতে সিবিআইকে দেওয়া বয়ান, এমনকী পলিগ্রাফ পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে বর্তমান জবানবন্দি হুবহু মিলছে কি না, তা যাচাই করাই এখন গোয়েন্দাদের প্রাথমিক লক্ষ্য।

সিবিআই এবং আদালত সূত্রের খবর অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৮ অগস্ট রাতে আরজি করের চেস্ট ওপিডিতে একসঙ্গে নৈশকালীন ডিউটি (নাইট ডিউটি) করছিলেন ওই তরুণী চিকিৎসক এবং তাঁর চার সহপাঠী। রাত ১০টা ১৫ মিনিট নাগাদ অনলাইন ফুড ডেলিভারি অ্যাপের মাধ্যমে নিজের ও সহকর্মীদের জন্য খাবারের অর্ডার দেন নির্যাতিতা। খাবার আসার পর তিন তলার যে সেমিনার রুম থেকে পরবর্তীতে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়, সেই সেমিনার রুমের ডায়াসেই বসেছিলেন পাঁচ জন। টিভিতে তখন চলছিল প্যারিস অলিম্পিকের সরাসরি সম্প্রচার। অলিম্পিকের খেলা দেখতে দেখতেই রাত ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত চলে তাঁদের নৈশভোজ ও কথাবার্তা। ১টার পর থেকেই পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি বদলাতে শুরু করে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, জিজ্ঞাসাবাদে ওই চার চিকিৎসক আগে জানিয়েছিলেন, নৈশভোজের পর ক্লান্তি কাটাতে সেমিনার রুমের ডায়াসে পেতে রাখা গদির ওপর ঘুমিয়ে পড়েন ওই তরুণী। বাকি চার জনের মধ্যে দুই চিকিৎসক সেমিনার রুম সংলগ্ন স্টাডি রুমে বিশ্রামের জন্য চলে যান। আর তৃতীয় চিকিৎসক ঘুমোতে যান ইন্টার্নদের জন্য নির্ধারিত ঘরে। বাকি চতুর্থ চিকিৎসক ডিউটি করার জন্য নেমে যান সোজা এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে। তদন্তে উঠে এসেছে, এমার্জেন্সিতে থাকার সময়েও ওই চিকিৎসকের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল নির্যাতিতার। কাজের বিষয়ে সহকর্মীকে কিছু দরকারি পরামর্শও দিয়েছিলেন তিনি।

এর পরদিন, অর্থাৎ ৯ অগস্ট সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ এক সহকর্মী চিকিৎসক প্রথম সেমিনার রুমে ঢোকেন। ডায়াসের ওপর সহপাঠীকে নারকীয় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে চমকে ওঠেন তিনি। এরপরই খবর যায় হাসপাতালে এবং প্রশাসনিক মহলে। এদিকে এই প্রসঙ্গে সিবিআই সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, দু’বছর আগের সেই বয়ানই এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে কি না, না কি নতুন কোনও তথ্য সামনে আসছে তা জানতেই পুনরায় এই জেরাপর্ব। আগামী সপ্তাহে আদালতে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করার আগে তদন্তের প্রতিটি সুতো নিখুঁতভাবে বেঁধে নিতে চাইছে সিবিআই।

শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিলে ‘না’ হাইকোর্টের

একগুচ্ছ শর্তে জনসভার অনুমতি দিলেও আপত্তি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শ্রীরামপুরে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিল করার আবেদনে সাড়া দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। তবে মিছিলের অনুমতি না মিললেও শর্তসাপেক্ষে জনসভা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোকে। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত এক মামলায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, শ্রীরামপুরে কোনো মিছিল করা যাবে না। তার পরিবর্তে মাহেশের ঐতিহাসিক জগন্নাথদেব স্নানপিঁড়ি ময়দানে সভা করতে পারবে কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। সভাতেও আদালতের নির্দেশিত কড়া একগুচ্ছ শর্ত মেনে চলতে হবে।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে্র প্রতিবাদে এবং দলীয় কর্মসূচি হিসেবে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুরের মাহেশ থেকে শ্রীরামপুর কোর্ট পর্যন্ত এক মহামিছিলের পরিকল্পনা করেছিল কালীঘাট তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়ে পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন জানান চুঁচুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার। কিন্তু পুলিশি অনুমতি মেলেনি। জটিলতা তৈরি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে আবেদনকারীদের পক্ষের আইনজীবী তথা প্রবীণ তৃণমূল নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে উপস্থিত ছিলেন। শুনানি চলাকালীন বিচারপতি প্রস্তাব দেন, শ্রীরামপুর কোর্ট পর্যন্ত মিছিল না করে কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে সভা করা যায় কি না। সেই প্রস্তাবে সাড়া দেয় আবেদনকারী পক্ষ। এরপরই স্নানপিঁড়ি ময়দানে সভার বিষয়ে অনুমোদন দেয় একক বেঞ্চ। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরে জানান, ‘আমরা মিছিলের অনুমতি চেয়েছিলাম। তবে হাইকোর্টের পরামর্শ মেনে স্নানপিঁড়ি ময়দানে সভা করতে সম্মত হয়েছি। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখবেন।’ সভা করার অনুমতি দিলেও একগুচ্ছ কড়া নির্দেশিকা জারি করেছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৩টের মধ্যেই সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচি শেষ করতে হবে। জনসভায় সর্বোচ্চ ২ হাজার মানুষ উপস্থিত থাকতে পারেন। সঙ্গে এও নির্দেশ দেওয়া হয় যে, শ্রীরামপুর ও সংলগ্ন এলাকার পথচলতি মানুষ ও সাধারণ ট্রাফিকের যেন বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে। সভা চলাকালীন বাস ও গাড়ি চলাচলের পর্যাপ্ত জায়গা রাখতে হবে। এছাড়াও আদালতের তরফ থেকে সতর্কবার্তা হিসেবে জানানো হয়েছে, জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় এমন কোনো স্পর্শকাতর বা বিতর্কিত মন্তব্য করা যাবে না, যা কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত করে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, মিটিং চলাকালীন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তৃণমূলের তরফে কতজন ভলান্টিয়ার থাকবেন, তাঁদের তালিকা তৈরি করে নাম ও ফোন নম্বর বৃহস্পতিবার রাত ৮টার মধ্যে জমা দিতে হবে। এখানেই শেষ নয়, এছাড়াও অপ্রীতিকর যেকোনো পরিস্থিতি এড়াতে এলাকাজুড়ে পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ও নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করতে হবে রাজ্য পুলিশকে।

তবে সিঙ্গল বেঞ্চের এই রায়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চিত্র বদলে যায়। রাজ্য সরকার বিচারপতি ভট্টাচার্যের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য সভার অনুমতি নিয়ে প্রশ্ন না তুললেও নির্দিষ্ট সভাস্থল নির্বাচন নিয়ে ঘোর আপত্তি জানান। আদালতে রাজ্যের যুক্তি, যে মাঠটিতে সভার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেটি একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। রাজ্য সরকারের প্রশ্ন, জমির মালিক যদি রাজনৈতিক সভার জন্য জমি ব্যবহারে সম্মতি না দেন, তবে সেক্ষেত্রে পুলিশের করণীয় কী থাকতে পারে? রাজ্য পুলিশ কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য ব্যবহারের নির্দেশ চাপিয়ে দিতে পারে না। তাই ওই স্থান নিয়ে নির্দেশিকার পরিবর্তন, পুলিশকে এই সংক্রান্ত দায় থেকে নিষ্কৃতি প্রদান অথবা বিকল্প কোনো সভাস্থলে কর্মসূচি সরানোর আবেদন জানায় রাজ্য।

অন্যদিকে, মাহেশের ওই জমির মালিকপক্ষও সরাসরি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। তাদের আইনজীবীর বক্তব্য, এই মাঠটি মূলত শ্রীরামপুরের ঐতিহ্যবাহী রথের মেলা-সহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বর্তমান পরিস্থিতিতে এই জমি রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য ছেড়ে দিতে তারা ইচ্ছুক নন। এদিন সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে পর্যবেক্ষণে জানান, রাজনৈতিক কর্মসূচি আয়োজনের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে সাধারণ মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিচার করা উচিত। এমন কোনো স্থানে কর্মসূচি করা অনুচিত, যেখানে সাধারণ নাগরিকের ভোগান্তি হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে তড়িঘড়ি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না দিয়ে, প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য ও আয়োজক; উভয় পক্ষকেই পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে একটি বিকল্প সভাস্থল বেছে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

স্বস্তি বিধাননগরে! এবার পুজোর মুখে নিয়ন্ত্রণে ডেঙ্গু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিধাননগর: পুজোর বাদ্যি বাজলেই অতীতে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ত বিধাননগরবাসীর। কারণ উৎসবের এই মরশুমেই হু হু করে বাড়ে ডেঙ্গুর দাপট। জেলা থেকে শুরু করে একাধিক পুরসভার নিরিখে সংক্রমণের তালিকায় বারবার শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে এই পুরনিগম। তবে এবার পুজোর মুখে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন পুরকর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকরা। পরিসংখ্যানে স্পষ্ট, গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে ডেঙ্গু আক্রান্তের গ্রাফ একধাক্কায় নেমে এসেছে প্রায় চারগুণ।

পুরসভা সূত্রের খবর, গত বছর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত যেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৬০, সেখানে এবার সেই সংখ্যাটা মাত্র ৪২। সংক্রমণের এই নিম্নমুখী গ্রাফ বজায় রেখে আগামী বছর বিধাননগরকে পুরোপুরি ‘ডেঙ্গু মুক্ত’ করাই এখন একমাত্র লক্ষ্য পুর কর্তৃপক্ষের। রেকর্ড বলছে, ২০১৭ সালে বিধাননগরের ৪১টি ওয়ার্ড জুড়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিন হাজারের বেশি মানুষ। পরবর্তী কয়েক বছর পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ২০২২ সালে সমস্ত রেকর্ড ভেঙে আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছায় ৪,২২২-এ। ২০২৩ সালেও সেই ধারা বজায় রেখে আক্রান্ত হন ৩,৯৫৬ জন। পরপর দু’বছরের এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ২০২৪ ও ২০২৫ সালের শুরু থেকেই অল-আউট অভিযানে নামে পুরনিগম। তারই সুফল মেলে পর পর দুই বছর। তথ্য বলছে, আক্রা ন্তের সংখ্যা ৫০০-র নিচেই বেঁধে রাখা সম্ভব হয় (২০২৪ সালে ৩৯০ এবং ২০২৫ সালে ৪৪০)। বর্তমানে রাজনৈতিক পালাবদলের জেরে পুরসভার বোর্ড ভেঙে প্রশাসক বসানো হয়েছে। অনেক কাউন্সিলরই এখন এলাকায় অনুপস্থিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডেঙ্গু দমনে কোন ফাঁক রাখতে নারাজ পুর প্রশাসন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা, জ্বরের তথ্য সংগ্রহ এবং সচেতনার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে পুরোদমে। পুরকর্তাদের আশা, এই নজরদারি অব্যাহত থাকলে চলতি বছরের মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২০২৪ সালের রেকর্ডকেও ছাপিয়ে অনেক নিচে নেমে আসবে।

বন্ধুত্বের অজুহাতে ছাত্রীকে অপহরণ ধর্মতলার হোটেল থেকে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘বন্ধুত্বে’র অজুহাতে বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও নিশ্চিত চাকরির টোপ! সেই প্রলোভনের ফাদে পা দিয়েই গৃহত্যাগ করে হাওড়ার এক নাবালিকা। এরপর তাকে কলকাতার ধর্মতলায় ডেকে এনে নিউ মার্কেটের একটি হোটেলে একা ‘বন্দি’ করে রাখা এবং ফোন হ্যাক করে পরিবারের কাছে ৩ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়ার অভিযোগ উঠল এক আন্ত্ন্সরাজ্য সাইবার অপরাধী চক্রের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্তে নেমে তড়িঘড়ি তৎপর হয়ে নিউ মার্কেটের ওই হোটেল থেকে বুধবার রাতে একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অপহৃত নাবালিকার বাড়ি হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের শংকরহাটি ২ নম্বর এলাকা। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে তার সঙ্গে পরিচয় হয় এক অচেনা ব্যক্তির। শুরু হয় মেসেজ চালাচালি। অভিযোগ, নাবালিকাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে বিদেশে পড়াশোনা ও আকর্ষণীয় চাকরির আশ্বাস দেওয়া হয়। সেই ফাঁদে পা দিয়ে গত ৭ সেপ্টেম্বর পরিবারের অলক্ষে নিজের সমস্ত শিক্ষাগত ও পরিচয় সংক্রান্ত নথি সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ছাড়ে ওই কিশোরী। সে সোজা চলে আসে ধর্মতলায়।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অপরাধীরা আগে থেকেই ধর্মতলায় একটি গাড়ি ভাড়া করে রেখেছিল। সেই গাড়িতে চেপেই কিশোরী পৌঁছয় নিউ মার্কেট এলাকার একটি হোটেলে। অপরাধীদের নির্দেশমতো হোটেলে একাই একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ওঠে সে। এরপরেই শুরু হয় অপরাধীদের আসল খেলা। চতুর সাইবার দুষ্কৃতীরা দূর থেকেই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে মেয়েটির

মোবাইল ফোনটি হ্যাক করে নেয়। এরপর সেই ফোন থেকেই পরিবারের কাছে ৩ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। স্পষ্ট জানানো হয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা না দিলে নাবালিকাকে খুন করা হবে। হঠাৎ-ই এমন খবরে আঁতকে ওঠে কিশোরীর পরিবার। গত ৭ সেপ্টেম্বরই জগৎবল্লভপুর থানায় একটি নিখোঁজ ডায়রি করা হয়। মুক্তিপণের ফোন আসামাত্রই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানানো হয় পুলিশকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত তদন্তে নামে হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ, সাইবার সেল এবং রাজ্য পুলিশের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি। আধিকারিকরা অপহৃত নাবালিকার ফোন নম্বর এবং যে নম্বর থেকে মুক্তিপণের দাবি এসেছিল, তা আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ট্র্যাক করা শুরু করেন।

নম্বর ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমেই পুলিশ নিশ্চিত হয় যে কিশোরী নিউ মার্কেট থানা এলাকার একটি হোটেলের ঘরে রয়েছে। এরপরই বুধবার গভীর রাতে ওই হোটেলে অভিযান চালায় পুলিশের একটি যৌথ দল। হোটেল রুমের দরজা খুলে উদ্ধার করা হয় নাবালিকাকে। তবে সেই সময় ঘরে অপরাধীদের কাউকেই পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, মেয়েটিকে একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক বন্দি বানিয়ে রাখা হয়েছিল এবং তার ফোন ব্যবহার করেই এই তোলাবাজি চালাচ্ছিল দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় হাওড়া জেলা গ্রামীণ পুলিশের সুপার অমিত ভার্মা জানিয়েছেন, ‘নাবালিকাকে সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধারের পর বৃহস্পতিবার তাকে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পেশ করা হয়। মেয়ে ফিরে আসায় পরিবারে স্বস্তি ফিরে এসেছে।’

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই ঘটনার পেছনে একটি বিশাল আন্তরাজ্য অপরাধী চক্র সক্রিয় রয়েছে, যাদের মূল কাজই হলো সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে নাবালিকা ও তরুণীদের টার্গেট করা। বিহার, উত্তর প্রদেশ কিংবা হরিয়ানা থেকেই এই চক্র পরিচালনা করা হচ্ছে বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের। জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অপহরণ, মুক্তিপণ দাবি এবং খুনের হুমকি-সহ একাধিক জামিনঅযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ।

মিনিয়েচার দুর্গা। কুমোরটুলিতে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

খড়দায় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ পুলিশের জালে কুখ্যাত দুষ্কৃতী বিষ্ণু সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আগ্নেয়াস্ত্র-সহ পুলিশের জালে এক কুখ্যাত দুষ্কৃতী। ধৃত বিষ্ণু সিং খড়দার ফাঁকি ঘাট এলাকার বাসিন্দা। বুধবার রাতে খড়দার কাচ্চি লাইন এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল বিষ্ণু। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, খড়দা থানার পুলিশ আচমকা হানা দিয়ে ওই দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করেছে। পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে একটি পিস্তল ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত বিষ্ণুর বিরুদ্ধে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের একাধিক বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে অন্যত্র আত্মগোপন করেছিল কুখ্যাত এই দুষ্কৃতী। ধৃতকে

নিজেদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ অপরাধমূলক কাজের তদন্ত করবে।

‘হুমকি দিয়ে কংগ্রেসকে দমানো যাবে না’, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ শুভঙ্করের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাগেশ্বর বাবার ছবি পুড়িয়ে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি দাবি করেন, ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বাগেশ্বর বাবা ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ধরেই রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্ক চলছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় এফআইআর দায়ের করার উদ্যোগ নেয় কংগ্রেস। ভবানীপুর থানার সামনে তাঁর ছবি পুড়িয়ে বিক্ষোভও দেখানো হয়।

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় ‘পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) বিল, ২০২৬’ নিয়ে আলোচনার সময় সেই ঘটনার প্রসঙ্গ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, আমাদের লিলুয়াতে একজন সন্ত এসেছিলেন। সন্তের মতোই তিনি দেশপ্রেম, রাষ্ট্রবাদ এবং অখণ্ড ভারতের কথা বলেছেন। ঐতিহ্য সংস্কৃতির কথা বলেছেন তাঁর মতো করে। যাঁরা গ্রহণ করার করবেন, যাঁরা করার নয় করবেন না। তিনি কারও উপর চাপিয়ে দিতে চাননি। আমি কতগুলো লোককে দেখলাম ভবানীপুর থানার সামনে ছবি পুড়িয়েছে। এখান থেকে সিপি-কে বলছি, ওই লোকগুলোকে অ্যারেস্ট করতে হবে। এর পরেই মুখ্যমন্ত্রীর ওই বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানান শুভঙ্কর সরকার। কংগ্রেসের দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাসের কথা তুলে ধরে তিনি লেখেন, ‘ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত কখনোই কোনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কংগ্রেসের ইতিহাস তৈরি করেছে । বারে বারে কংগ্রেসের ওপর অত্যাচার নেমে এসেছে, দমন-পীড়ন হয়েছে, তবুও কংগ্রেস সৈনিকরা প্রতিবাদের পথ থেকে সরে যাননি।’ বাগেশ্বর বাবার বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামা কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

বকেয়া বেতনের দাবিতে হালিশহর পুরসভায় সাফাই কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বকেয়া বেতনের দাবিতে কাজ বন্ধ রেখে বৃহস্পতিবার হালিশহর পুরসভায় বিক্ষোভ দেখালেন সাফাই কর্মীরা। অভিযোগ, তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না সাফাই কর্মীরা। ক্ষোভে তাঁরা কর্মবিরতির ডাক দিয়ে আন্দোলনে নামেন। যদিও এদিন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বেতন মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানি। বিক্ষোভকারীরা জানান, দু’একদিনের মধ্যেই বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন পুরসভা কর্তৃপক্ষ। তাই তাঁরা শুক্রবার কাজে যোগ দেবেন।

অপরদিকে হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানি বলেন, পুরসভায় এখনও প্রশাসক নিয়োগ হয়নি। এক্সিকিউটিভ অফিসার পুরসভা চালাচ্ছেন। কিছু সমস্যার জন্য সাফাই কর্মীদের বেতন বকেয়া হয়ে গিয়েছে। আশা করছি, শীঘ্রই সাফাই কর্মীদের বেতন মিটিয়ে দেওয়া হবে।

সম্পাদকীয়

ফিরুক উন্নয়ন, নতুন সরকারের কাছে এটাই প্রার্থনা পাহাড়বাসীর

দার্জিলিং তথা পাহাড়ে উন্নয়ন ফিরুক। আসুক পর্যটক। জমে উঠুক ব্যবসা, বাণিজ্য। এটাই প্রার্থনা পাহাড়বাসীর। রাজনীতি নয়, হিংসা নয়, শুধুই সুস্থ পরিবেশে ভালোভাবে বেঁচে থাকাটাই পাহাড়ের মানুষের একমাত্র চাহিদা। পূর্বতন সরকারের আমলে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে বারবার অস্থির হয়েছে পাহাড়। রোজগার হারিয়েছেন মানুষ। জিটিএতে বারবার প্রশাসনিক পরিবর্তনের কারণে লাটে উঠেছিল কাজকর্ম। দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল অনীত থাপাদের জিটিএ। মুখ্যমন্ত্রী হয়েই পাহাড়ে গিয়ে জিটিএ-র আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। আর সেটা যে ভিত্তিহীন ছিল না তার প্রমাণ অনীত থাপাদের পদত্যাগ। কিন্তু পাহাড়ের উন্নতিতে দায়বদ্ধ রাজ্যের বিজেপি সরকার তাই জিটিএ নিয়ে নতুন করে তৎপর হল। সেই লক্ষ্যে জিটিএ-র প্রশাসনে বড় পরিবর্তন আনল রাজ্য। চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা-সহ শীর্ষ পদাধিকারীদের পদত্যাগের পর দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হওয়া প্রশাসনিক শূন্যতা কাটাতে জিটিএ-র প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হল অভিজ্ঞ ও দক্ষ আইএএস স্মৃতিরঞ্জন মহান্তিকে। বর্তমানে তিনি জিটিএ-র প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পদে ছিলেন। গত ১৭ জুন রাজ্যপালের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন অনীত। ২৪ জুন সেই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন রাজ্যপাল। অনীত থাপা ২০২২ সালে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার তরফে জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর কার্যকালের এখনও প্রায় এক বছর বাকি ছিল। অনীত থাপার সঙ্গে জিটিএ-র চেয়ারম্যান এবং ডেপুটি চেয়ারম্যানও ইস্তফা দেন। ফলে পাহাড়ের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছিল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হচ্ছিল। সেই পরিস্থিতি কাটাতেই প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল সরকার। সরকারের আশা, নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জিটিএ-র দৈনন্দিন কাজকর্মে গতি ফিরবে এবং পাহাড়ে উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও প্রশাসনিক পরিষেবা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে।

মোদী@২৫, বদলাচ্ছে বাংলার সুর

জন্মদিনে জনসংযোগের নতুন পরিকল্পনা রাজ্য বিজেপির

কণাদ দাশগুপ্ত

নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক সাফল্যকে শুধু নির্বাচনী জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে মাপলে তাঁর দীর্ঘ প্রশাসনিক যাত্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি আড়ালেই থেকে যায়। ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রশাসনের শীর্ষে আসার পর ২০২৬-এ পা রাখছেন সেই যাত্রার পঁচিশতম বছরে। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রায় ১৩ বছর এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১২ বছর, প্রশাসনের শীর্ষে এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাঁকে ভারতীয় রাজনীতিতে এক বিরল ধারাবাহিকতার অধিকারী করেছে। সেই প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, উন্নয়নমুখী কর্মসংস্কৃতি এবং ‘সেবা’র রাজনৈতিক দর্শনকেই এবার পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে আরও গভীরভাবে পৌঁছে দিতে চাইছে বিজেপি। আর সেই পরিকল্পনার অন্যতম মুখ দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকগুলির একটি তাঁর দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা। রাজ্য ও কেন্দ্র মিলিয়ে প্রশাসনের শীর্ষে দীর্ঘ সময় থাকাটাই মোদীর রাজনৈতিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। সেই অভিজ্ঞতা ও প্রশাসনিক উত্তরাধিকারকে সামনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গে এক মাসব্যাপী কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে বিজেপি। দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই কর্মসূচিকে শুধু রাজনৈতিক প্রচার নয়, ‘সেবা মাস’ হিসেবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছেন। ১৭ সেপ্টেম্বর, মোদীর জন্মদিন থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত বাংলায় চলবে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’। প্রতিটি বুথে ২৫টি ‘আশীর্বাদ প্রদীপ’ প্রজ্বলন, ‘নমো সেবা গাথা’, তথ্যচিত্র ও থিম সং, ‘সেবা জ্যোতি যাত্রা’, বিজ্ঞানসভা, ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং জনসংযোগ কর্মসূচির পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার উদ্যোগও নেওয়া হবে। অর্থাৎ জন্মদিনকে এক দিনের আনুষ্ঠানিকতা না রেখে এক মাসের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কর্মসূচিতে পরিণত করাই বিজেপির লক্ষ্য। এই পরিকল্পনার মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচার যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে একটি স্পষ্ট সাংগঠনিক উদ্দেশ্য। মোদীর ২৫ বছরের প্রশাসনিক যাত্রাকে বাংলার বুথস্তরে পৌঁছে দিয়ে বিজেপি চাইছে জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে স্থানীয় সংগঠনের একটি প্রত্যক্ষ যোগ তৈরি করতে। ‘২৫’ সংখ্যাটিও সেই কারণে প্রতীকী, ২৫ বছর, ২৫ প্রদীপ, এবং ২৫ লক্ষ পরিবারের কাছে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছনোর সাফল্যগাথা।

বাংলার রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই উদ্যোগের তাৎপর্য আরও গভীর। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপির সামনে এখন বিরোধী রাজনীতির প্রশ্ন নেই, রয়েছে সরকার পরিচালনার দায়। ফলে কেন্দ্রের মোদী সরকারের প্রশাসনিক রেকর্ডকে রাজ্যের নতুন সরকারের কাজের সঙ্গে কী ভাবে যুক্ত করা যায়, সেটি বিজেপির কাছে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন। মোদীর দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সেই প্রচেষ্টায় একটি স্বাভাবিক রাজনৈতিক সম্পদ।

এখানে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’-এর পরিকল্পিত পরিষেবা- কেন্দ্রিক কর্মসূচিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর, পেনশন, নারী নিরাপত্তা, জল সংরক্ষণ, প্রতিবন্ধী সহায়তার মতো বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে মানুষকে সাহায্য করার জন্য শিবিরের পরিকল্পনা রয়েছে। এর অর্থ, ভোটের সময় প্রচারের বাইরে গিয়ে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি সাংগঠনিক ভূমিকা তৈরি করা।

বাংলার রাজনীতিতে এই জায়গাটি একেবারেই নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি পরিষেবা, স্থানীয় প্রশাসন এবং রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বহু ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরের রাজনৈতিক কর্মীরাই নাগরিক ও প্রশাসনের মধ্যবর্তী যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে ওঠেন। বিজেপি যদি এই জায়গায় নিজেদের সাংগঠনিক উপস্থিতি তৈরি করতে পারে, তবে তার রাজনৈতিক প্রভাব জন্মদিনের কর্মসূচির সময়সীমার অনেক বাইরে যেতে পারে। তবে এখানেই বিজেপির সামনে কঠিন পরীক্ষাও রয়েছে। মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের তথ্য পৌঁছে দেওয়া আর বাস্তবে সেই সুবিধা নিশ্চিত করা এক বিষয় নয়। ‘সেবা’কে যদি রাজনৈতিক স্লোগান থেকে প্রশাসনিক ফলাফলে নিয়ে যেতে হয়, তবে দ্রুত পরিষেবা, স্বচ্ছতা এবং নাগরিকের সমস্যার বাস্তব সমাধান জরুরি। বিশেষ করে রাজ্যে নতুন সরকার হিসেবে বিজেপির প্রতি মানুষের প্রত্যাশা এখন অনেক বেশি। ফলে দলের কর্মসূচির সাফল্য নির্ভর করবে শুধু কতগুলি সভা হল তার উপর নয়, কত জন মানুষের বাস্তব সমস্যার সমাধান হল তার উপরও।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কৃতিত্ব নিয়েও বাংলায় দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বিতর্ক রয়েছে। কোন প্রকল্পের অর্থ কোথা থেকে এল, বাস্তবায়নে কার ভূমিকা কতটা, এই প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক টানাপড়েন নতুন নয়। বিজেপি সুবিধাভোগীর অভিজ্ঞতাকে সামনে এনে এই বিতর্কের একটি সরল রাজনৈতিক উত্তর দিতে চাইছে। কিন্তু এই প্রচারের বিশ্বাসযোগ্যতা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করবে তথ্যের স্বচ্ছতা এবং প্রকল্পের বাস্তব সুফলের উপর। আর একটি লক্ষ্য নতুন প্রজন্ম। বিজ্ঞানসভা, ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে মোদীর ২৫ বছরের প্রশাসনিক যাত্রাকে তরুণদের আলোচনার বিষয় করে তোলার চেষ্টা রয়েছে। এটি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক বিনিয়োগও বটে। কারণ কোনও নেতার বর্তমান জনপ্রিয়তা এক জিনিস, আর তাঁকে একটি প্রশাসনিক যুগের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা অন্য জিনিস। এই প্রেক্ষাপটে ৮ সেপ্টেম্বর বরোদায় অনুষ্ঠিত ‘[illegible]’ অনুষ্ঠানটিও সমকালীন জনআগ্রহের একটি উল্লেখযোগ্য ছবি। বিনামূল্যের আসনের বুকিং এক ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণ হয়ে যায় এবং ৪২ হাজারেরও বেশি মানুষ ওয়েটিং লিস্টে ছিলেন বলে রিপোর্টে প্রকাশ। অনুষ্ঠানে নাগরিক, পড়ুয়া, পেশাজীবী, উদ্যোক্তা ও শিল্পমহলের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। পাশাপাশি ৩৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই ঘটনা মোদীকে ঘিরে জনআগ্রহের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে বিজেপি অবশ্যই তুলে ধরতে পারে।

তবে বাংলার রাজনৈতিক পরিসরে এই উদ্যোগকে কেবল জনপ্রিয়তার উৎসব হিসেবে দেখলে তার আসল দিকটি ধরা পড়বে না। বিজেপি এখন এমন একটি সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে, যখন তাকে একই সঙ্গে সরকার চালাতে এবং সংগঠন ধরে রাখতে হবে। সেই জায়গায় মোদীর ২৫ বছরের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ আসলে দলের কাছে একটি রাজনৈতিক সেতু, কেন্দ্রের নেতৃত্ব, রাজ্যের সরকার এবং বুথস্তরের সংগঠনের মধ্যে।

শমীক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এই কর্মসূচির সাফল্য তাই শুধু জন্মদিনের ভিড় দিয়ে বিচারযোগ্য নয়। বিচার হবে আরও কঠিন মাপকাঠিতে, মানুষের সঙ্গে কতটা স্থায়ী যোগাযোগ তৈরি হল, সরকারি পরিষেবা কতটা সহজ হল এবং বিজেপি কতটা সফল ভাবে নিজের প্রশাসনিক ভাবমূর্তিকে বাংলার বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারল।

মোদীর ২৫ বছর শেষ পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক স্মরণোৎসব হতে পারে, আবার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার একটি পরীক্ষাও হতে পারে। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রদীপ জ্বলবে প্রতীক হিসেবে। কিন্তু সেই আলো কত দূর পৌঁছবে, তার উত্তর দেবে বাংলার মানুষ, প্রচারসভায় নয়, নিজের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায়।

মোদীর পঁচিশ বছর তাই বাংলায় এবার কেবল অতীতের হিসাব নয়, এটি ভবিষ্যতেরও একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন। দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, উন্নয়নকেন্দ্রিকতা এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের যে মডেলকে বিজেপি এতদিন জাতীয় রাজনীতিতে তুলে ধরেছে, বাংলার মাটিতে তার কতটা প্রতিফলন ঘটানো যায়, সেটিই আসল পরীক্ষা। ১৭ সেপ্টেম্বরের প্রদীপ জ্বালানো সেই পরীক্ষার আনুষ্ঠানিক সূচনা মাত্র। আসল আলো জ্বলবে তখনই, যখন ‘সেবা’ আর রাজনৈতিক স্লোগান থাকবে না, মানুষের অভিজ্ঞতায় পরিণত হবে।

রাইজ অফ হিন্দুজ — থ্যাংকস টু লোটাস

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

সময় এসেছে। সাহসও। হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই বলার। আগেও ছিল। কিন্তু সাহস ছিল না। এখন হয়েছে। সৌজন্যে সরকার। হ্যাঁ, গোবরে-ই পদ্ম ফোটে। অনেক সময় লেগে গেল। কিন্তু অবশেষে পদ্ম ফুটলো। কমল কি ফুল। যদি না হয় ফুল। তবে মুসলিম মহা ভুল। সাথে ছিল তোষণ। সরি,তোষণের রাজনীতি। মেকার --সুবিধাবাদী স্বার্থকামী কিছু মানুষ। না,তাদের কোনো জাত হয় না। অনেকটা উগ্রপন্থী এর মত। কিন্তু যখন উগ্রপন্থা একটা জাতে বেশি হয় তখন বুঝে নিতে হয় সেই জাতিই আসলে রাষ্ট্রদ্রোহী। আতঙ্কবাদ সরল না। আতঙ্কবাদিও বাড়ল। হ্যাঁ, আমি মুসলিমদের কথা বলছি। আমি জানি ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে কিভাবে আমার উপর অত্যাচার হয়েছিল। ইয়েস, আমার উপর। মানে আমার রক্তের উপর। মানে, বাঙালির উপর। আরও ভালোভাবে বললে হিন্দুর উপর।

ওপার ওপার বলে কি কিছু আছে? অবিভক্ত বলে কথা! তবে কি বাংলাদেশে বরাবর অত্যাচার হবে! নোয়াখালী তোমার হলে আমার নয়? মুজিবর তোমার হলে আমারও। মার্ক্স,লেনিন আমার হলে তোমারও। তবে সময়ে সময়ও তোষণ ছিল। মানে যেমন ধরুন সিপি এম এর সময়। তারও তো অনেক পরে তৃণ। কংগ্রেস পারেনি বলে সিপিএম ও পারবে না তা তো হতে পারে না। মানে হিন্দু বাঁচাও। কিন্তু হিন্দু তো পারে না। আরে যদি নাই পারে তবে ৪৬ এ যখন হিন্দু অত্যাচার হচ্ছিল তখন কেন কোনো এক গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জির জন্যে মহাত্মা গান্ধীকে বেলেঘাটা ছুটে চলে আসতে হয়েছিল? আপনি জানতে চাইবেন না কেনো আমার রক্ত পেচ্ছাপ নয় --সেটা বুঝতে। ‘হিন্দু ‘ সেদিন জেগেছিল। প্রায় ১৬ হাজার মানুষ সেই আন্দোলন এ সামিল হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীকেও সেদিন অস্ত্র ছাড়ার অনুরোধ করতে হয়েছিল ওই হিন্দু নেতার কাছে। সেদিন ছিল হিন্দুই সংখ্যালঘু। কাকে বলে প্রতিবাদ সেদিন দেখিয়েছিল হিন্দু। তবে কেনো অতি সহজে সেই ফ্লো হারিয়ে গেলো?

কংগ্রেস চলে গেলো। কলকাতার লোভ তখন অনেকেরই। কারণ এই শহর বাণিজ্য নগরী। অন্যদিকে জাতিসত্ত্বা আছে বাঙালির। বাঙালি আরো বড় হলো। সে প্রতিষ্ঠা করলো হিন্দু বলয়। এরপর বহু ইতিহাস। ততক্ষণে চলে এসেছে কিন্তু কি করে তা সম্ভব? সহযোগী চাই। অনেক জন গোপাল চন্দ্র ব্যানার্জি চাই। কিছু পেল। যার আরো ও দেওয়ার ছিল। আমরাও পারলাম কই ? তাকে সম্মান দিচ্ছি তো হালে। পদ্ম আসার পর। এর আগে ভুলিয়ে রাখা হয়েছিল। ইতিহাস তেমন লেখা হয় নি। যেমন করে হিন্দু-নিধন কে জাস্ট শুইয়ে রাখা হয়েছিল বলে চালানো হয়। যেমন করে তখন সংখ্যালঘু হিসাবে হিন্দুকে বাইরে না আসার একটা বাধ্য প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পারেননি না করেননি--জানি না। তবে সেই হিন্দু ভক্তির উল্লাস তেমন দেখা যায় নি। তুমি কিভাবে জাতি গোষ্ঠী সম্প্রদায় সৃষ্টি কারো জানি না। তবে কিভাবে মেহনতি মানুষের পক্ষে তা স্পষ্ট নয়। প্রশ্ন তুমি কার?

এরপর হলো ছারখার। মানে, তৃণের সরকার। অনেক এমন কিছু করেছে যা ছিল না দরকার। অত কথায় যাবো না। যাব না তোমার কিসে পেট ভরে, তোমার কত খিদে, তুমি রাহু কিনা সেই সব প্রশ্নে। প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো তুমি হিন্দু কিনা! ওই কথায় কথায় ‘আমরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান ‘ — শুনতে ভালো লাগে। তবে কাজে লাগলো কই। কবি নজরুলের ভাবধারা কি অক্ষুন্ন রাখতে পারলে! উত্তর - না, পারলো না। এখানে তৃণ পুরো জিরো। এটা ওরাও জানে। বাট মানে না। কারণ স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী মানুষের সংখ্যা বেশি। সুতরাং তাদের কোন চিন্তাভাবনার অবকাশ নেই। সুতরাং সেই একই দাঁড়ালো--- একদিকে ‘লাঠি যার মাটি তার ‘এই প্রবাদ অন্যদিকে মেহনতি মানুষের পক্ষে, শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে-- এই অন্তঃসার শূন্য বাক্য বুলি। সেই একই ধারা বয়ে আঁচড়ে পড়ল একেবারে সুনামির আকারে। সুতরাং রেজাল্ট সেই একই। ভুল হলো---যা আরো ভয়ঙ্কর।

তবে বোধহয় এবার সেই খড়া কাটলো। হিন্দু বলয় বুঝিয়ে দিল যে আমরাও বেঁচে আছি। মারের বদলে মার। আমরা জানি সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে কোন ভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। হিন্দু বাঁচাতে হবে। হিন্দু জাগাতে হবে। হয়তো এখানে অনেকে ভুল বুঝবেন -- তবে কি হিন্দু জেগে নেই ? জাগা এবং সু-চিত্তে, সু - চিন্তায় জাগা তে অনেকটা ফারাক। অনেক হয়েছে,আর নয়। সমস্ত তোষণ বন্ধ করতে হবে। এই মর্মে বাঁচাতে হবে, এই লক্ষ্যে জাগতে হবে যে --হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই। হয়তো বুঝতে অনেকটা দেরি হয়ে গেল। কিন্তু জাগ্রত হলো সেই স্পর্ধা,সেই সাহস, সেই মাথা উঁচু করে বলার সাহস যেখানে আমার বন্দেমাতরম লাল কেল্লার উঁচুতে নিয়ে গিয়ে অনেক কিছু দেখতে শেখায়। এই ভারতবর্ষের আলো, রোদ,বাতাস অনুভব করতে শেখায়। আমাকে আমার মত বাঁচার মন্ত্রে বাঁচতে শেখায়। আমাকে জীবনের জয়গানে একটা অনন্য গতি বা সাহস দিতে শেখায়। বুঝতে শেখায় আমি হিন্দু। তাই — (We or us thanks to lotus) উই ওর আস থ্যাংকস টু লোটাস।

শব্দছক ২৬৬

রবি দাস

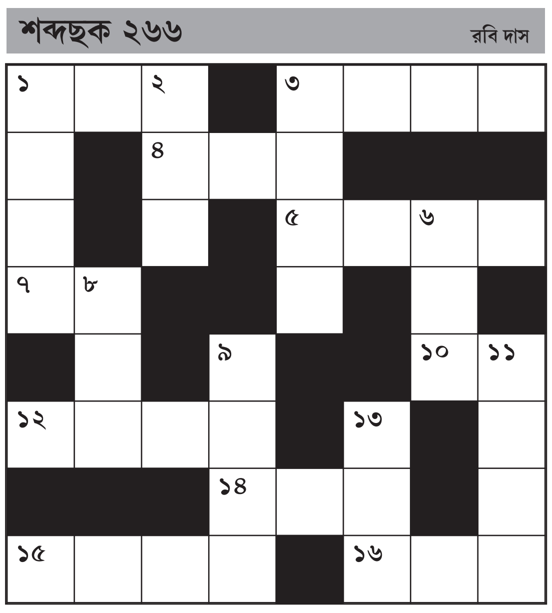

পাশাপাশি: ১. তফাৎ ৩. বাধাবিপত্তি ৪. সরবতে দেয় মিষ্টি তরল ৫. টক ও কষাটে স্বাদের চাটনীর আনাজ ৭. বৃক্ষ ১০. নতুন ১২. অনেক লোকজনের গোষ্ঠী ১৪. যে আনাজের খোলা দিয়ে চাটনী হয় ১৫. সামাল দিতে পারে না যে ২৬. নুন

ওপর-নিচ: ১. ক্রমাগত ২. রসজ্ঞান আছে যার ৩. ক্ষতিসাধন ৬. নৃপতি ৮. সঙ্গে থাকা ছোট বস্ত্র টুকরো ৯. অবস্থা ১১. শক্তিশালী ১৩. দুয়ার সমুখোর উন্মুক্ত ছোট অঞ্চল

সমাধান ২৬৫ — পাশাপাশি: ১. গুরুপাক ৪. বিকাল ৬. নটি ৭. পরম ৯. পটগুলটিশ ১১. চপল ১৪. আলোক ১৬. জবরদখল ১৯. হালত ২০. দাপ ২১. ময়লা ২২. মহাশয়

ওপর-নিচ: ১. গুণসূচ ২. রুটি ৩. কপট ৪. বিমল ৫. লঙ্কেশ ৮. রগুড়ে ৯. পল ১০. টিকালো ১২. পল্লব ১৩. বাদল ১৪. আল ১৫. কতিপয় ১৬. জখম ১৭. রহালা ১৮. খতম ২৩. দাশ

আজকের দিন

■ ২০০১ — ইসলামি চরমপন্থী গোষ্ঠী আল-কায়েদার সাথে যুক্ত উনিশজন জঙ্গি চারটি বাণিজ্যিক বিমান ছিনতাই করে নিউ ইয়র্ক শহরের টুইন টাওয়ারে দুটি বিমান আঘাত হানার ফলে সেগুলো ধসে পড়ে। হামলা ও উদ্ধার অভিযান চলাকালে প্রায় ৩,০০০ মানুষ নিহত হন।

জন্মদিন

১৯১১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় লালা অমরনাথের জন্মদিন।*

১৯৫০ *বিশিষ্ট আরএসএস নেতা মোহন ভাগবতের জন্মদিন।*

১৯৭৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মুরলী কার্তিকের জন্মদিন।*

মোহন ভাগবত

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

যে কাঁদতে পারে তার চেয়ে যে তা পারে না, তার কষ্ট অনেক বেশি। কান্নার জলে অনেকেই দুঃখ মুছে ফেলে। আর যে তা পারে না, তার সেই জল জমে ভারী হয়ে ওঠে, দুঃখ তাকে আজীবন কষ্ট দেয়।

কোট-আনকোট

বিরোধীরা বলছেন শিক্ষায় গেরুয়াকরণের চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এই শব্দবন্ধ নিয়ে আপত্তি রয়েছে। আমরা এটা করব না। সিপিএম অনিলায়ন করেছিল। মমতা মমতায়ন করেছিল। আমরা তা করব না।

যাদবপুর প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ঘুষ-কাণ্ডে পাণ্ডবেশ্বরে তৃণমূল শ্রমিক নেতার বাড়িতে সিবিআই হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বুধবার রাতেই পাণ্ডবেশ্বরে হঠাৎ সিবিআই হানা ঘিরে ছড়াল তীব্র চাঞ্চল্য। রাত প্রায় ৮টা নাগাদ পাণ্ডবেশ্বরের সাউথ শ্যামলা কোলিয়ারি এলাকার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নেতা শঙ্করলাল হরিজনের বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। পাশাপাশি কোলিয়ারির একটি অফিসেও চলে তল্লাশি। রাতভর এই অভিযানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি ও কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল সরকারের আমলে শঙ্করলাল হরিজন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি ইসিএল-এর এক কর্মীকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করেই এই সিবিআই অভিযান বলে খনি এলাকায় একাংশের ধারণা। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। বুধবার রাতে আচমকা তিন সদস্যের সিবিআই-এর একটি দল সাউথ শ্যামলা কোলিয়ারি এলাকায় পৌঁছয়। প্রথমে কোলিয়ারির একটি অফিসে তল্লাশি চালানোর পর শঙ্করলাল হরিজনের বাড়িতেও শুরু হয় দীর্ঘ তল্লাশি। বাড়ির বিভিন্ন নথিপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র তদন্তকারীরা সঙ্গে নিয়ে যান বলে সূত্রের খবর। তল্লাশি ঘিরে গোটা এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের একাংশের মধ্যে শুরু হয় নানা জল্পনা। বিশেষ করে ইসিএল-এর কর্মীকে 'বিশেষ সুযোগ' পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে আর্থিক লেনদেনের যে অভিযোগ সামনে এসেছে, তা নিয়েই এখন জোর চর্চা খনি অঞ্চলে। অভিযান শেষে শঙ্করলাল হরিজনকে না পেয়ে তার ছেলেকে সিবিআই আটক করেছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বলেও সূত্রে দাবি। তবে তাঁকে কেন আটক করা হয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে ঠিক কী অভিযোগ রয়েছে এবং তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপ কী, এই বিষয়ে এখ নও তদন্তকারী সংস্থা আনুষ্ঠানিক বক্তব্য সামনে আসেনি। রাতের অন্ধকারে সিবিআই-এর এই আকস্মিক অভিযানকে ঘিরে তাই পাণ্ডবেশ্বরের রাজনৈতিক ও শ্রমিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। ঘুষের অভিযোগ, ইসিএল-কে ঘিরে তদন্ত এবং তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের প্রাক্তন নেতার বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি, সব মিলিয়ে বুধবার রাতেই নতুন করে উত্তাপ ছড়াল খনি অঞ্চলের রাজনীতিতে।

আরামবাগে মায়াপুর-২ পঞ্চায়েতে বিজেপির বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগে তৃণমূলের দখলে থাকা মায়াপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে বড়সড় রাজনৈতিক পালাবদল। পঞ্চায়েত সদস্যদের ভোটাভুটির মাধ্যমে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ডের দখল নিল বিজেপি। ভোটাভুটিতে বিজেপির সদস্য লক্ষ্মণ রায় প্রধান এবং অঞ্জনা মালিক উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। জানা গিয়েছে, ১৪ আসনবিশিষ্ট মায়াপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে এতদিন তৃণমূল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। পাশাপাশি বিজেপির তিনজন এবং সিপিআইয়ের একজন সদস্যও ছিলেন। এই পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ছিলেন এলাকার তৃণমূল নেতা অলোক সাঁতরা। তিনি আরামবাগের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরার ভাই বলে জানা যায়। তবে বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান নিয়মিত পঞ্চায়েতে উপস্থিত না থাকায় প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন পরিষেবা এবং পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজকর্ম নিয়ে সমস্যার অভিযোগও সামনে আসে। পরিস্থিতির জেরে বুধবার ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে

প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচনের জন্য ভোটাভুটি হয়। জানা যায়, মোট ১১ জন পঞ্চায়েত সদস্যকে নিয়ে এই ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়। ভোটাভুটিতে তৃণমূলের আটজন সদস্যের সমর্থন পেয়ে বিজেপির লক্ষ্মণ রায় প্রধান নির্বাচিত হন। একইভাবে অঞ্জনা মালিক উপপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন। ফলে এতদিন তৃণমূলের দখলে থাকা মায়াপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন করে রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হল। নবনির্বাচিত উপপ্রধান অঞ্জনা মালিক বলেন, পঞ্চায়েতের দায়িত্ব পাওয়ার পর মানুষের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়াই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্ত প্রশাসনিক কাজ এবং সাধারণ মানুষের পরিষেবা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে, সেগুলি দ্রুত স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হবে। দলমত নির্বিশেষে এলাকার সমস্ত মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে চান তাঁরা। পঞ্চায়েতের পরিষেবা যাতে সাধারণ মানুষকে পেতে কোনো সমস্যার মুখে না পড়তে হয়, সেই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। অন্যদিকে নবনির্বাচিত প্রধান লক্ষ্মণ রায়ও পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক কাজকর্মকে আরও সক্রিয় করার কথা জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। নতুন বোর্ড গঠনের পর মায়াপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়ন ও পরিষেবা কতটা দ্রুত স্বাভাবিক হয়, সেদিকেই এখন নজর স্থানীয় বাসিন্দাদের।

তারাপীঠে মহামিলনের কৌশিকী অমাবস্যা

অন্ধকারের রাতে শক্তির আরাধনা

মৃণালজিৎ গোস্বামী

তারাপীঠ: ভাদ্র মাসের অমাবস্যা। আকাশে চাঁদ নেই, চারদিকে অন্ধকার। অথচ এই অন্ধকারের রাতেই বাংলার অন্যতম শক্তিপীঠ তারাপীঠে জ্বলে ওঠে হাজার হাজার প্রদীপ। দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসেন অগণিত ভক্ত। মন্দিরে শুরু হয় বিশেষ পুজো, আরতির আয়োজন। অন্যদিকে তারাপীঠের মহাশ্মশানে সাধক-সন্ন্যাসীদের তন্ত্রসাধনা ঘিরে তৈরি হয় এক ভিন্ন আধ্যাত্মিক আবহ। এই বিশেষ তিথিই কৌশিকী অমাবস্যা, তারাপীঠের ভাষায় যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে 'তারা রাত্রি'র মাহাত্ম্য। ২০২৬ সালে কৌশিকী অমাবস্যার মূল তিথি ১০ সেপ্টেম্বর। পঞ্জিকা অনুসারে অমাবস্যা তিথি ১০ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে ১১ সেপ্টেম্বর সকাল পর্যন্ত থাকছে, রাতের নিশি পুজোর কারণে ১০ সেপ্টেম্বর রাতকেই মূল সাধনা ও আরাধনার সময় হিসেবে ধরে নিয়েই লক্ষাদিক ভক্তের সমাগম তারাপীঠে।

কেন 'কৌশিকী' অমাবস্যা? 'কৌশিকী' নামটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেবী মহামায়ার এক পৌরাণিক কাহিনী। দেবী মাহাত্ম্য-এর সঙ্গে সম্পর্কিত শাক্ত পরম্পরায় বলা হয়, শুম্ভ ও নিশুম্ভের অত্যাচারে দেবতারা যখন বিপর্যস্ত, তখ ন দেবীশক্তির বিশেষ প্রকাশ ঘটে। দেবীর দেহকোষ থেকে প্রকাশিত শক্তির নাম কৌশিকী। সেই পৌরাণিক কাহিনী থেকেই কৌশিকী নামের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে শাক্ত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। পরবর্তী কালে বাংলার শাক্ত ও তান্ত্রিক পরম্পরায় ভাদ্র অমাবস্যার সঙ্গে এই কাহিনীর বিশেষ যোগ তৈরি হয়। তবে কৌশিকী অমাবস্যার সঙ্গে তারাপীঠের সম্পর্কটি শুধু পুরাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্থানীয় সাধনা-পরম্পরা, লোকবিশ্বাস এবং সাধক বামাক্ষ্যাপার কিংবদন্তি। বামাক্ষ্যাপা ও শ্বেতশিমূলতলার সাধনা তারাপীঠের কৌশিকী অমাবস্যার মাহাত্ম্য বললেই উঠে আসে সাধক বামাক্ষ্যাপার নাম। জনশ্রুতি, তারাপীঠ মহাশ্মশানের শ্বেতশিমূল বৃক্ষের তলায় কৌশিকী অমাবস্যার রাতে বামাক্ষ্যাপা গভীর সাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। সেই সাধনায় তিনি মা তারার দর্শন ও সিদ্ধিলাভ করেন, এমন বিশ্বাস আজও ভক্তদের মধ্যে প্রবল। এই কারণেই তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যা সাধারণ

অমাবস্যার মতো নয়। এটি হয়ে উঠেছে সাধনা, শক্তি আর মাতৃভক্তির বিশেষ রাত্রি।

কীভাবে পালিত হয় কৌশিকী অমাবস্যা? সাধারণ ভক্তের কাছে এই দিনটি মূলত মা তারার আরাধনা, প্রার্থনা, দান ও আত্মশুদ্ধির দিন। ভোরে মঙ্গলারতি দিয়ে শুরু হয় বিশেষ ধর্মীয় আয়োজন। মায়ের শিলামূর্তিকে স্নান করানো, বিশেষ সাজসজ্জা, শীতল ভোগ, রাজভোগ এবং পরবর্তী সময়ে বিশেষ পুজো ও নিশিপুজোর আয়োজন থাকে। ভক্তরা ফুল, ফল, মিষ্টি, ধূপ ও প্রদীপ নিবেদন করেন। ১০৮টি রক্তজবা নিবেদনের বিশেষ প্রচলনও রয়েছে। তারাপীঠের ভোগ পরম্পরায় ভাত, পোলাও, ডাল, তরকারি, মাছ, মিষ্টি, পায়েস-সহ বিভিন্ন পদ নিবেদনের কথাও জানা যায়। উপবাস কি বাধ্যতামূলক? কৌশিকী অমাবস্যা মানেই প্রত্যেককে উপবাস করতে হবে, এমন কোনও সর্বজনীন নিয়ম নেই। বিশেষ করে তারাপীঠে দীর্ঘক্ষণ ভিড়ের মধ্যে থাকা, রাত জাগা এবং শারীরিক পরিশ্রমের কথা মাথায় রেখে অসুস্থ, বয়স্ক ও শিশুদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। আসলে এই তিথির মূল কথা ভক্তি ও সাধনা, না খেয়ে থাকা নয়।

২০২৬-এ তারাপীঠে প্রশাসনের বিশেষ প্রস্তুতি এবারের কৌশিকী অমাবস্যাকে কেন্দ্র করে তারাপীঠে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বিপুল ভক্তসমাগমের সম্ভাবনায় পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুধবার উদ্বোধন করা হয়েছে কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে মহা পূর্ণ মহোৎসবের। কৌশিকী অমাবস্যায় ভিড় এড়াতে ও নিরাপত্তায় রয়েছেন প্রায় চারহাজার পুলিশ কর্মী। খোলা হয়েছে ৮ টি সেবা শিবির, রয়েছে ২৭ টি পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র ড্রোন ও ৪০০ সিসিটিভির নজরদারি, পুলিশ মোতায়েন এবং বিভিন্ন পরিষেবা কেন্দ্রের ব্যবস্থার কথাও প্রশাসনিক প্রস্তুতিতে উঠে এসেছে। পূর্ব রেলের পক্ষ থেকেও ১০ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর হাওড়া-রামপুরহাট রুটে বিশেষ ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। নিয়মিত ট্রেনেও অতিরিক্ত সাধারণ কামরা যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিছু পূর্বে তারাপীঠের হোটেলের আগুন লাগার ঘটনায় টনক নড়েছে প্রশাসনের। তাই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তারাপীঠে নামানো হয়েছে রোবট ইঞ্জিন রয়েছেন ২০০ জন দমকল কর্মীও এবার দীর্ঘ বিরতির পর দ্বারকা নদীর তীরে সন্ধ্যা আরতি পুনরায় শুরু করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামত এবার এই প্রথম তারাপীঠে কৌশিকী অমাবসায় হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পদৃষ্টি করা হবে ফলে ধর্মীয় আবেগের পাশাপাশি তীর্থযাত্রীদের কাছে এবারের আয়োজন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

সিউড়িতে বিজেপির কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসেবা ও সেবা সমর্পণের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বীরভূম জেলায় অনুষ্ঠিত হলো 'সেবা সংকল্প অভিযান' কর্মশালা। সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত এই কর্মশালায় বিজেপির জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বীরভূম জেলা সভাপতি উদয়শংকর ব্যানার্জি, দুবরাজপুরের বিধায়ক অনুপ সাহা, সাঁইথিয়ার বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা, রাজ্য কমিটির সদস্য নির্মল চন্দ্র মণ্ডল, কালোসোনা মণ্ডল-সহ জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের একাধিক সদস্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘ ২৫ বছরের জনসেবা, সংগঠন ও রাষ্ট্রসেবার কর্মকাণ্ডকে সামনে রেখে এই কর্মশালার আয়োজন বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে। আগামী দিনে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি দলের কর্মীদের জনসংযোগ ও সেবামূলক কাজে আরও সক্রিয় হওয়ার বার্তাও দেওয়া হয় কর্মশালায়। বীরভূমের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজেপির নেতা-কর্মীরা এই কর্মশালায় অংশ নেন। বক্তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক ও জনজীবনের দীর্ঘ পথচলা এবং মানুষের জন্য তাঁর সেবামূলক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসাত জোনাল অফিস

২য় ফ্লোর, ডিডি-২, সল্ট লেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (বন্ধক রাখা সোনার সামগ্রীর নিলাম)

এতদ্বারা নিম্নলিখিত গোল্ড লোন (সোনার ঋণ) ঋণগ্রহীতা, তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারী, সোনার গহনা/অলঙ্কার/মুদ্রা ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তি এবং সাধারণভাবে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, ব্যাঙ্কের বারবার রিমাইন্ডার/নোটিশ সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্কের কাছে তাঁদের বকেয়া পরিশোধ করছেন না। **এতদ্বারা নোটিশ প্রকাশ করা হচ্ছে যে, যদি তাঁরা ২৪.০৯.২০২৬ তারিখের মধ্যে তাঁদের নিজ নিজ গোল্ড লোন অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত মূল্য, চার্জ/খরচ সহ) তাঁদের সমস্ত বকেয়া জমা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাঁদের বন্ধক রাখা সোনার গহনাগুলি ঋণগ্রহীতার খরচে ই-অকশন ওয়েবসাইট: http://egold.auctiontiger.net-এর মাধ্যমে আগামী ২৫.০৯.২০২৬ তারিখে বেলা ১২:০০ টা থেকে বিকাল ৩:০০ টা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃক ই-অকশনের জন্য রাখা হবে**। এর জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা তাঁদের মাধ্যমে দাবি করা ব্যক্তিদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ/আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। তদুপরি, প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই উপরে নির্ধারিত নিলামের তারিখ এবং সময় পরিবর্তন করার বা তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ক্র. নং.	শাখার ঠিকানা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট নম্বর	মোট গ্রস ওজন (গ্রামে)	মোট নেট ওজন (গ্রামে)	বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)
১	সাজিরহাট	বিশ্বনাথ নন্দী	428477610000268	২২.১৫	২০.৪০	১,৯৬,৬৬৬/-

ইএমডি পরিমাণ এবং অ্যাকাউন্টের বিবরণ / প্রাক-পরিদর্শনের তারিখ

ইএমডি পরিমাণ- ২৫,০০০/- টাকা

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ

অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড, **ব্যাঙ্কের নাম:** আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, **কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নং:** 002405019408
শাখা: জেএমসি হাউস ব্রাঞ্চ, আহমেদাবাদ, আইএফএসসি কোড: ICIC0000024
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৬.০৯.২০২৬ এবং ১৭.০৯.২০২৬, **সময়:** বিকাল ৩:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত

নিলামের শর্তাবলী:

গহনা/অলঙ্কারের গুণমানের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী নয়। গহনাগুলি "যেমন আছে যা আছে" ভিত্তিতে নিলাম করা হবে। সোনার দায়িত্ব তার যে গহনাগুলি বন্ধক রেখেছিল এবং যে বিড জেতে। সফল বিডারকে সোনা বিক্রির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বিডের পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় ব্যাঙ্ক নিলাম বিক্রয় বাতিল করতে পারে। ইচ্ছুক বিডাররা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অকশন পোর্টাল দেখতে পারেন। ব্যাঙ্ক কোনো কারণ উল্লেখ না করেই নির্ধারিত নিলাম পরিবর্তন/সংশোধন/বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
সোনার গহনা নিলামের পর কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না। ব্যাঙ্কের যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান করার এবং তার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় বিক্রয়ের যে কোনো শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন এবং মওকুফ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলামে অংশগ্রহণ এবং বিডিং করাকে মনে করা হবে যে বিডার নিলাম সম্পর্কিত নিয়ম ও শর্তাবলী গ্রহণ করেছেন এবং সমস্ত কর ও শুল্ক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে সচেতন এবং ক্রেতা সাবধান নীতি প্রযোজ্য হবে। এটি এও বোঝাবে যে বিডার নিলামের সময় প্রচলিত কোনো সংশোধনী সহ নিয়ম ও শর্তাবলী সাবধানে পড়েছেন। একবার বিড করা হয়ে গেলে কোনো আপত্তি বা অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। কোনো অসঙ্গতির ক্ষেত্রে নোটিশের ইংরেজি সংস্করণ প্রামাণ্য বলে গণ্য হবে।
অনলাইন নিলাম আইএসটি অনুযায়ী ২৫.০৯.২০২৬ তারিখে বেলা ১২ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ইচ্ছুক বিডার অনলাইন নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং অন্য কোনো তথ্যের জন্য ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লি. (অকশন টাইগার)-এর সাথে 9023724780/6351896640 নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা egold@auctiontiger.net -এ ইমেইল করতে পারেন।

তারিখ: ১০.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IndusInd Bank

রিজিওনাল অফিস
সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট - ৪
দখল বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮ (১) দেখুন]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত ০৬-০৬-২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে **মেসার্স বেঙ্গল ট্রেডার্স** (ঋণগ্রহীতা, তার প্রোপ্রাইটর - গৌতম কুমার সাহার প্রতিনিধিত্বে), **শ্রী গৌতম কুমার সাহা** (মেসার্স বেঙ্গল ট্রেডার্স-এর প্রোপ্রাইটর এবং গ্যারান্টার ও বন্ধকদাতা) এবং **শ্রীমতী ইন্দ্রাণী সাহা (গ্যারান্টার)**-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে উক্ত ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত তারিখ থেকে নথিবদ্ধ হারে হিসাব করা অতিরিক্ত সুদ সহ উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩০,২৬,৯০০.১৩/- টাকা (ত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার নয়শো টাকা এবং তেরো পয়সা)** পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতারা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ০৯ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির ফিজিক্যাল দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে উক্ত ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত তারিখ থেকে নথিবদ্ধ হারে হিসাব করা অতিরিক্ত সুদ সহ ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.-এর **৩০,২৬,৯০০.১৩/- টাকার (ত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার নয়শো টাকা এবং তেরো পয়সা)** চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ১১৪-এর অধীনে, নবজাগরণ ক্লাবের কাছে, প্রেমিসেস নং ১০২, শ্রীপল্লী, থানা- রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০০৯৩-এ অবস্থিত "শ্রী অ্যাপার্টমেন্ট" নামক জি+৩ তলা ভবনের ৩য় ফ্লোরে (পিছনের দিকে) প্রায় ৭৮৯ বর্গফুট পরিমাপের ৬ নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাট সম্পর্কিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
***সম্পত্তির বিশদ বিবরণ ১৩.০৪.২০০৬ তারিখের ২০০৬ সালের দলিল নং ০৬৭৯৭-এ শ্রী গৌতম কুমার সাহার নামে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তারিখ : ০৯/০৯/২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

TATA

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
CIN : L65990MH1991PLC060670.
রেজি. অফিস : ১১তম ফ্লোর, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই-৪০০০১৩
ওয়েবসাইট- www.tatacapital.com
শাখা কার্যালয়- ১১তম ফ্লোর, থানা - সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর-৫, সল্ট লেক, কলকাতা -৭০০ ০৯১, পশ্চিমবঙ্গ

ডিমান্ড নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ("রুলস")-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ("অ্যাক্ট")-এর সেকশন ১৩ (২)-এর অধীনে।
যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল)-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে উক্ত অ্যাক্টের অধীনে এবং রুলস-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত ১০.০৯.২০২৬ তারিখে অ্যাক্টের সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে ইতিমধ্যে একটি বিস্তারিত ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/কর্পোরেট গ্যারান্টার/মর্টগেজর/হাইপোথিকেটর (এখানে নীচে তালিকাভুক্ত সবাইকে এককভাবে বা একসাথে "বাধ্যতামূলক ব্যক্তি" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে)-কে উক্ত ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ, নীচে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত নোটিশের অনুলিপি রেজিস্টার্ড পোস্ট এ.ডি. দ্বারা পাঠানো হয়েছে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপলব্ধ রয়েছে, এবং উক্ত বাধ্যতামূলক ব্যক্তি(রা), যদি তাঁরা চান, স্বাভাবিক অফিস চলাকালীন যে কোনো কার্যদিবসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে নিজ নিজ অনুলিপি সংগ্রহ করতে পারেন।
উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, এতদ্বারা উক্ত বাধ্যতামূলক ব্যক্তি(দের)-কে আবার নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে টিসিএল (মুম্বাই এনসিএলটি) কর্তৃক অনুমোদিত স্কিম অফ অ্যারেঞ্জমেন্ট অনুসারে টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের ট্রান্সফারি)-এর কাছে, নীচে কলাম (ঘ)-তে উল্লেখিত তারিখ থেকে পেমেন্ট এবং/অথবা আদায় হওয়ার তারিখ পর্যন্ত নীচে বিস্তারিত অতিরিক্ত সুদ সহ তাঁদের নিজ নিজ নামের বিপরীতে নীচে নির্দেশিত পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে, যা উক্ত বাধ্যতামূলক ব্যক্তি(দের) দ্বারা সম্পাদিত লোন এগ্রিমেন্ট এবং অন্যান্য নথিপত্র/লেখা (যদি থাকে)-র সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। লোন যথাযথভাবে পরিশোধ করার নিরাপত্তা হিসেবে, ৬ নং বাধ্যতামূলক ব্যক্তি কর্তৃক নিম্নলিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি টিসিএল-এর কাছে বন্ধক এবং হাইপোথিকেট করা হয়েছে।

লোন অ্যাকাউন্ট নং (এ)	বাধ্যতামূলক ব্যক্তি(দের) / আইনি উত্তরাধিকারী(দের) / আইনি প্রতিনিধি(দের) নাম (বি)	নীচের তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়া পাওনা (টাকায়)* (সি)	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ এবং এনপিএ -এর তারিখ (ডি)	সুরক্ষিত সম্পদ / স্থাবর সম্পত্তি / বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (ই)
২১৮৭১৪৫২	১. **শ্রীসত্য হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড** ৬৮/৬৯, উলুবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, বীরশিবপুর, উলুবেড়িয়া ৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১৩১৬ এছাড়াও ডিএন-৩৬, প্রাইম্যাক টাওয়ার, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা ৭০০০৯১ ইমেইল shreesatya.finance@gmail.com .... ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা ২. **শ্রীসত্য স্পঞ্জ অ্যান্ড পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড** ৬৮/৬৯, উলুবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, বীরশিবপুর, উলুবেড়িয়া ৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১৩১৬ **আরও ঠিকানা** - ডিএন-৩৬, প্রাইম্যাক টাওয়ার, সেক্টর ফাইভ, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০০৯১ .... সহ-ঋণগ্রহীতা ৩. **শ্রী সুধাংশু বনশল** এফডি-৪২৮, সল্ট লেক, সেক্টর ৩, বিধাননগর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১০৬ .... গ্যারান্টার ৪. **শ্রী হিমাংশু বনশল** এফডি-৪২৮, সল্ট লেক, সেক্টর ৩, বিধাননগর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১০৬ .... গ্যারান্টার ৫. **শ্রী সত্যনারায়ণ বনশল** রুম নং ৬/৪, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১২ .... গ্যারান্টার ৬. **শ্রী সত্য ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড** ৬৮/৬৯, উলুবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, বীরশিবপুর, উলুবেড়িয়া ৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১১৩১৬ **আরও ঠিকানা** - ডিএন-৩৬, প্রাইম্যাক টাওয়ার, সেক্টর ফাইভ, সল্ট লেক, কলকাতা ৭০০০৯১ .... কর্পোরেট গ্যারান্টার/মর্টগেজর/হাইপোথিকেটর	**১৪.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী লোন অ্যাকাউন্টে পরিমাণ হলো ৫,৮০,৬৯, ৫১৮.০৬ টাকা (পাঁচ কোটি আশি লক্ষ উনসত্তর হাজার পাঁচশো আঠারো টাকা এবং ছয় পয়সা মাত্র)।**	যথাক্রমে ১০.০৯.২০২৬ এবং ০৮.০৮.২০২৬	(তফসিল-এ এবং তফসিল-বি-তে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে)।

উপরে উল্লেখিত ১০.০৯.২০২৬ তারিখের ডিমান্ড নোটিশে বিশেষভাবে বর্ণিত হারে অতিরিক্ত সুদ সহ আনুষঙ্গিক খরচ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি, পেমেন্ট এবং/অথবা আদায় হওয়ার তারিখ পর্যন্ত বহন করা হয়েছে। উক্ত বাধ্যতামূলক ব্যক্তিরা যদি উপরে বর্ণিত টিসিএল-কে অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তাহলে টিসিএল উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) এবং প্রযোজ্য রুলস-এর অধীনে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তি(গুলি)-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এর জন্য খরচ ও পরিণতির সম্পূর্ণ ঝুঁকি উক্ত বাধ্যতামূলক ব্যক্তি(দের) / আইনি উত্তরাধিকারী(দের) / আইনি প্রতিনিধি(দের) উপর বর্তাবে।
উক্ত অ্যাক্টের অধীনে উক্ত বাধ্যতামূলক ব্যক্তি(দের) / আইনি উত্তরাধিকারী(দের) / আইনি প্রতিনিধি(দের) টিসিএল-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে নিষেধ করা হচ্ছে। যে কোনো ব্যক্তি যিনি অ্যাক্ট বা এর অধীনে প্রণীত রুলস-এর বিধানগুলি লঙ্ঘন করবেন বা লঙ্ঘনে সহায়তা করবেন, তিনি অ্যাক্টের অধীনে প্রদত্ত বিধান অনুসারে কারাদণ্ড এবং/অথবা জরিমানার জন্য দায়ী থাকবেন।

তফসিল-এ
৬ নং বাধ্যতামূলক ব্যক্তি শ্রী সত্য ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
নীচে বর্ণিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল

জরিপ / পাট্টা / খতিয়ান নং	০.৮৯৫৬ একর (কমবেশি ৩৬২৩.৪১১৯ বর্গ মিটারের সমতুল্য) পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী উলুবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের মধ্যে লেআউট প্লট নং ৬৮ এবং ৬৯-এ অবস্থিত এবং যা মৌজা চণ্ডীপুর, এল.আর প্লট নং ৪০ (অংশ) -০.০৭ একর, এল.আর প্লট নং ৪১ (অংশ) -০.২৮ একর এবং ৪২ (পি)-০.৫৪৫৬ একর, জে.এল নং ৯, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা হাওড়ায় অবস্থিত।
প্লট নং...../ফ্ল্যাট নং.....	
সম্পত্তির পরিমাপ / আয়তন	০.৮৯৫৬ একর (কমবেশি ৩৬২৩.৪১১৯ বর্গ মিটারের সমতুল্য) পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল
অবস্থান / ল্যান্ডমার্ক / এলাকার নাম, মহল্লা (প্রয়োজনে স্পটে পৌঁছানোর জন্য সম্পত্তির পরিষ্কার অবস্থান দিতে হবে)	পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী উলুবেড়িয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের লেআউট প্লট নং ৬৮ এবং ৬৯-এ অবস্থিত এবং যা মৌজা চণ্ডীপুর, এল.আর প্লট নং ৪০ (অংশ) -০.০৭ একর, এল.আর প্লট নং ৪১ (অংশ) -০.২৮ একর এবং ৪২ (অংশ)-০.৫৪৫৬ একর, জে.এল নং ৯, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা হাওড়ায় অবস্থিত।
শহর / জেলা	জেলা : হাওড়া
সীমানা :	
পূর্বে	অক্ষত পেইন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের জমি এবং প্লট নং ৬৭
পশ্চিমে	মেসার্স ডিআর গান্ধীজ ল্যাবরেটরির জমি এবং প্লট নং ৭০
দক্ষিণে	১০ মিটার চওড়া ডব্লিউবিআইআইডিসি রাস্তা
উত্তরে	ডব্লিউবিআইআইডিসি মেইন রোড

তফসিল-বি
৬ নং বাধ্যতামূলক ব্যক্তি শ্রী সত্য ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক হাইপোথিকেট করা সম্পদের বিবরণ
জাতীয় সড়ক নং ৬, ৬৮/৬৯ উলুবেড়িয়া ডব্লিউবিআইআইডিসি গ্রোথ সেন্টার, গ্রাম চণ্ডীপুর, থানা- উলুবেড়িয়া, পোঃ- কুলগাছিয়া, জেলা হাওড়া, পিন কোড-৭১১৩১৬-তে অবস্থিত ৬ নং নোটিশ গ্রহীতা অর্থাৎ শ্রীসত্য ইস্পাত প্রাইভেট লিমিটেড-এর ফ্যাক্টরি ইউনিটের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উভয় অস্থাবর স্থায়ী সম্পদের উপর প্রথম এবং একচেটিয়া চার্জ।

তারিখ : ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
স্থান : মুম্বাই

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরং বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নোটিশ
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সাথে পঠিত রুল ৮(৬)-এর অধীনে)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ১৫ দিনের ই-নিলাম নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং/ সহ-ঋণগ্রহীতা, অথবা তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধিদের (ঋণগ্রহীতাদের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল)-এর কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার দখল এএফএল-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতাদের বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য আগামী **২৯-০৯-২০২৬** তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", "যাই থাক না কেন" এবং "বিনা হস্তক্ষেপে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট নীচে উল্লেখ করা হলো। এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, বিক্রয় স্থগিত/বাতিল না হলে, উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ / সম্পত্তি উক্ত ২৯-০৯-২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য ইএমডি-এর ডিমান্ড ড্রাফ্ট সম্বলিত সিল করা খাম এএফএল-এর অনুমোদিত অফিসারের কাছে **২৮-০৯-২০২৬** তারিখে বা তার আগে সকাল ১১টার মধ্যে **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড**-এর শাখা কার্যালয়, চন্দ্র কুঞ্জ, ৩ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নীচে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুযায়ী "যেখানে যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে হবে;

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা(দের) / সহ-ঋণগ্রহীতা(দের) আইনি উত্তরাধিকারী(দের) / আইনি প্রতিনিধি / গ্যারান্টার(দের) নাম	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ এবং ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ	দখলের ধরন	সংরক্ষিত মূল্য	০৯.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া
১.	বায়োটেক ফাউন্ডেশন (ঋণগ্রহীতা) সুদীপা চক্রবর্তী (সহ-ঋণগ্রহীতা ১) রেখা বসু (সহ-ঋণগ্রহীতা ২) অমিত চক্রবর্তী (সহ-ঋণগ্রহীতা ৩) নীলাঞ্জন বসু (সহ-ঋণগ্রহীতা ৪) নারায়ণ বসু (সহ-ঋণগ্রহীতা ৫) ইনস্টিটিউট অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (সহ-ঋণগ্রহীতা ৬ / বন্ধকদাতা)	২৬.০৫.২০২৫ ৪৭,৮৩,১১২/- টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ তিরাশি হাজার একশো বারো টাকা) যা ০৫.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	ফিজিক্যাল	**সংরক্ষিত মূল্য : ৭৮,৪১,৫৩৮/-** টাকা (আটাত্তর লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশো আটত্রিশ টাকা) *যে মূল্যের নীচে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি(গুলি) বিক্রি করা হবে না **বায়না জমা (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) :** ৭,৮৪,১৫৩/- টাকা (সাত লক্ষ চুরাশি হাজার একশো তিপ্পান্ন টাকা)	৫,৭৪০,৩৭৭.০০ টাকা (সাতান্ন লক্ষ চল্লিশ হাজার তিনশো সাতাত্তর টাকা) ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী

স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ-
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ প্রায় ২ কাঠা ৮ ছটাক এবং ৬ বর্গফুট (২০০৫ সালের দলিল নং ১০০৭১৮ অনুযায়ী) এবং ৫ কাঠা ১৩ ছটাক এবং ৪ বর্গফুট (২০০৫ সালের দলিল নং ১ ০০৭১৯ অনুযায়ী), মোট ৫৮৪৮ বর্গফুট, কমবেশি, যা হোল্ডিং নং ৯, ঠাকুর হাট রোড, প্লট নং বি২ এবং বি৩, বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, জে.এল. নং ৭০, আর.এস. দাগ নং ১২৮, আরএস খতিয়ান নং ১৭, তৌজি নং ১৪৬, আর.এস. নং ১০৪, মৌজা আমড়াঙার অধীনে, কলকাতা-৭০০১২৮-এ অবস্থিত এবং বাড়ি/প্লটের সীমানা :
পূর্বে : দাগ নং ১২৯ — পশ্চিমে : রাস্তা
উত্তরে : দাগ নং ১২৯ — দক্ষিণে : দাগ নং ১৪৬।

দ্রষ্টব্য : বিডারদের বিড জমা দেওয়ার আগে যথাযথ অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নিলামটি মোকদ্দমার ফলাফলের সাপেক্ষে হবে, যদি কোনো বিবাদ থাকে।
নিলামে, সাধারণভাবে জনসাধারণকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের বিড জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। তবে, এই বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী কোনো আধিকারিক বা অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিক্রি হওয়া স্থাবর সম্পত্তিতে বিড করতে, অর্জন করতে বা কোনো স্বার্থ অর্জনের চেষ্টা করতে পারবেন না।
বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে :
সম্পত্তিগুলির ই-অকশন পোর্টাল **https://sarfaesi.auctiontiger.net//EPROC/**-এর মাধ্যমে **২৯.০৯.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে** অনুষ্ঠিত হবে। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে সংবাদপত্রে এবং ওয়েবসাইটগুলিতে প্রকাশিত নোটিশটি দেখুন **(পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট)** এবং **www.axisfinance.com**।
যোগাযোগকারী ব্যক্তির বিবরণ এবং মোবাইল নং :
শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য : ৯৮১১৭১০৫৫৮
শ্রীমতী রিয়া মজুমদার; মোবাইল ৬২৯১৩৭১৩২৯
স্থান- কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ ১১.০৯.২০২৬

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.

নিবন্ধিত ঠিকানা : সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরং বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই-৪০০০২৫।
CIN No. U65921MH1995PLC212675.
শাখার ঠিকানা : অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড শাখা কার্যালয় চন্দ্র কুঞ্জ, ৩ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১।

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরং বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নোটিশ
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সাথে পঠিত রুল ৮(৬)-এর অধীনে)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য **৩০ দিনের** ই-নিলাম নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং/ সহ-ঋণগ্রহীতা, অথবা তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারী/প্রতিনিধিদের (ঋণগ্রহীতাদের) নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল)-এর কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার দখল এএফএল-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতাদের বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য আগামী ১৩-১০-২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", "যাই থাক না কেন" এবং "বিনা হস্তক্ষেপে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট নীচে উল্লেখ করা হলো। এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, বিক্রয় স্থগিত/বাতিল না হলে, উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ / সম্পত্তি উক্ত ১৩-১০-২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য ইএমডি -এর ডিমান্ড ড্রাফ্ট সম্বলিত সিল করা খাম এএফএল-এর অনুমোদিত অফিসারের কাছে ১২-১০-২০২৬ তারিখে বা তার আগে সকাল ১১টার মধ্যে অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড-এর শাখা কার্যালয়, চন্দ্র কুঞ্জ, ৩ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ/স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নীচে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুযায়ী "যেখানে যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে হবে;

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা(দের) / সহ-ঋণগ্রহীতা(দের) আইনি উত্তরাধিকারী(দের) / আইনি প্রতিনিধি / গ্যারান্টার(দের) নাম	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ এবং ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ	দখলের ধরন	সংরক্ষিত মূল্য	০৯.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া
১.	মনিকা ধর (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) সুনীল কুমার ধর (সহ-ঋণগ্রহীতা ১)	৩০.০৯.২০২৫ ৪৪,৮০,২৩১/- টাকা (চুয়াল্লিশ লক্ষ আশি হাজার দুইশো একত্রিশ টাকা) যা ০৫.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী	প্রতীকী	**সংরক্ষিত মূল্য :** ৬০,০৯,৪০০/- টাকা (যাট লক্ষ নয় হাজার চারশো টাকা) *যে মূল্যের নীচে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি(গুলি) বিক্রি করা হবে না **বায়না জমা (আরপি-র ১০ শতাংশ)** : ৬,০০,৯৪০/- টাকা (ছয় লক্ষ নয়শো চল্লিশ টাকা)	৪৯,২৬,৩৯৭.০০ টাকা (উনপঞ্চাশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার তিনশো সাতানব্বই টাকা) ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী

স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ-
১ কাঠা ১৩ ছটাক ৩৭ বর্গফুট পরিমাপের জমি এবং এর সাথে ২ তলা পাকা কাঠামো, যার পরিমাপ একতলায় ৯১৬ বর্গফুট এবং ১ম ফ্লোরে ৯৮০ বর্গফুট, মোট ১৮৯৬ বর্গফুট, যা মৌজা - কেরুলিয়া, জে.এল. নং ৫, রে.সু. নং ১১, তৌজি নং ১৭২, সি.এস. দাগ নং ২৪৩/৩৯৪, সি.এস. খতিয়ান নং ৩২৪, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭২, হোল্ডিং নং ৮৫/১৪৬, রিজেন্ট পার্ক, পোঃ +থানা - রহড়া, ওয়ার্ড নং ৫, খড়দহ মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১১৮-এ অবস্থিত।
বাড়ি/প্লটের সীমানা
পূর্বে - শ্রী দত্তর দোতলা বাড়ি
পশ্চিমে - শ্রী অমিতের একতলা বাড়ি
উত্তরে - ১০ ফুট চওড়া রাস্তা
দক্ষিণে - দোতলা বাড়ি

দ্রষ্টব্য : বিডারদের বিড জমা দেওয়ার আগে যথাযথ অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নিলামটি মোকদ্দমার ফলাফলের সাপেক্ষে হবে, যদি কোনো বিবাদ থাকে।
নিলামে, সাধারণভাবে জনসাধারণকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের বিড জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। তবে, এই বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী কোনো আধিকারিক বা অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিক্রি হওয়া স্থাবর সম্পত্তিতে বিড করতে, অর্জন করতে বা কোনো স্বার্থ অর্জনের চেষ্টা করতে পারবেন না।
বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে :
সম্পত্তিগুলির ই-অকশন পোর্টাল **https://sarfaesi.auctiontiger.net//EPROC/**-এর মাধ্যমে **১৩.১০.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা থেকে** অনুষ্ঠিত হবে। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে সংবাদপত্রে এবং ওয়েবসাইটগুলিতে প্রকাশিত নোটিশটি দেখুন **(পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট)** এবং **www.axisfinance.com**।
যোগাযোগকারী ব্যক্তির বিবরণ এবং মোবাইল নং :
শ্রী অয়ন ভট্টাচার্য : ৯৮১১৭১০৫৫৮
শ্রীমতী রিয়া মজুমদার; মোবাইল ৬২৯১৩৭১৩২৯
স্থান : কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ : ১১.০৯.২০২৬

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.

নিবন্ধিত ঠিকানা : সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরং বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই-৪০০০২৫।
CIN No. U65921MH1995PLC212675.
শাখার ঠিকানা : অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড শাখা কার্যালয় চন্দ্র কুঞ্জ, ৩ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১।

ঘাটাল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল পরিদর্শনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: ঘাটাল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে আচমকাই সারপ্রাইজ ভিজিট করলেন ঘাটাল বিধানসভার বিধায়ক শীতল কপাট। হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় তিনি বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে ভর্তি থাকা রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসা পরিষেবা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। রোগীদের কাছ থেকে হাসপাতালের পরিষেবা, চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন বিধায়ক। পাশাপাশি হাসপাতালে রোগীদের জন্য যে খাবার পরিবেশন করা হয়, সেই খাবার নিজে খেয়ে তার গুণমানও পরীক্ষা করে দেখেন তিনি। হাসপাতালে রোগীরা সঠিক পরিষেবা পাচ্ছেন কিনা, চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন এবং তাদের কোনও অভাব-অভিযোগ রয়েছে কিনা সারপ্রাইজ ভিজিটে সেই সমস্ত বিষয়ই খতিয়ে দেখেন বিধায়ক শীতল কপাট।

৬৮ বছরে প্রথম বার্ধক্যভাতা

খুশিতে মিষ্টিমুখ, পুরসভার গেটে ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যানার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বার্ধক্য ভাতা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ, ক্ষোভ ও বিক্ষোভের ছবি সামনে আসছে। তার মাঝেই পশ্চিম মেদিনীপুরের রামজীবনপুর পৌরসভায় দেখা গেল অন্যরকম ছবি। ৬৮ বছর বয়সে প্রথমবার বার্ধক্য ভাতার টাকা পেয়ে খুশিতে পৌরসভার কর্মী, চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরদের মিষ্টিমুখ করালেন এক উপভোক্তার ছেলে। পাশাপাশি পৌরসভার গেটের সামনে ধন্যবাদ জানিয়ে টাঙিয়ে দিলেন ব্যানার। আর সেই ব্যানার ঘিরেই শুরু হয়েছে চর্চা। রামজীবনপুর পৌরসভার বাসিন্দা তাপস হোতার বাবা দ্বিজদাস হোতা। বর্তমানে দ্বিজদাস হোতার বয়স ৬৮ বছর। দীর্ঘ প্রায় আট বছর ধরে বার্ধক্য ভাতার জন্য একাধিকবার আবেদন করেও ভাতা মেলেনি। অবশেষে চলতি মাসে প্রথমবার দেড় হাজার টাকা বার্ধক্য ভাতা পেয়েছেন। ভাতা পাওয়ার পরই সেই টাকা তুলে পৌরসভার কর্মী, চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরদের মিষ্টিমুখ করান দ্বিজদাস হোতার ছেলে তাপস। শুধু তাই নয়, বাবার ভাতা পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পৌরসভার গেটের সামনে ব্যানারও টাঙান তিনি। উপভোক্তা দ্বিজদাস হোতা বলেন, 'ভেবেছিলাম একদিন না একদিন পাবই। আশা ছাড়িনি। সবাই টাকা পাচ্ছিল, আমি পাচ্ছিলাম না মনটা একটু খারাপ লাগছিল। কিছু বেশি হলেও টাকা পেয়েছি। আর প্রথম সেই টাকা তুলে সকলকে মিষ্টি খাইয়েছি।' তার ছেলে তাপস হোতার বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন করেও তাঁরা ভাতা পাননি। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর চলতি মাসে তাঁর বাবা প্রথমবার ভাতা পেয়েছেন। সেই আনন্দ থেকেই পৌরসভার গেটে ব্যানার টাঙিয়ে জনপ্রতিনিধি ও পৌর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।' বার্ধক্য ভাতা পাওয়া নিয়ে সাধারণত উপভোক্তাদের মধ্যে স্বস্তির ছবি দেখা যায়। কিন্তু ৬৮ বছর বয়সে প্রথমবার ভাতার টাকা পেয়ে সেই টাকা দিয়ে মিষ্টিমুখ করানো এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পৌরসভার গেটে ব্যানার টাঙানোর ঘটনা রামজীবনপুরে বেশ নজর কেড়েছে।

চন্দননগরে তিন দিনব্যাপী ইন্দো-ফরাসি উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর তিন দিন ধরে চন্দননগরে হবে ইন্দো-ফরাসি উৎসব। হুগলির পর্তুগিজ, ডাচ, ফরাসি ও ডেনিশ ঐতিহ্যকে যুক্ত করে 'ইউরোপিয়ান সার্কিট' ও রিভার টুরিজমের পরিকল্পনা রয়েছে। পুরোনো ঐতিহ্য ফের ফিরতে চলেছে। যেখানে এক সময় আদালত বসত। ১৮৭৫ সালে চন্দননগরের রানিঘাটের পাশে এই ভবন গড়ে ওঠে। ফরাসি স্থাপত্যের আদলে তৈরি এই দ্বিতল ভবন ফরাসি সরকারের রেজিস্ট্রি অফিস ছিল। ১৯৫০ সালে চন্দননগর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর থেকে অবহেলায় পড়ে রয়েছে রেজিস্ট্রি ভবনটি। আগাছার জঙ্গলে ঢাকা পড়েছে পুরো বাড়িটি। চন্দননগর স্ট্যান্ড রোডের পাশে দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকা ফরাসি আমলের রেজিস্ট্রি অফিসের পুরনো ভবনটিকে সংস্কার করে ঐতিহাসিক চেহারায় ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। চন্দননগরের গায়ে ফরাসি গন্ধ রয়েছে। মিউজিয়াম থেকে ক্লক টাওয়ার, ডুপ্লে কলেজ থেকে শহরের আনাচে-কানাচে ফরাসি শাসনের স্মৃতি। স্ট্যান্ড রোডে ২৪টি টার্গেট, ২০টি প্যানেল, সাতটি আলোকসজ্জার স্টেজ এবং আলোয় সাজানো একটি লক্ষ থাকবে। চন্দননগর মহকুমা অফিসের উল্টো দিকেই ফরাসি আমলের রেজিস্ট্রি অফিস বিল্ডিং। চত্বরে একটি আদালতও রয়েছে। পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে ভবন সংস্কারের জন্য মৌ-স্বাক্ষরিত হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ। রাজ্যে পালাবদলের পরে নতুন করে সেই কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর এই হেরিটেজ রেজিস্ট্রি ভবনের সংস্কার কাজের সূচনা করবেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। উপস্থিত থাকবেন ফরাসি রাষ্ট্রদূত থিয়েরি মাথোঁ। সংস্কারের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ভবন পরিদর্শন করেন চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ, হুগলির অতিরিক্ত জেলাশাসক অনুজ প্রতাপ সিং এবং মহকুমাশাসক আশুতোষ কুমার। অন্যদিকে, ব্যান্ডেলে পর্তুগিজ, চুঁচুড়ায় ডাচ, চন্দননগরে ফরাসি এবং শ্রীরামপুরে ডেনিশ ঐতিহ্যকে যে নিদর্শন রয়েছে, সেগুলিকে যুক্ত করে হুগলি নদীকে কেন্দ্র করে রিভার টুরিজম গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের। এর জন্য ব্যান্ডেল থেকে শ্রীরামপুর হয়ে ব্যারাকপুর পর্যন্ত আধুনিক জলযান চালানোর পরিকল্পনা কথাও জানিয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং।

কৌশিকী অমাবস্যায় বল্লা রক্ষা কালী মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উত্তরবঙ্গের অন্যতম বিখ্যাত বোল্লা রক্ষা কালী মন্দিরে নামল মানুষের ঢল। ভাদ্র মাসের এই বিশেষ তিথিতে প্রতি বছরের মতো এবারও দেবী দর্শনে জেলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হাজার হাজার ভক্ত ভিড় জমান। ভোর থেকেই মন্দির চত্বরজুড়ে ছিল উৎসব মুখর পরিবেশ। সকাল বাড়ার সাথে সাথে মন্দিরের সামনে পুণ্যার্থীদের লাইন দীর্ঘ হতে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে হাতে পুজোর ডালি নিয়ে ভক্তদের দেবী দর্শন ও পুজো দিতে দেখা যায়। মন্দির চত্বরে ধূপ-প্রদীপ আর ঢাকের শব্দে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ভক্তদের বিপুল সমাগম ও চরম ভিড় সামাল দিতে মন্দির কমিটির স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি মোতায়েন ছিল পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী। যাতায়াত ব্যবস্থা সচল রাখতে এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়। পৌরাণিক লোককথা অনুযায়ী, শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরদের অত্যাচার থেকে দেবতাদের রক্ষা করতে দেবী পার্বতীর দেহকোষ থেকে আবির্ভাব ঘটেছিল দেবী কৌশিকীর। সেই বিশ্বাসকে সম্বল করেই ভাদ্র মাসের এই অমাবস্যা তিথিতে দেবীর বিশেষ আরাধনা হয়ে থাকে। আচারের নিয়ম মেনে দিনভর নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বোল্লা মন্দিরে উদযাপিত হলো এবারের কৌশিকী অমাবস্যা।

প্রসূতি নাবালিকা, গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারির পর রাজ্যে প্রথম কোনও নাবালিকার প্রসূতি হওয়ার ঘটনায় পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার সন্ধিপুর এলাকা থেকে ওই নাবালিকার স্বামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। পুলিশ জানিয়েছে, রাহুল মণ্ডল নামে বছর ২১ বয়সের এক যুবক গত বছর এক নাবালিকাকে বিয়ে করেছিল। যার বর্তমানে বয়স ১৭ বছর। বুধবার গড়বেতার একটি নার্সিংহোমে ওই নাবালিকা একটি সন্তানের জন্ম দেয়। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পুলিশকে জানালে রাহুলকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কয়েকটি ধারায় মামলা দায়ের করে গড়বেতা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা জানিয়েছেন, জেলাতে বাল্যবিবাহ এবং নাবালিকা মেয়েদের গর্ভবতী হওয়া সম্পর্কে পুলিশ প্রশাসন কড়া অবস্থানে রয়েছে। এই প্রবণতা বন্ধ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

यूको बैंक UCO BANK

ইউকো ব্যাঙ্ক
কলকাতা মেইন রিটেইল ব্রাঞ্চ (০১৯০)
১০, বি.টি.এম সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন ০৩৩ ৪৪৫৫ ৭৯৬৫/৪৪৫৫ ৭৩৩৬

প্রতি
মেসার্স একে এন্টারপ্রাইজ
প্রোপ্রাইটর : শ্রী আয়ুষ সারৌগি

ঠিকানা - ১ **শ্রী আয়ুষ সারৌগি**, পিতা- শ্রী কমল সারৌগি ৫ম ফ্লোর, রুম নং ৫২২, ডায়মন্ড হেরিটেজ, ১৬ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা - ৭০০০০১।	ঠিকানা - ২ **শ্রী আয়ুষ সারৌগি**, পিতা- শ্রী কমল সারৌগি বোম্বে রোড, দক্ষিণ চামরাইল, থানা - লিলুয়া, পোঃ - চামরাইল, মৌজা - ১০৫, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১১৪।
ঠিকানা - ৩ **শ্রী আয়ুষ সারৌগি**, পিতা- শ্রী কমল সারৌগি, পার্টনার মেসার্স শ্রী মহাবীর স্টোরস, ১৭০/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার, কলকাতা ৭০০০০৭	ঠিকানা - ৪ **শ্রী আয়ুষ সারৌগি**, পিতা- শ্রী কমল সারৌগি ফ্ল্যাট ১২কে, ১২তম ফ্লোর, টাওয়ার ফোর, সরাচি গ্রিন উডস সোনাটা, রাজারহাট, নিউটাউন, কলকাতা, ৭০০১৬১, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা।

ঠিকানা - ৫
শ্রী আয়ুষ সারৌগি, পিতা- শ্রী কমল সারৌগি
গ্রাম - আড়াপাঁচ, সোনারপুর, মৌজা - ২৮, দাগ-১২৭, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫০।

বিষয় : সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে নোটিশ

মহাশয়,
আপনার অনুরোধে, আপনাকে ইউকো ব্যাঙ্ক, কলকাতা মেইন (রিটেইল) ব্রাঞ্চ, কলকাতা কর্তৃক সময়ে সময়ে, ব্যাঙ্কের অনুকূলে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা বিভিন্ন সম্পদের বিপরীতে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলির প্রাসঙ্গিক বিবরণ এবং আপনার দ্বারা সম্পাদিত সিকিউরিটি এগ্রিমেন্ট(গুলি) / নথি(গুলি) অস্থাবর সম্পদের বন্ধক ব্যতীত যথাক্রমে তফসিল 'এ' এবং 'বি'-তে বর্ণিত হয়েছে। আপনি উক্ত চুক্তি(গুলি) / নথি(গুলি)-র শর্তাবলী অনুযায়ী উক্ত আর্থিক সহায়তা পরিশোধ করার অঙ্গীকারের সাথে এই আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছেন। আপনি এবং আপনার গ্যারান্টাররাও ব্যাঙ্কের অনুকূলে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করে টাইটেল ডিড জমা/নিবন্ধিত বন্ধকের মাধ্যমে বন্ধক তৈরি করেছেন। এই ধরনের বন্ধক সংক্রান্ত নথিগুলিও তফসিল 'বি'-তে বর্ণিত হয়েছে।
সুরক্ষিত সম্পদের প্রাসঙ্গিক বিবরণ বিশেষভাবে তফসিল 'সি'-তে বর্ণিত হয়েছে।
আপনি সময়ে সময়ে ব্যালেন্স নিশ্চিতকরণ এবং পুনরুজ্জীবন পত্র এবং অন্যান্য নথি সম্পাদনের মাধ্যমে উপরোক্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলির ক্ষেত্রে দায়ের অস্তিত্বও স্বীকার করেছেন। উপরোক্ত আর্থিক সহায়তা / ক্রেডিট সুবিধাগুলির পরিচালনা এবং আচরণ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে এবং আপনার দ্বারা আসল ঋণ এবং তার উপর সুদ পরিশোধে খেলাপি হওয়ার ফলস্বরূপ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী / নির্দেশিকা অনুসারে ঋণগুলিকে ১২-০৮-২০২৬ তারিখ থেকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
উক্ত আর্থিক সহায়তাটি ফ্ল্যাট ১২কে, ১২তম ফ্লোর, টাওয়ার ফোর, সরাচি গ্রিন উডস সোনাটা, রাজারহাট, নিউটাউন, কলকাতা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা - ৭০০১৬১-এর বাসিন্দা শ্রী আয়ুষ সারৌগির গ্যারান্টি দ্বারাও সুরক্ষিত। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনি উক্ত বকেয়া / বকেয়া দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন।
অতএব, ব্যাঙ্ক এতদ্বারা উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে এই নোটিশ জারি করার মাধ্যমে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের কাছে আপনার নীচে বর্ণিত দায়গুলি সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছে। ব্যাঙ্কের কাছে আপনার বকেয়া দায়গুলি (মোট) হলো
(ক) ক্যাশ ক্রেডিট (অ্যাকাউন্ট নং ০১৯০০৫১০০০২৭৮০) ৭,২২,৫৪,৮৬৩.১৯ টাকা (সাত কোটি বাইশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার আটশো তেষট্টি টাকা এবং উনিশ পয়সা মাত্র) যার সাথে ৩১-০৭-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত চার্জ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
আপনি যদি অ্যাক্টের সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে এই নোটিশের শর্তাবলী অনুযায়ী উপরোক্ত **৭,২২,৫৪,৮৬৩.১৯ টাকা (সাত কোটি বাইশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার আটশো তেষট্টি টাকা এবং উনিশ পয়সা মাত্র), যা ২৬-০৮-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া** (উপরে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী চার্জ করা সুদ), এবং উপরে বর্ণিত অতিরিক্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যাঙ্কের কাছে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) এবং উক্ত অ্যাক্টের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানের অধীনে বিস্তারিত সমস্ত বা যে কোনো অধিকার প্রয়োগ করবে।
আপনাকে আরও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন ১৩-এর শর্তাবলী অনুযায়ী আপনি ব্যাঙ্কের লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তফসিল 'সি'-তে বিস্তারিত উক্ত সুরক্ষিত সম্পদগুলি বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না।
ব্যাঙ্ক আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল ডিসকাউন্টেড, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং লেটার অফ ক্রেডিট এর পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায় থেকে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করে।
এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৮)-এর শর্তাবলী অনুযায়ী সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধক রাখা সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার আপনার অধিকার, শুধুমাত্র লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তরের জন্য সাধারণ বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে প্রকাশ্য নিলামের জন্য নোটিশ প্রকাশের তারিখ বা কোটেশন বা টেন্ডার আহ্বান করার তারিখের আগে ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচ, চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার সাপেক্ষে।
এই নোটিশটি অন্য কোনো প্রযোজ্য বিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় মনে হলে এই ধরনের অন্যান্য ব্যবস্থা বা আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই দেওয়া হলো।

তফসিল 'এ'

ক্র. নং.	ক্রেডিট সুবিধার প্রকৃতি	লিমিট	২৬-০৮-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (..... তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ)
১	ক্যাশ ক্রেডিট এ/সি- ০১৯০০৫১০০০২৭৮০	৮,০০,০০,০০০.০০ টাকা	৭,২২,৫৪,৮৬৩.১৯/- টাকা (৩১-০৭-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত চার্জ করা সুদ)
	মোট		৭,২২,৫৪,৮৬৩.১৯ টাকা

তফসিল 'বি'
(সমস্ত সম্পূরক নথিপত্র এবং বন্ধক তৈরির প্রমাণকারী নথিপত্র সহ সিকিউরিটি ডকুমেন্টের বিবরণ)

ক্র. নং.	সম্পাদিত নথিপত্রের নাম (ক্যাশ ক্রেডিট)	সিকিউরিটির প্রকৃতি	সম্পাদনের তারিখ	সুরক্ষিত পরিমাণ (টাকায়)
১	ডিমান্ড প্রমিসরি নোট (এ-১)	প্রাইমারি	২০-০২-২০২৫	৮,০০,০০,০০০.০০ টাকা
২	লেটার অফ ওয়েভার (এ-৪৭)	প্রাইমারি	২০-০২-২০২৫	৮,০০,০০,০০০.০০ টাকা
৩	লেটার অফ কন্টিনিউটি (এ-৩)	প্রাইমারি	২০-০২-২০২৫	৮,০০,০০,০০০.০০ টাকা
৪	হাইপোথিকেশন অফ গুডস টু সিকিওর আ ডিমান্ড ক্যাশ ক্রেডিট (এ-৯)	প্রাইমারি	২০-০২-২০২৫	৮,০০,০০,০০০.০০ টাকা
৫	হাইপোথিকেশন অফ বুক ডেটস টু সিকিওর ডিমান্ড ক্যাশ ক্রেডিট (এ-৯বি)	প্রাইমারি	২০-০২-২০২৫	৮,০০,০০,০০০.০০ টাকা
৬	গ্যারান্টি ফর্ম (এ-২১)	গ্যারান্টার	২০-০২-২০২৫	৮,০০,০০,০০০.০০ টাকা
৭	মর্টগেজ বাই ডিপোজিটিং অফ টাইটেল ডিডস	কোল্যাটারাল	২০-০২-২০২৫	৮,০০,০০,০০০.০০ টাকা
৮	এক্সটেনশন অফ ইক্যুইটেবল মর্টগেজ	কোল্যাটারাল	২০-০২-২০২৫	৮,০০,০০,০০০.০০ টাকা

তফসিল 'সি'
পার্ট ১
স্টক এবং বুক ডেটস -এর হাইপোথিকেশন ঋণগ্রহীতার গোডাউনে বা অন্য কোথাও সময়ে সময়ে উপস্থিত সব ধরনের ডাল এবং খাদ্যসামগ্রীর মজুত স্টকের ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ব্যাঙ্কের অনুকূলে হাইপোথিকেশন।
ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ব্যাঙ্কের অনুকূলে বুক ডেটস -এর হাইপোথিকেশন।
২৮.০২.২০২৬ তারিখের স্টক স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ৬৮৫.৩৯ লক্ষ টাকা মূল্যের বিভিন্ন ধরণের ডালের কাঁচামাল নিয়ে গঠিত স্টক।
২৮.০২.২০২৬ তারিখের সানড্রি ডেবটরস স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ১৩৪৩.৭৮ লক্ষ টাকার বুক ডেটস।
পার্ট ২
বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তি / টাইটেল ডিডসের বিবরণ
সম্পত্তি ১ : শ্রী আয়ুষ সারৌগির নামে নিবন্ধিত ২০২৪ সালের কনভেয়েন্স ডিড নং ১৯০৪১৮৩৮৯ (১৯০৪১৮৩৮৯ - ২০২৪)।
২১৭২ বর্গফুট পরিমাপের কমার্শিয়াল সম্পত্তি (দলিল অনুযায়ী সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), যা মিলেনিয়াম মার্কেট, ইউনিট নং এইচ-১১৫, ১ম ফ্লোর, মৌজা - বাঁকড়া, জে.এল. নং ৫৫, আর.এস. দাগ নং ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৯, ১৮১, ১৯৯ এবং এল.আর. দাগ নং ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯২, ১৯৪, ২১৫, পোঃ - সলপ, থানা - ডোমজুড়, বাঁকড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা - হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৪০৩-এ অবস্থিত।
সীমানা : (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : মৌজা বাঁকড়ার আর.এস. দাগ নং ১৭৭ এবং ১৯৯ দ্বারা; **দক্ষিণে :** পঞ্চায়েত রাস্তা এবং মৌজা বাঁকড়ার আর.এস. দাগ নং ১৭৪, ১৮১ এবং ১৮২-এর অংশ দ্বারা; **পূর্বে :** মৌজা বাঁকড়ার আর.এস. দাগ নং ১৯৪ এবং ১৯৫ দ্বারা; **পশ্চিমে :** মৌজা বাঁকড়ার আর.এস. দাগ নং ১৭৩, ১৭৪ এবং ১৭৫ দ্বারা।
সম্পত্তি ২ : শ্রী আয়ুষ সারৌগির নামে নিবন্ধিত ২০২৪ সালের কনভেয়েন্স ডিড নং ১৯০৪১৮৩৮৮ (১৯০৪১৮৩৮৮ - ২০২৪)।
পরিমাপ অনুযায়ী ৮৯৬ বর্গফুট এবং দলিল অনুযায়ী ৯৩৬ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের কমার্শিয়াল সম্পত্তি, যা মিলেনিয়াম মার্কেট, ইউনিট নং জি-১১৩ এবং জি-১১৪, ১ম ফ্লোর, মৌজা - বাঁকড়া, জে.এল. নং ৫৫, আর.এস. দাগ নং ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৯, ১৮১, ১৯৯ এবং এল.আর. দাগ নং ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯২, ১৯৪, ২১৫, পোঃ - সলপ, থানা - ডোমজুড়, বাঁকড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা - হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৪০৩-এ অবস্থিত।
সীমানা (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : মৌজা বাঁকড়ার আর.এস. দাগ নং ১৭৭ এবং ১৯৯ দ্বারা; **দক্ষিণে :** পঞ্চায়েত রাস্তা এবং মৌজা বাঁকড়ার আর.এস. দাগ নং ১৭৪, ১৮১ এবং ১৮২-এর অংশ দ্বারা; **পূর্বে :** মৌজা বাঁকড়ার আর.এস. দাগ নং ১৯৪ এবং ১৯৫ দ্বারা; **পশ্চিমে :** মৌজা বাঁকড়ার আর.এস. দাগ নং ১৭৩, ১৭৪ এবং ১৭৫ দ্বারা।
সম্পত্তি ৩ : শ্রী আয়ুষ সারৌগির নামে নিবন্ধিত ২০২৩ সালের কনভেয়েন্স ডিড নং ১৯০২১৬১০৯ (১৯০২১৬১০৯ - ২০২৩)।
১০,০০০.০০ বর্গফুট পরিমাপের কমার্শিয়াল সম্পত্তি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), যা মিলেনিয়াম মার্কেট, ইউনিট নং ৫০১, ৫ম ফ্লোর, মৌজা - বাঁকড়া, জে.এল. নং ৫৫, আর.এস. দাগ নং ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৯, ১৮১, ১৯৯ এবং এল.আর. দাগ নং ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯২, ১৯৪, ২১৫, পোঃ - সলপ, থানা - ডোমজুড়, বাঁকড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা - হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৪০৩-এ অবস্থিত।
সীমানা (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : মৌজা বাঁকড়ার আর.এস. দাগ নং ১৭৭ এবং ১৯৯ দ্বারা; দক্ষিণে : পঞ্চায়েত রাস্তা এবং মৌজা বাঁকড়ার আর.এস. দাগ নং ১৭৪, ১৮১ এবং ১৮২-এর অংশ দ্বারা; **পূর্বে :** মৌজা বাঁকড়ার আর.এস. দাগ নং ১৯৪ এবং ১৯৫ দ্বারা; **পশ্চিমে :** মৌজা বাঁকড়ার আর.এস. দাগ নং ১৭৩, ১৭৪ এবং ১৭৫ দ্বারা।

তারিখ : ২৮.০৮.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা এজিএম এবং অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: জয়ন্ত অগাস্টিন মুন্ডু, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: 9051108745
অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: মল্লিকা দে, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: 62906 92963

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য রুল ৮(৬)-এর সাথে পঠিত রুল ৯(১)-এর শর্তাংশের অধীনে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ, যার ফিজিক্যাল দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা নীচে উল্লেখিত তারিখগুলিতে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যাই থাক না কেন" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় :
তারিখ: ২৭.০৯.২০২৬ (ক্র. নং ১), ২৯.০৯.২০২৬ (ক্র. নং ২, ৩, ৪ এবং ৫) এবং ১৭.১০.২০২৬ (ক্র. নং ৬ এবং ৭)
অকশনের সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।

ক্র. নং.	ইউনিট / ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারদের নাম	বিক্রয়াধীন সম্পদের বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য / খ) ইএমডি @ ১০% / গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**শ্রীমতী রিয়া ঘোষ** এবং **শ্রী এস এস রামসুব্রহ্মণ্যন** **ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ৭০৩, টাওয়ার সি-৬ (C-6)-এর ৭ম ফ্লোর, 'ইডেন সিটি' মহেশতলা, হোল্ডিং নং-বি-১৯০/এ/১, নিউ বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, ওয়ার্ড নং ৩১, কলকাতা-৭০০১৩৭ **এছাড়াও:** শিববাটী, ডা. এস পি ঘোষ রোড, বাগবাজার, চন্দননগর, হুগলী, পিন-৭১২১৩৬।	মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড নং ৩১-এর অধীনে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং বি১-৯০/এ/১ নিউ বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, পোঃ- সারেঙ্গাবাদ, থানা- মহেশতলা, মৌজা সারেঙ্গাবাদ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা-৭০০১৩৭-এ অবস্থিত ইডেন সিটি মহেশতলায় ১২৩৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের কমবেশি টাওয়ার সি-৬-এর ৭ম ফ্লোরে লিফট সুবিধা সহ টাইলস মেঝেযুক্ত ৭০৩ নম্বরযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সাথে উক্ত টাওয়ারের নীচের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ বা স্বার্থ এবং আবাসিক কমপ্লেক্সের সাধারণ এলাকা, সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলিতে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ বা স্বার্থ সংযুক্ত রয়েছে। সম্পত্তিটি ২০১৮ সালের কনভেয়েন্স ডিড নং ১-২৩৬৮ অনুযায়ী (১) শ্রী এস.এস. রামসুব্রহ্মণ্যন এবং (২) শ্রীমতী রিয়া ঘোষের নামে নিবন্ধিত এবং এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বুক নং ১, ভলিউম নং ১৬০৭-২০১৮, পাতা ৭৭৭৪৩ থেকে ৭৭৭৮৯, **নম্বর ১৬০৭০২৩৬৮-এ ২০১৮ সালের** জন্য রেকর্ড করা হয়েছে। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	২৮.০২.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী ৩৪,৪৩,৪০৬.০০ টাকা (চৌত্রিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশো ছয় টাকা মাত্র) (অর্জিত আদায় না হওয়া সুদ এবং অর্জিত চার্জ সহ) এর সাথে ০১.০৩.২০২৩ থেকে অতিরিক্ত সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। **পরিদর্শনের তারিখ : ২২.০৯.২০২৬** পরিদর্শনের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৩.০০ টা	ক) ২৪,৯২,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪৯,২০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯০৭৩৫৮৬২৯৪
২.	**শ্রী রাজীব দত্ত** পিতা- শ্রী রবীন্দ্র নাথ দত্ত **শ্রীমতী অপর্ণা মাইতি** স্বামী- শ্রী রাজীব দত্ত **উভয়ের ঠিকানা:** শাল বাগান, পোঃ- নোয়াপাড়া, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১২৫। **এছাড়াও:** ফ্ল্যাট নং বি-৪০১, ৪র্থ ফ্লোর, বি.এন.এম অ্যাপার্টমেন্ট চিকরন্দ, থানা- চণ্ডীতলা, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৩০৪ **শ্রীমতী অপর্ণা মাইতি** স্বামী- শ্রী রাজীব দত্ত, কাপাসারিয়া, বোড়া, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৩০৬	চণ্ডীতলা থানা, হুগলী জেলা, জনাই অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস এবং হুগলী ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রি অফিস, পশ্চিমবঙ্গ-এর এক্তিয়ারভুক্ত নাইটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মৌজা- চিকরন্দ, জে.এল. নং ৮১-এ অবস্থিত পুরানো খতিয়ান নং ২৭৫, নতুন খতিয়ান নং ১৬৯৭, ১৬৯৮, ১৬৯৯, ১৭০০ এবং ১৭০১-এর অধীনে আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৮-এ অবস্থিত "বি.এন.এম" নামক ভবনের ৪র্থ ফ্লোরে ৯০০ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া এবং ২০% সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মিলিয়ে ১০৮০ বর্গফুট পরিমাপের বি-৪০১ নম্বরযুক্ত আবাসিক 2BHK ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **উক্ত ফ্ল্যাটের সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: ফ্ল্যাট নং বি৪০২, লিফট এবং সিঁড়ি; দক্ষিণে: জনাই স্টেশন রোডের খোলা আকাশ; পূর্বে: ফ্ল্যাট নং বি ৪০৩; পশ্চিমে: পঞ্চায়েত রোডের খোলা আকাশ। **সম্পত্তিটি ২০২১ সালের দলিল নং ১-০৬০৫০২০৭৩ অনুযায়ী শ্রী রবীন্দ্র নাথ দত্তের পুত্র শ্রী রাজীব দত্ত এবং শ্রী রাজীব দত্তের স্ত্রী শ্রীমতী অপর্ণা মাইতির নামে রয়েছে,** যা এডিএসআর-জনাই, পশ্চিমবঙ্গে বুক-১, পাতা ৪৯২২৩ থেকে ৪৯২৮০-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	২৮.০৭.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ২১,৪২,৬৩৭.০০ টাকা (একুশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার ছশো সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র) এর সাথে ২৯.০৭.২০২৫ থেকে অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি। **পরিদর্শনের তারিখ : ২২.০৯.২০২৬ এবং ২৫.০৯.২০২৬** পরিদর্শনের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৩.০০ টা	ক) ২২,১৫,০০০.০০ টাকা খ) ২,২১,৫০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১১০২
৩.	**শ্রী সুরজিৎ বোস** পিতা- প্রয়াত কৃষ্ণ ভূষণ বোস ২৪/১, পদ্মা কুমার রায় চৌধুরী লেন (বোটানিক্যাল গার্ডেন ল্যান্ডমার্ক), জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১০৩, **এছাড়াও** ফ্ল্যাট নং ৩০২, ৩য় ফ্লোর জাহ্নবী অ্যাপার্টমেন্ট হোল্ডিং নং ১৯/৪, ডা. পি.টি লাহা স্ট্রিট, পোঃ এবং থানা- রিষড়া, জেলা: হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২৪৮, এছাড়াও ২৯/এ, এন. কে ব্যানার্জি স্ট্রিট, পোঃ এবং থানা- রিষড়া, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২৪৮। **শ্রীমতী মধুমিতা দাস ওরফে মধুমিতা বোস** স্বামী- শ্রী সুরজিৎ বোস হোল্ডিং নং ১৯/৪, ডা. পি.টি লাহা স্ট্রিট, পোঃ এবং থানা- রিষড়া, জেলা: হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২৪৮। **এছাড়াও:** ফ্ল্যাট নং ৩০২, ৩য় ফ্লোর, জাহ্নবী অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ১৯/৪, ডা. পি.টি লাহা স্ট্রিট, পোঃ এবং থানা- রিষড়া, জেলা: হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২৪৮। **এছাড়াও:** ২৯/এ, এন. কে ব্যানার্জি স্ট্রিট, পোঃ এবং থানা- রিষড়া, জেলা: হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২২৪৮।	লিফট সুবিধা সহ ০৩ (তিনটি) রুম, ০১ (একটি) ডাইনিং-কাম-লিভিং, ০১ (একটি) রান্নাঘর, ০২ (দুটি) টয়লেট এবং ০২ (দুটি) জানালার বারান্দা নিয়ে গঠিত প্রায় ১৭৯৪ বর্গফুট (কভার এরিয়া ১৪৩৫ বর্গফুট এবং ৩৫৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের **"জাহ্নবী অ্যাপার্টমেন্ট"** নামক বহুতল ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তৃতীয় তলায় (৩য় ফ্লোর) অবস্থিত ৩০২ নম্বরযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যা রিষড়া মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৯/৪, ডা. পি.টি লাহা স্ট্রিট, পোঃ এবং থানা- রিষড়া, জেলা- হুগলী, মৌজা- রিষড়া, জে.এল. নং ২৭, আর.এস. দাগ নং ৬০৭৬ এবং ৬০৭৭, আর.এস. খতিয়ান নং ১৭৭৮, যা এল.আর. খতিয়ান নং ৭১৯, ১৪১৪০ এবং ৯০৩৩-এর অধীনে এল.আর. দাগ নং ১৫৫৫৪ এবং ১৫৫৫৩-এর অনুরূপ, যা প্রয়াত কৃষ্ণ ভূষণ বোসের পুত্র **শ্রী সুরজিৎ বোস** এবং শ্রী সুরজিৎ বোসের **স্ত্রী শ্রীমতী মধুমিতা দাস ওরফে শ্রীমতী মধুমিতা বোসের অনুকূলে** ডি.এস.আর-২, হুগলীতে ২০২২ সালের জন্য বুক নং ১, ভলিউম নং ০৬০২-২০২২, পাতা ১৩২২২২ থেকে ১৩২২৫৭-এ **০৬০২০৪৯২২ নম্বর দলিল** হিসেবে বিস্তারিতভাবে রেকর্ড করা হয়েছে। **উক্ত ফ্ল্যাটের সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: লিফট এবং সিঁড়ি দ্বারা; দক্ষিণে: অ্যাপার্টমেন্টের সাধারণ খোলা জায়গা দ্বারা; পূর্বে: ফ্ল্যাট নং ৩০১ দ্বারা; পশ্চিমে: অ্যাপার্টমেন্টের সাধারণ খোলা জায়গা দ্বারা। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	০৬.০২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ৪৩,২৪,৬৭৬.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার ছশো ছিয়াত্তর টাকা মাত্র) এর সাথে ০৭.০২.২০২৫ থেকে অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি। **পরিদর্শনের তারিখ : ২২.০৯.২০২৬ এবং ২৫.০৯.২০২৬** পরিদর্শনের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৩.০০ টা	ক) ৩৯,৮৮,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৯৮,৮০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১১০২
৪.	**ঋণগ্রহীতা:** **দ্য ৩ গাইজ নেটওয়ার্ক প্রাইভেট লিমিটেড** **ঠিকানা:** গ্ল্যামার বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, আন্দুল রোড, পোঃ- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, হাওড়া- ৭১১৩০২ **ডিরেক্টর এবং গ্যারান্টার:** **১. গৌতম খাঁড়া,** পিতা- শ্রী নিত্যানন্দ খাঁড়া, ঠিকানা: জে.সি. চক্রবর্তী রোড, পাটকুয়াতলা, গ্রাম ও পোঃ- দুইল্যা, হাওড়া-৭১১৩০২। এছাড়াও: গ্ল্যামার বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, আন্দুল রোড, পোঃ- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, **২. শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্য,** পিতা- শ্রী বাসুদেব ভট্টাচার্য। **ঠিকানা:** চরকডাঙ্গা, পোঃ- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, হাওড়া- ৭১১৩০২। **এছাড়াও:** গ্ল্যামার বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, আন্দুল রোড, পোঃ- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, হাওড়া-৭১১৩০২ **৩. শ্রী গৌতম ঘোষ,** পাটকুয়াতলা, দুইল্যা, পোঃ- দুইল্যা, হাওড়া- ৭১১৩০২। **এছাড়াও:** গ্ল্যামার বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, আন্দুল রোড, পোঃ- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, হাওড়া-৭১১৩০২	**"গ্ল্যামার বিল্ডিং"** নামক ভবনের ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত ৩২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের অফিস স্পেস নং ৩বি, ৩সি এবং ৩ডি -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর সাথে নীচের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, যা ৭ কাঠা ৯ ছটাক এবং ১৫ বর্গফুট কমবেশি জমির উপর নির্মিত, যা আর.এস. দাগ নং ৭৭৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৭১৮, এল.আর. দাগ নং ৭৯১, এল.আর. খতিয়ান নং ৪২১/১, জেএল-৩৫, মৌজা- দুইল্যা, দুইল্যা গ্রাম পঞ্চায়েত, আন্দুল রোড, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়ায় অবস্থিত **মেসার্স ৩ গাইজ, ১) শ্রী গৌতম ঘোষ, ২) শ্রী গৌতম খাঁড়া এবং ৩) শ্রী শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্যের প্রতিনিধিত্বে ১৫.০৯.২০০৯ তারিখের কনভেয়েন্স ডিড নং ৩৭২০,** বুক নং ১, ভলিউম নং ১১, পাতা ৫৫৪ থেকে ৫৮০)। সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে: ৫০ ফুট চওড়া আন্দুল রোড, দক্ষিণে: দাগ নং ৭৮০-এর জমি ও ভবন, পূর্বে: দাগ নং ৭৭৯-এর জমি ও ভবন, পশ্চিমে: দাগ নং ৭৭৩-এর জমি ও ভবন। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	১১/০৮/২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ২,৮৩,৭৬,০৯৮.০০ টাকা (দুই কোটি তিরাশি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার আটানব্বই টাকা মাত্র)। এর সাথে আনুষঙ্গিক খরচ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যতের সুদ প্রদান করতেও আপনি দায়বদ্ধ। **পরিদর্শনের তারিখ : ২২.০৯.২০২৬ এবং ২৫.০৯.২০২৬** পরিদর্শনের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৩.০০ টা	ক) ৫৩,৪৬,০০০.০০ টাকা খ) ৫,৩৪,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৭৫৫০৯০০০৪৯
৫.	**শ্রীমতী গীতাঞ্জলি নায়েক** ১০/৭ শান্তি পল্লী রোড, পর্ণশ্রী, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৬০ এবং পানশিলা গভঃ কলোনি, সুশীল ভবন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং এবি এবং এবি ১, সোদপুর, থানা- খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১১২।	**দুটি (২) ফ্ল্যাটের বিবরণ: [শুধুমাত্র বিক্রয়ের জন্য]** ১) একতলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোর) পূর্ব উত্তর দিকে অবস্থিত ৬৫০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের এবি নম্বরযুক্ত লিফট ছাড়া টাইলস মেঝেযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা উপরোক্ত জমিতে **"সুশীল ভবন"** নামে নির্মিত বহুতল ভবনে ২ বেডরুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ বারান্দা ও তার ভেতরের ফিটিংস, ফিক্সচার সহ জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং সমস্ত অধিকার বা সাধারণ প্যাসেজ, ড্রেনেজ, আন্ডারগ্রাউন্ড এবং ওভারহেড রিজার্ভার, সিঁড়ি, সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার, এর সাথে সংযুক্ত যা নীচে উল্লেখিত প্রথম তফসিলে **(২০২৩ সালের দলিল নং ১৯০১০২৭০৬** -এর) বর্ণিত জমিতে অবস্থিত, যাতে একটি ফ্ল্যাট এবং জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ এবং অন্যান্য সমস্ত সাধারণ উপযোগিতা সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। **ফ্ল্যাটের সীমানা নিম্নরূপ:-** উত্তরে: খোলা আকাশ, দক্ষিণে: সিঁড়ি এবং গ্যারেজ, পূর্বে: খোলা আকাশ, পশ্চিমে: অন্যান্য ফ্ল্যাট। ২) একতলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোর) পূর্ব উত্তর দিকে অবস্থিত ৬৫০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের এবি-১ নম্বরযুক্ত লিফট ছাড়া টাইলস মেঝেযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা উপরোক্ত জমিতে **"সুশীল ভবন"** নামে নির্মিত বহুতল ভবনে ২ বেডরুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ বারান্দা ও তার ভেতরের ফিটিংস, ফিক্সচার সহ জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং সমস্ত অধিকার বা সাধারণ প্যাসেজ, ড্রেনেজ, আন্ডারগ্রাউন্ড এবং ওভারহেড রিজার্ভার, সিঁড়ি, সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার, এর সাথে সংযুক্ত যা নীচে উল্লেখিত প্রথম তফসিলে **(২০২৩ সালের দলিল নং ১৯০১০২৭০৬** -এর) বর্ণিত জমিতে অবস্থিত, যাতে একটি ফ্ল্যাট এবং জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ এবং অন্যান্য সমস্ত সাধারণ উপযোগিতা সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। **ফ্ল্যাটের সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে: খোলা আকাশ, দক্ষিণে: গ্যারেজ, পূর্বে: অন্যান্য ফ্ল্যাট, পশ্চিমে: খোলা আকাশ। সম্পত্তিগুলি (উপরে বর্ণিত ১ এবং ২) **২০২৩ সালের দলিল নং ১৯০১০২৭০৬ অনুযায়ী শ্রীমতী গীতাঞ্জলি নায়েকের নামে** রয়েছে। এবং **২০২৩ সালের দলিল নং ১৯০১০২৭০৬ অনুযায়ী** নীচে উল্লেখিত জমি ও ভবনে অবস্থিত। উপরে উল্লেখিত দুটি (২) ফ্ল্যাট (১ এবং ২) যে জমি ও ভবনে অবস্থিত তার বিবরণ: ৪ (চার) কাঠা পরিমাপের বাস্তু জমির প্লটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা- পানশিলা, জে.এল. নং- ৬, আর.এস. নং ১০৩, তৌজি নং ১৫৫, সি.এস. দাগ নং- ২০০(পি) এবং ২৮৩(পি), যা এল.ও.পি. নং ২২, এল.আর. খতিয়ান ১১২৫, ১৩১৬-এর অধীনে আর.এস./এল.আর. দাগ নং ৫৫২-এর অনুরূপ, যা পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১৯, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২৮, পানশিলা গভঃ কলোনি, সোদপুরে এডিএসআরও -এর রেজিস্ট্রেশন এক্তিয়ারের অধীনে, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১২-এ অবস্থিত, এবং এর সাথে "সুশীল ভবন" নামক নবনির্মিত বহুতল ভবন, যার সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে: এল.ও.পি. নং ৯ রাজ কুমার চক্রবর্তীর সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণে: ১৪ ফুট চওড়া পানশিলা গভঃ কলোনি রোড দ্বারা, পূর্বে: এল.ও.পি. নং ২১ উপেন্দ্র নাথ মজুমদারের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে: এল.ও.পি. নং ২৩ ঊষা রানী দত্তের সম্পত্তি দ্বারা। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	১০/০৮/২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ৪৩,৪৩,৫৯৫.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই টাকা মাত্র)। এর সাথে আনুষঙ্গিক খরচ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যতের সুদ প্রদান করতেও আপনি দায়বদ্ধ।	ক) ২৩,৯৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৩৯,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৭৫৫০৯০০০৪৯ **পরিদর্শনের তারিখ :** ২২.০৯.২০২৬ এবং ২৫.০৯.২০২৬ **পরিদর্শনের সময় :** সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৩.০০ টা
৬.	**শ্রী বাবলু দাস** পিতা- শ্রী ক্ষুদিরাম দাস **শ্রীমতী মামনি দাস** স্বামী- বাবলু দাস **উভয়ের ঠিকানা:** পোঃ- গুসকরা, থানা- আউশগ্রাম, রবীন্দ্র সরণি রোড, বর্ধমান-৭১৩১২৮ পিন-৭২২১৫৪	বাবলু দাসের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা তিনি গুসকরার সাব-রেজিস্ট্রারের **১৯৮২ সালের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং ১-৬৩৫৮** এবং এ.ডি.এস.আর গুসকরার **২০০৩ সালের নিবন্ধিত উপহার দলিল নং ১-২৩১৯** বলে প্রাপ্ত হয়েছেন। উক্ত সম্পত্তিটি পূর্ব বর্ধমান জেলার অধীনে, থানা: আউশগ্রাম, সাব-রেজিস্ট্রার গুসকরা, মৌজা: গুসকরা, জে.এল. নং: -১১০, এল.আর. খতিয়ান নং: -৫১৭২, আর.এস. প্লট নং এবং এল.আর. প্লট নং: ১৪৭৬/৪৩৭৯, জমির পরিমাণ ০.০৩ একর এবং তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি ভবন, জমির শ্রেণী বাস্তু, গুসকরা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, মহল্লা- রবীন্দ্র সরণি, ওয়ার্ড নং ৯ গুসকরায়, পোঃ- গুসকরা, থানা- আউশগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান-এ অবস্থিত। ভবনের একতলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোর) পাঁচটি দোকান রয়েছে। পাঁচটি দোকানের মধ্যে চারটি দোকান সারফায়েশি অ্যাক্টের অধীনে বিক্রি করা হবে। পূর্ব বর্ধমানের লার্নেড সিভিল কোর্ট ১ম (সিনিয়র ডিভিশন) টি.এস.-৪৪৮/২৫ মামলার সাথে সম্পর্কিত ২৮.০১.২০২৬ তারিখের ৬ নং আদেশ অনুসারে, ৪ নম্বর শোরুম হিসেবে তফসিলে উল্লেখিত সম্পত্তির বিষয়ে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বাড়ানোর আদেশ দিয়েছেন, তাই আমরা সারফায়েশি অ্যাক্টের অধীনে সম্পত্তিটি বিক্রি করতে অক্ষম। **উত্তরে-** নারায়ণ চন্দ্র দাসের জমি, **দক্ষিণে-** অন্যান্যদের বাড়ি; **পূর্বে-** পুকুর, **পশ্চিমে-** মিউনিসিপ্যাল রোড। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	০৮.০৬.২০২১ তারিখ অনুযায়ী ১৮,২৩,০৭৫.৯০ টাকা (আঠারো লক্ষ তেইশ হাজার পঁচাত্তর টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। **পরিদর্শনের তারিখ : ০৬.১০.২০২৬ এবং ০৯.১০.২০২৬** পরিদর্শনের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৩.০০ টা	ক) ৪৪,৬৪,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৪৬,৪০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১১০২
৭.	**নন্দী পেইন্টস** বামুনারি মোড়, মির্জাপুর কোতুলপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২১৫৪ **শ্রী চৈতন্য নন্দী** নন্দী পেইন্টস-এর প্রোপ্রাইটর বামুনারি মোড়, মির্জাপুর কোতুলপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২২১৫৪	একটি একতলা ভবন সহ জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার আয়তন প্রায় ০৮ ডেসিমেল, যা মৌজা- মির্জাপুর, জে.এল. নং ২২, খতিয়ান নং ৬২২৮, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৪৪৭০, শ্রেণী বাস্তু, মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, ২০২১ সালের দলিল নং ০১০৭০৪৯১৯ অনুযায়ী এডিএসআর কোতুলপুর, থানা- কোতুলপুর, জেলা- বাঁকুড়ায় অবস্থিত। উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি সুকুমার নন্দীর পুত্র চৈতন্য নন্দীর নামে রয়েছে। **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ-** উত্তরে- ৪৪৭০ নং প্লটের জমি; দক্ষিণে- ৪৪৭০ নং প্লটের জমি; পূর্বে- ৪৪৭২ এবং ৪৪৭৩ নং প্লটের জমি; পশ্চিমে- রাস্তা। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	১৮.০৮.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৬৯,৯৭,১৮৬.০০ টাকা (উনসত্তর লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশো ছিয়াশি টাকা মাত্র) এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। **পরিদর্শনের তারিখ : ০৬.১০.২০২৬ এবং ০৯.১০.২০২৬** পরিদর্শনের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৩.০০ টা	ক) ৫০,৩৪,০০০.০০ টাকা খ) ৫,০৩,৪০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** ৯০৫১১০৮৭৪৫ ৯৬৭৪৭১১১০২

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৮.০৯.২০২৬ (ক্র. নং ৮)
অকশনের সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।

ক্র. নং.	ইউনিট / ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারদের নাম	বিক্রয়াধীন সম্পদের বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য / খ) ইএমডি @ ১০% / গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
৮.	. ঋণগ্রহীতা(গণ): **i) মোঃ মজিদ** পিতা- প্রয়াত আব্দুল জব্বার **ii) নাহিদা খাতুন** স্বামী- মোঃ মজিদ **উভয়ের ঠিকানা:** ৪৭বি, ক্যানেল ইস্ট রোড, ফাঁসি মসজিদের কাছে, নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা ৭০০০১১ **এছাড়াও:** এফআর ২, ৪র্থ ফ্লোর, গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৮২৮, নর্থ ইস্ট ফরতাবাদ, স্কিম প্লট নং এসসি-১, ফেজ-২, গুলমোহর পার্কের ভিতরে, পোঃ- গড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৮৪ **এছাড়াও:** ৩/৪এ/এইচ/১৭, নারকেলডাঙ্গা মেইন রোড, নারকেলডাঙ্গা, ফাঁসি মসজিদের কাছে, কলকাতা-৭০০০১১।	দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিকে ৪র্থ ফ্লোরে অবস্থিত এফআর-২ নম্বরযুক্ত ১১৩২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের কমবেশি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর সাথে একতলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোর) অবস্থিত ২ নম্বর ১২০ বর্গফুট পরিমাপের একটি কার পার্কিং স্পেস এবং এর সাথে ৯.৯০ ডেসিমেল যা ০৬ কাঠা (আনুমানিক)-এর সমতুল্য পরিমাপের কমবেশি জমির উপর নির্মিত বহুতল ভবনের সাধারণ এলাকা এবং জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, যা মৌজা- বারহাঁস, ফরতাবাদ, জে.এল. নং ৪৭, আর.এস. খতিয়ান নং ৯৫, ১৭৪০, ১৭৪২, ১৭৪৩-এর আর.এস. দাগ নং ৩৯৭৩ এবং ৩৯৭৪-এর অধীনে, ফেজ-২-এ স্কিম প্লট নং এসসি-১, গুলমোহর পার্কের ভিতরে, থানা- সোনারপুর, পোঃ- গড়িয়া, কলকাতা-৭০০ ০৮৪, হোল্ডিং নং ৮২৮, উত্তর-পূর্ব ফার্তাবাদ, রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ০২৮, থানা- সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এ.ডি.এস.আর.ও. গড়িয়া-তে অবস্থিত। **সম্পত্তিটি মোঃ মজিদের নামে ২০১৮ সালের দলিল নং ১৬২৯০৪৪৩১** অনুযায়ী এ.ডি.এস.আর. গড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে বুক ১, ভলিউম ১৬২৯-২০১৮, পাতা ১৩৪৬০৬ থেকে ১৩৪৬৪০-এ নিবন্ধিত। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে)**	৫৮,৩১,০০০.০০ টাকা (আটান্ন লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ১৮.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। **পরিদর্শনের তারিখ : ২২.০৯.২০২৬ এবং ২৫.০৯.২০২৬** পরিদর্শনের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৩.০০ টা	ক) ৩৮,৩৬,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৮৩,৬০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** ৬২৯০৬ ৯২৯৬৩ ৮০০১১৯৫৮৯১

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা লিঙ্ক: https://BAANKNET.com দেখুন।
খ) ইচ্ছুক বিডার/দের পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর কাছে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর বিডার অ্যাকাউন্টে জেনারেট করা চালানের মাধ্যমে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ নিলামের তারিখের আগেই স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নম্বর 8291220220

ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ১১.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মহাকাশ গবেষণায় স্বল্পমেয়াদি মুনাফা নয়, বিশ্ব সহযোগিতা ও স্থায়িত্বই চাবিকাঠি: মোদী

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: মহাকাশে আন্তর্জাতিক তৎপরতা ও ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মধ্যে গোটা বিশ্বকে একতা, স্থায়িত্ব এবং বৈশ্বিক অংশগ্রহণের আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার প্যারিসে আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক মহাকাশ সম্মেলনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখার সময় তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমান যুগে মহাকাশের কক্ষপথগুলি ক্রমেই ভিড়ে ঠাসা হয়ে উঠছে এবং প্রযুক্তি দ্রুত শক্তিশালী হচ্ছে। এই অবস্থায় বিশ্বকে বিচ্ছিন্নতার বদলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, স্বল্পমেয়াদি লাভের বদলে স্থায়িত্ব এবং কাউকে বাদ দেওয়ার পরিবর্তে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলার পথ বেছে নিতে হবে। প্যারিসের এই গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, ভারত সর্বদা নিরাপদ, সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদি মহাকাশ ব্যবস্থার সপক্ষে। এই সার্বিক কাঠামো আন্তর্জাতিক আইন, যৌথ আলোচনা ও বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা উচিত। ভারতের নিজস্ব রূপরেখা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহাকাশ সম্পর্কিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি 'বসুধৈব কুটুম্বকম' অর্থাৎ 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত'-এর মহান ভাবনায় অনুপ্রাণিত। এই চেতনাকে কেবল পৃথিবীর সীমানায় আটকে না রেখে মহাকাশ গবেষণাতেও প্রয়োগ করা জরুরি। মহাকাশ প্রযুক্তি আজ কেবল মানুষের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপিত করছে না, বরং জলবায়ু পর্যবেক্ষণ, শস্য উৎপাদন, সমুদ্র সুরক্ষা এবং দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে সরাসরি মানবজীবনের সুরক্ষায় কাজ করছে। ভারতের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পুনর্ব্যক্ত করেন, ২০৩৫ সালের মধ্যে ভারতের নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন স্থাপন এবং ২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদের মাটিতে ভারতীয় পাঠানোর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে দেশ এগিয়ে চলেছে। পাশাপাশি, ইসরোর অভাবনীয় সাফল্যের প্রশংসা করে তিনি জানান, সাশ্রয়ী ও বৈশ্বিক মানের মহাকাশ অভিযানের জন্য ভারত আজ আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃত। এযাবৎকাল ৩৪টি দেশের ৪৩০টিরও বেশি কৃত্রিম উপগ্রহ সফলভাবে মহাকাশে পাঠিয়েছে ভারতীয় রকেট। চন্দ্রযান-৩-এর মাধ্যমে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনো প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের বিশ্বজয়ের ইতিহাস এবং সূর্য অনুসন্ধানে আদিত্য-এল১-এর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন তিনি। এর পাশাপাশি দেশে বেসরকারি মহাকাশ খাতের দ্রুত প্রসারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ফ্রান্সসহ বিশ্বের অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রগুলিকে ভারতের পরবর্তী মহাকাশযাত্রায় যৌথ অংশীদার হওয়ার সাদর আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

কাঠমাণ্ডু বিমানবন্দরে বিদেশি মুদ্রা-সহ ভারতীয় ধৃত

কাঠমাণ্ডু, ১০ সেপ্টেম্বর: বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা নিয়ে নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এক ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে নেপাল পুলিশ। ধৃতের নাম জগদীশ মোহন রাও। বিমানবন্দর নিরাপত্তা দপ্তর, গৌচরের তরফে প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, ৯ সেপ্টেম্বর রাত প্রায় ১১টা ২৪ মিনিটে ঘটনাটি ঘটে। নেপাল এয়ারলাইন্সের বিমানে কাঠমাণ্ডু থেকে ভারতের বেঙ্গালুরু যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন জগদীশ। বিমানবন্দরের এক্সরে ব্যাগেজ পরীক্ষার সময় তাঁর ব্যাগে সন্দেহজনক কিছু নজরে আসে। এরপর তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ দেশি-বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার করা হয়। বৃহস্পতিবার পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর কাছ থেকে ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ভারতীয় টাকা, ৬৩৫ চিনা ইউয়ান, ১০ মার্কিন ডলার, ১৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ভিয়েতনামি ডং এবং ১,৭০০ থাই বাত উদ্ধার হয়েছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR
GARULIA MUNICIPALITY
P.O. Garulia, Dist.- North 24 Parganas

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited by the Administraror, Garulia Municipality, P.O. Garulia, North 24 Parganas for following works under Garulia Municipality"
NIeT No.: WBMAD/ULB/GM/NIT-3/26-27
Dated: 10-09-2026
Name of The Work: Estimate for Restoration of Concrete Road for 20 (Twenty) different areas under Garulia Municipality Start date of Bid Submission (Online): **11-09-2026 at 4:30PM.** Bid Submission End Date (Online): **25-09-2026 at 4:30PM.** Details information will be available in **http://tenders.wb.gov.in.**
Sd/- **Administrator,**
Garulia Municipality

DUBRAJPUR PANCHAYAT SAMITI
DUBRAJPUR BIRBHUM
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
Tender Notice No- 08/DPS/2026(15th FC)
Memo No-468/DPS/2026
Dated-07/09/2026

Executive Officer, Dubrajpur Panchayat Samiti invites **Tenders for 14(Fourteen) nos of work closed on 16.09.2026 at 06.55 PM.** Detailed information including downloading and uploading time are available from the website wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Dubrajpur Panchayat Samiti

NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY

Administrator of Nabadwip Municipality are invited application in prescribed format from the candidates U/S 223 of West Bengal Municipal Act 1993 for empanelment of LBS-I, LBS-II (License Building Surveyor) & Architect for the year 2026-27 under Nabadwip Municipality. Details obtained from the website of Nabadwip Municipality: **www.nabadwipmunicipality.in.** Last Date of submitting ten**der 20.09.2026 up to 17:00 hours.**
Sd/- **Administrator**
Nabadwip Municipality

SHORT QUOTATION
NABADWIP MUNICIPALITY

e-Tender are invited by the Executive officer Nabadwip Municipality.
LE/NM/NIQ-1e/2026-27
ID: 2026_MAD_1041626_1
Last Date of submitting tender **18-Sep-2026 06:00 PM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Executive officer Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- **Administrator**
Nabadwip Municipality

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING e-TENDER
Memo. No.: 582/GM/PW/NIT/26, Dated: 10/09/2026
e-TENDER NO: WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-5(e)/26-27, DT:10.09.2026
Repairing work for Bituminous Road from Kalibari to Kathgola via. Jawtala at ward no.6 under Gobardanga Municipality. Tender Submission closing (On line) date: **25.09.2026 at 6.00pm.** website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Administrator**
Gobardanga municipality

SHORT QUOTATION
NABADWIP MUNICIPALITY

e-Tender are invited by the Executive officer Nabadwip Municipality.
PHC/NM/NIQ-1e/2026-27 and PHC/NM/NIQ-2e/2026-27.
ID: 2026_MAD_1041496_1, 2026_MAD_1041518_1,
Last Date of submitting tender **25.09.2026 up to 18:00 hours. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Executive officer Nabadwip Municipality in working day and gov web site http://wbtenders.gov.in this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- **Administrator**
Nabadwip Municipality

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035

The Chairman invites e-Tenders (Online) for the works of "Repairing Of Various Concrete Road and Bituminous Road at Different Wards Under Baranagar Municipality", **NIeT No: WBMAD/BM/PWD/NIT- 155(eSF)/2026-27 Dated-09.09.2026, Tender ID No. 2026_MAD_5023475_1 To 2026_MAD_5023475_11**. Bid submission of end date (Online) is **19.09.2026 up to 6.00 P.M.** And Tender ID No. **2026_MAD_5023475_12 To 2026_MAD_5023475_14.** Bid submission of end date (Online) is **25.09.2026 up to 6.00 P.M.** For details please log on to **https://tenders.wb.gov.in** and visit **www.baranagarmunicipality.org**
Sd/- Chairman

ময়দান

কোল ইন্ডিয়াকে ৫ গোল মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডুরান্ড কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হার এবং তারপর কলকাতা লিগের ডার্বিতে সিনিয়র দল নিয়েও জয় না-পাওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েছিল মোহনবাগান। সেই হতাশা কাটিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে দুরন্ত ফুটবল উপহার দিল সবুজ-মেরুন শিবির। কোল ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেন বাস্তব রায়ের ছেলেরা এবং শেষ পর্যন্ত ৫-১ গোলের বড় জয় তুলে নিয়ে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই ফিরে পেল দল এবং পরবর্তী ম্যাচগুলির জন্য ইতিবাচক বার্তা দিল মোহনবাগান। ম্যাচের শুরু থেকেই প্রতিপক্ষকে চাপে রাখে মোহনবাগান।

১৪ বছর পর দলীপ ট্রফি জিতল পূর্বাঞ্চল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ ১৪ বছরের অপেক্ষার অবসান। চেন্নাইয়ের মাঠে দক্ষিণাঞ্চলকে টপকে দলীপ ট্রফির চ্যাম্পিয়ন হল পূর্বাঞ্চল। ফাইনাল শেষ হল অমীমাংসিতভাবে, কিন্তু প্রথম ইনিংসে ৩৭২ রানের বিশাল লিডই ঈশান কিষাণের দলকে শিরোপা এনে দিল। পঞ্চম দিনে দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ৩৮৮ রান তোলার পর দুই অধিনায়কের সম্মতিতে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন আম্পায়াররা। ফাইনালে প্রথমে ব্যাট করে ৭০৮ রানের পাহাড় গড়েছিল পূর্বাঞ্চল। জবাবে দক্ষিণাঞ্চলের ইনিংস থামে ৩৩৬ রানে। অধিনায়ক তিলক বর্মা ৯৯ রান করে মাত্র ১ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া করেন। দেবদত্ত পাড্ডিকাল করেন ৬২ রান। বল হাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন শামি। ১০০তম প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৪২ রানে ২ উইকেট নেন।

খড়্গপুর ডিভিশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি নং: সিওএম/ডি-৩০/৫/পার্কিং/সিনিয়ার৬/২৬/২৫ তারিখ: ০৩.০৯.২০২৬

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়্গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, বাঁকশিমুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং টিকিয়াপাড়ায় দু'চাকার গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য পার্কিং লট-এর ই-নিলাম আহ্বান করছেন; **নিলাম ক্যাটালগ নং:** পার্কিংকেজিপি২৬-১৫, **নিলামের তারিখ:** ২৪.০৯.২০২৬, **নিলাম শুরুর সময়:** ১০:০০ টায় এবং **বন্ধের সময়:** ১০.৫০ টায়, যা https://www.ireps.gov.in/ ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আগ্রহী পক্ষ এবং ঠিকাদারদের এটি বিবেচনা করার জন্য এবং ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি বিশদ ও সম্পর্কিত তথ্যের জন্য উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটটি দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো জিজ্ঞাসা/স্পষ্টীকরণের জন্য, দয়া করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-748) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/খড়্গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O & P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly

e-Tenders are invited by the Administrator, Bhadreswar Municipality for: Memo No:- **(1) BM/PWD/E-NIT/3571/ (1-12) (2nd CALL) Date:- 10/09/2026 Tender ID:- 2026_MAD_ 1041613_1 to 2.**
Important Dates:
Bid Submission Start Date (online): **12/09/2026 & 11:00 am**
Bid Submission Closing Date (online): **18/09/2026 & 05:00 pm**
Bid Opening Date (Technical) (online): **21/09/2026 & 11:00 am**
Details may be obtained from the Municipal Office Notice Board and the following websites: **wbtenders.gov.in** and **bhadreswarmunicipality.com**

Memo No:255/HD/ICA/Advt.
Dt- 10-09-2026
Sd/- Administrator
Bhadreswar Municipality

Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O & P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly

e-Tenders are invited by the Administrator, Bhadreswar Municipality for: Memo No:- **(1) BM/PWD/E-NIT/3697/ (1-12) (1st CALL) Date:- 10/09/2026 Tender ID:- 2026_MAD_ 1041525_1 to 2026_MAD_2026_MAD_ 1041525_12**
Important Dates:
Bid Submission Start Date (online): **11/09/2026 & 11:00 am**
Bid Submission Closing Date (online): **24/09/2026 & 11:00 am**
Bid Opening Date (Technical) (online): **26/09/2026 & 12:00 pm**
Details may be obtained from the Municipal Office Notice Board and the following websites: **wbtenders.gov.in** and **bhadreswarmunicipality.com**

Memo No:254(3)/HD/ICA/Advt.
Dt- 10-09-2026
Sd/- Administrator
Bhadreswar Municipality

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR
GARULIA MUNICIPALITY
P.O. Garulia, Dist.- North 24 Parganas

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited by the Administrator, Garulia Municipality, P.O. Garulia, North 24 Parganas for following works under Garulia Municipality"
NIeT No.: WBMAD/ULB/GM/NIT-4/26-27
Dated: 10-09-2026
Name of The Work: Estimate for Restoration of Paver Block Road for 7 (Seven) different areas under Garulia Municipality Start date of Bid Submission (Online): **11-09-2026 at 4:30PM.** Bid Submission End Date (Online): **25-09-2026 at 4:30PM.** Details information will be available in **http://tenders.wb.gov.in.**
Sd/- **Administrator,**
Garulia Municipality

यूको बैंक UCO BANK

ইউকো ব্যাঙ্ক
কলকাতা মেইন রিটেল ব্রাঞ্চ (০১৯০)
১০, বি.টি.এম সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন ০৩৩ ৪৪৫৫ ৭৯৬৫/৪৪৫৫ ৭৩৩৬

প্রতি
শ্রী আয়ুষ সারৌগি

ঠিকানা - ১
শ্রী আয়ুষ সারৌগি, পিতা- শ্রী কমল সারৌগি
৫ম ফ্লোর, রুম নং ৫২২, ডায়মন্ড হেরিটেজ, ১৬ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা - ৭০০০০১।

ঠিকানা - ২
শ্রী আয়ুষ সারৌগি, পিতা- শ্রী কমল সারৌগি
বোম্বে রোড, দক্ষিণ চামরাইল, থানা - লিলুয়া, পোঃ - চামরাইল, মৌজা - ১০৫, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১১৪।

ঠিকানা - ৩
শ্রী আয়ুষ সারৌগি, পিতা- শ্রী কমল সারৌগি, পার্টনার মেসার্স শ্রী মহাবীর স্টোরস, ১৭০/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার, কলকাতা ৭০০০০৭

ঠিকানা - ৪
শ্রী আয়ুষ সারৌগি, পিতা- শ্রী কমল সারৌগি
ফ্ল্যাট ১২কে, ১২তম ফ্লোর, টাওয়ার ফোর, সরাচি গ্রিন উডস সোনাটা, রাজারহাট, নিউটাউন, কলকাতা, ৭০০১৬১, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা।

ঠিকানা - ৫
শ্রী আয়ুষ সারৌগি, পিতা- শ্রী কমল সারৌগি
গ্রাম - আড়াপাঁচ, সোনারপুর, মৌজা - ২৮, দাগ-১২৭, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫০।

বিষয় : সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে নোটিশ

মহাশয়,
আপনার অনুরোধে, আপনাকে ইউকো ব্যাঙ্ক, কলকাতা মেইন (রিটেইল) ব্রাঞ্চ, কলকাতা কর্তৃক সময়ে সময়ে, ব্যাঙ্কের অনুকূলে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা বিভিন্ন সম্পদের বিপরীতে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলির প্রাসঙ্গিক বিবরণ এবং আপনার দ্বারা সম্পাদিত সিকিউরিটি এগ্রিমেন্ট(গুলি) / নথি(গুলি) অস্থাবর সম্পদের বন্ধক ব্যতীত যথাক্রমে তফসিল 'এ' এবং 'বি'-তে বর্ণিত হয়েছে। আপনি উক্ত চুক্তি(গুলি) / নথি(গুলি)-র শর্তাবলী অনুযায়ী উক্ত আর্থিক সহায়তা পরিশোধ করার অঙ্গীকারের সাথে এই আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছেন।
আপনি এবং আপনার গ্যারান্টাররাও ব্যাঙ্কের অনুকূলে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করে টাইটেল ডিড জমা/নিবন্ধিত বন্ধকের মাধ্যমে বন্ধক তৈরি করেছেন। এই ধরনের বন্ধক সংক্রান্ত নথিগুলিও তফসিল 'বি'-তে বর্ণিত হয়েছে।
সুরক্ষিত সম্পদের প্রাসঙ্গিক বিবরণ বিশেষভাবে তফসিল 'সি'-তে বর্ণিত হয়েছে।
আপনি সময়ে সময়ে ব্যালেন্স নিশ্চিতকরণ এবং পুনরুজ্জীবন পত্র এবং অন্যান্য নথি সম্পাদনের মাধ্যমে উপরোক্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলির ক্ষেত্রে দায়ের অস্তিত্বও স্বীকার করেছেন। উপরোক্ত আর্থিক সহায়তা / ক্রেডিট সুবিধাগুলির পরিচালনা এবং আচরণ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে এবং আপনার দ্বারা আসল ঋণ এবং তার উপর সুদ পরিশোধে খেলাপি হওয়ার ফলস্বরূপ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী / নির্দেশিকা অনুসারে ঋণগুলিকে ১২-০৮-২০২৬ তারিখ থেকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনি উক্ত বকেয়া / বকেয়া দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন। অতএব, ব্যাঙ্ক এতদ্বারা উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে এই নোটিশ জারি করার মাধ্যমে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের কাছে আপনার নীচে বর্ণিত দায়গুলি সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছে। ব্যাঙ্কের কাছে আপনার বকেয়া দায়গুলি (মোট) হলো
(ক) টার্ম লোন (অ্যাকাউন্ট নং ০১৯০০৬১০০২৭১৩৪) ২,৯৭,৯৫,৮৬৩.০১ টাকা (দুই কোটি সাতানব্বই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশো তেষট্টি টাকা এবং এক পয়সা মাত্র) যার সাথে ৩০.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত চার্জ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
আপনি যদি অ্যাক্টের সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে এই নোটিশের শর্তাবলী অনুযায়ী উপরোক্ত **২,৯৭,৯৫,৮৬৩.০১ টাকা (দুই কোটি সাতানব্বই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশো তেষট্টি টাকা এবং এক পয়সা মাত্র), যা ২৭.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া** (উপরে দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী চার্জ করা সুদ), এবং উপরে বর্ণিত অতিরিক্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যাঙ্কের কাছে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) এবং উক্ত অ্যাক্টের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানের অধীনে বিস্তারিত সমস্ত বা যে কোনো অধিকার প্রয়োগ করবে।
আপনাকে আরও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন ১৩-এর শর্তাবলী অনুযায়ী আপনি ব্যাঙ্কের লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তফসিল 'সি'-তে বিস্তারিত উক্ত সুরক্ষিত সম্পদগুলি বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না।
ব্যাঙ্ক আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল ডিসকাউন্টেড, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং লেটার অফ ক্রেডিট এর পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায় থেকে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করে।
এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৮)-এর শর্তাবলী অনুযায়ী সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধক রাখা সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার আপনার অধিকার, শুধুমাত্র লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তরের জন্য সাধারণ বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে প্রকাশ্য নিলামের জন্য নোটিশ প্রকাশের তারিখ বা কোটেশন বা টেন্ডার আহ্বান করার তারিখের আগে ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচ, চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার সাপেক্ষে।
এই নোটিশটি অন্য কোনো প্রযোজ্য বিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় মনে হলে এই ধরনের অন্যান্য ব্যবস্থা বা আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই দেওয়া হলো।

তফসিল 'এ'

ক্র. নং.	ক্রেডিট সুবিধার প্রকৃতি	লিমিট	২৬-০৮-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (..... তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ)
১	প্রপার্টি লোন - টার্ম লোন এ/সি - ০১৯০০৬১০০২৭১৩৪	৩,২০,০০,০০০.০০ টাকা	২,৯৭,৯৫,৮৬৩.০১ টাকা (৩০.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত চার্জ করা সুদ)
	মোট		**২,৯৭,৯৫,৮৬৩.০১ টাকা**

তফসিল 'বি'
(সমস্ত সম্পূরক নথিপত্র এবং বন্ধক তৈরির প্রমাণকারী নথিপত্র সহ সিকিউরিটি ডকুমেন্টের বিবরণ)

ক্র. নং.	সম্পাদিত নথিপত্রের নাম (ক্যাশ ক্রেডিট)	সিকিউরিটির প্রকৃতি	সম্পাদনের তারিখ	সুরক্ষিত পরিমাণ (টাকায়)
১	ডিমান্ড প্রমিসরি নোট (এ-১)	প্রাইমারি	১১-১১-২০২৪	৩,২০,০০,০০০.০০ টাকা
২	লেটার অফ ওয়েভার (এ-৪৭)	প্রাইমারি	১১-১১-২০২৪	৩,২০,০০,০০০.০০ টাকা
৩	কম্পোজিট ডিড অফ হাইপোথিকেশন (এ-৯সি)	প্রাইমারি	১১-১১-২০২৪	৩,২০,০০,০০০.০০ টাকা
৪	টার্ম লোন এগ্রিমেন্ট (এ-১০৯)	প্রাইমারি	১১-১১-২০২৪	৩,২০,০০,০০০.০০ টাকা
৫	ডিক্লারেশন কাম আন্ডারটেকিং	প্রাইমারি	১১-১১-২০২৪	৩,২০,০০,০০০.০০ টাকা
৬	মর্টগেজ বাই ডিপোজিটিং অফ টাইটেল ডিডস	কোল্যাটারাল	১১-১১-২০২৪	৩,২০,০০,০০০.০০ টাকা

পার্ট ১
বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তি / টাইটেল ডিডসের বিবরণ
সম্পত্তি ১ শ্রী আয়ুষ সারৌগির নামে নিবন্ধিত ২০২৪ সালের কনভেয়েন্স ডিড নং ১৯০৪০৪৪৬৬ (১৯০৪০৪৪৬৬ -২০২৪)

৮২১০ বর্গফুট পরিমাপের কমার্শিয়াল সম্পত্তি (দলিল অনুযায়ী সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), যা মিলেনিয়াম মার্কেট, ইউনিট নং ৪০৩, ৪র্থ ফ্লোর, মৌজা - বাঁকড়া, জে.এল. নং ৫৫, আরএস দাগ নং - ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৯, ১৮১, ১৯৯ এবং এল.আর. দাগ নং ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯২, ১৯৪, ২১৫, পোঃ - সলপ, থানা - ডোমজুড়, বাঁকড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা - হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৪০৩-এ অবস্থিত।
সীমানা (দলিল অনুযায়ী) উত্তরে মৌজা বাঁকড়ার আরএস দাগ নং ১৭৭ এবং ১৯৯ দ্বারা; দক্ষিণে পঞ্চায়েত রাস্তা এবং মৌজা বাঁকড়ার আর.এস. দাগ নং ১৭৪, ১৮১ এবং ১৮২-এর অংশ দ্বারা; পূর্বে মৌজা বাঁকড়ার আর.এস. দাগ নং ১৯৪ এবং ১৯৫ দ্বারা; পশ্চিমে মৌজা বাঁকড়ার আর.এস. দাগ নং ১৭৩, ১৭৪ এবং ১৭৫ দ্বারা।

তারিখ : ২৮.০৮.২০২৬, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক**

यूको बैंक UCO BANK

ইউকো ব্যাঙ্ক
কলকাতা মেইন রিটেল ব্রাঞ্চ (০১৯০)
১০, বি.টি.এম সরণি, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন ০৩৩ ৪৪৫৫ ৭৯৬৫/৪৪৫৫ ৭৩৩৬

প্রতি
শ্রী আয়ুষ সারৌগি

ঠিকানা - ১
শ্রী আয়ুষ সারৌগি, পিতা- শ্রী কমল সারৌগি
৫ম ফ্লোর, রুম নং ৫২২, ডায়মন্ড হেরিটেজ, ১৬ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা - ৭০০০০১।

ঠিকানা - ২
শ্রী আয়ুষ সারৌগি, পিতা- শ্রী কমল সারৌগি
বোম্বে রোড, দক্ষিণ চামরাইল, থানা - লিলুয়া, পোঃ - চামরাইল, মৌজা - ১০৫, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১১৪।

ঠিকানা - ৩
শ্রী আয়ুষ সারৌগি, পিতা- শ্রী কমল সারৌগি, পার্টনার মেসার্স শ্রী মহাবীর স্টোরস, ১৭০/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার, কলকাতা ৭০০০০৭

ঠিকানা - ৪
শ্রী আয়ুষ সারৌগি, পিতা- শ্রী কমল সারৌগি
ফ্ল্যাট ১২কে, ১২তম ফ্লোর, টাওয়ার ফোর, সরাচি গ্রিন উডস সোনাটা, রাজারহাট, নিউটাউন, কলকাতা, ৭০০১৬১, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা।

ঠিকানা - ৫
শ্রী আয়ুষ সারৌগি, পিতা- শ্রী কমল সারৌগি
গ্রাম - আড়াপাঁচ, সোনারপুর, মৌজা - ২৮, দাগ-১২৭, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫০।

বিষয় : সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে নোটিশ

মহাশয়/মহাশয়া,
আপনার অনুরোধে, আপনাকে ইউকো ব্যাঙ্ক, কলকাতা মেইন (রিটেইল) ব্রাঞ্চ, কলকাতা কর্তৃক সময়ে সময়ে, ব্যাঙ্কের অনুকূলে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা বিভিন্ন সম্পদের বিপরীতে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলির প্রাসঙ্গিক বিবরণ এবং আপনার দ্বারা সম্পাদিত সিকিউরিটি এগ্রিমেন্ট(গুলি) / নথি(গুলি) অস্থাবর সম্পদের বন্ধক ব্যতীত যথাক্রমে তফসিল 'এ' এবং 'বি'-তে বর্ণিত হয়েছে। আপনি উক্ত চুক্তি(গুলি) / নথি(গুলি)-র শর্তাবলী অনুযায়ী উক্ত আর্থিক সহায়তা পরিশোধ করার অঙ্গীকারের সাথে এই আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছেন।
আপনি এবং আপনার গ্যারান্টাররাও ব্যাঙ্কের অনুকূলে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করে টাইটেল ডিড জমা/নিবন্ধিত বন্ধকের মাধ্যমে বন্ধক তৈরি করেছেন। এই ধরনের বন্ধক সংক্রান্ত নথিগুলিও তফসিল 'বি'-তে বর্ণিত হয়েছে।
সুরক্ষিত সম্পদের প্রাসঙ্গিক বিবরণ বিশেষভাবে তফসিল 'সি'-তে বর্ণিত হয়েছে।
আপনি সময়ে সময়ে ব্যালেন্স নিশ্চিতকরণ এবং পুনরুজ্জীবন পত্র এবং অন্যান্য নথি সম্পাদনের মাধ্যমে উপরোক্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলির ক্ষেত্রে দায়ের অস্তিত্বও স্বীকার করেছেন। উপরোক্ত আর্থিক সহায়তা / ক্রেডিট সুবিধাগুলির পরিচালনা এবং আচরণ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে এবং আপনার দ্বারা আসল ঋণ এবং তার উপর সুদ পরিশোধে খেলাপি হওয়ার ফলস্বরূপ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী / নির্দেশিকা অনুসারে ঋণগুলিকে ১২-০৮-২০২৬ তারিখ থেকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনি উক্ত বকেয়া / বকেয়া দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন। অতএব, ব্যাঙ্ক এতদ্বারা উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে এই নোটিশ জারি করার মাধ্যমে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কের কাছে আপনার নীচে বর্ণিত দায়গুলি সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছে। ব্যাঙ্কের কাছে আপনার বকেয়া দায়গুলি (মোট) হলো :
(ক) টার্ম লোন (অ্যাকাউন্ট নং ০১৯০০৬১০০২৭১৬৫) ২,৮০,১৯,৮৩৫.৮৫ টাকা (দুই কোটি আশি লক্ষ উনিশ হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ টাকা এবং পঁচাশি পয়সা মাত্র) যার সাথে ২১.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত চার্জ করা সুদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
আপনি যদি অ্যাক্টের সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে এই নোটিশের শর্তাবলী অনুযায়ী উপরোক্ত **২,৮০,১৯,৮৩৫.৮৫ টাকা (দুই কোটি আশি লক্ষ উনিশ হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ টাকা এবং পঁচাশি পয়সা)** যার সাথে ২১.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত চার্জ করা সুদ এবং উপরে বর্ণিত অতিরিক্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যাঙ্কের কাছে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) এবং উক্ত অ্যাক্টের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানের অধীনে বিস্তারিত সমস্ত বা যে কোনো অধিকার প্রয়োগ করবে।
আপনাকে আরও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন ১৩-এর শর্তাবলী অনুযায়ী আপনি ব্যাঙ্কের লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তফসিল 'সি'-তে বিস্তারিত উক্ত সুরক্ষিত সম্পদগুলি বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না।
ব্যাঙ্ক আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল ডিসকাউন্টেড, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং লেটার অফ ক্রেডিট এর পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায় থেকে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করে।
এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৮)-এর শর্তাবলী অনুযায়ী সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধক রাখা সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার আপনার অধিকার, শুধুমাত্র লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তরের জন্য সাধারণ বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে প্রকাশ্য নিলামের জন্য নোটিশ প্রকাশের তারিখ বা কোটেশন বা টেন্ডার আহ্বান করার তারিখের আগে ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচ, চার্জ, ব্যয় ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার সাপেক্ষে।
এই নোটিশটি অন্য কোনো প্রযোজ্য বিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় মনে হলে এই ধরনের অন্যান্য ব্যবস্থা বা আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই দেওয়া হলো।

তফসিল 'এ'

ক্র. নং.	ক্রেডিট সুবিধার প্রকৃতি	লিমিট	২৬-০৮-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া (..... তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ)
১	প্রপার্টি লোন - টার্ম লোন এ/সি- ০১৯০০৬১০০২৭১৬৫	৩,০৫,০০,০০০.০০ টাকা	২,৮০,১৯,৮৩৫.৮৫ টাকা (২১.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত চার্জ করা সুদ)
	মোট		**২,৮০,১৯,৮৩৫.৮৫ টাকা**

তফসিল 'বি'
(সমস্ত সম্পূরক নথিপত্র এবং বন্ধক তৈরির প্রমাণকারী নথিপত্র সহ সিকিউরিটি ডকুমেন্টের বিবরণ)

ক্র. নং.	সম্পাদিত নথিপত্রের নাম (ক্যাশ ক্রেডিট)	সিকিউরিটির প্রকৃতি	সম্পাদনের তারিখ	সুরক্ষিত পরিমাণ (টাকায়)
১	ডিমান্ড প্রমিসরি নোট (এ-১)	প্রাইমারি	২৫-১১-২০২৪	৩,০৫,০০,০০০.০০ টাকা
২	লেটার অফ ওয়েভার (এ-৪৭)	প্রাইমারি	২৫-১১-২০২৪	৩,০৫,০০,০০০.০০ টাকা
৩	কম্পোজিট ডিড অফ হাইপোথিকেশন (এ-৯সি)	প্রাইমারি	২৫-১১-২০২৪	৩,০৫,০০,০০০.০০ টাকা
৪	টার্ম লোন এগ্রিমেন্ট (এ-১০৯)	প্রাইমারি	২৫-১১-২০২৪	৩,০৫,০০,০০০.০০ টাকা
৫	ডিক্লারেশন কাম আন্ডারটেকিং	প্রাইমারি	২৫-১১-২০২৪	৩,০৫,০০,০০০.০০ টাকা
৬	মর্টগেজ বাই ডিপোজিটিং অফ টাইটেল ডিডস	কোল্যাটারাল	২৫-১১-২০২৪	৩,০৫,০০,০০০.০০ টাকা

পার্ট ১
বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তি / টাইটেল ডিডসের বিবরণ
শ্রী আয়ুষ সারৌগির নামে নিবন্ধিত ২০২৩ সালের কনভেয়েন্স ডিড নং ১৯০৪১০৮৪৪ (১৯০৪১০৮৪৪-২০২৩)

২৮৭৪ বর্গফুট পরিমাপের (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমার্শিয়াল সম্পত্তি, যা হাই-টেক চেম্বার ভবনের ষষ্ঠ তলায় (৬ষ্ঠ ফ্লোর), প্রাঙ্গণ নং ৮৪/১বি, তোপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৫৯, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৪৬-এ অবস্থিত।
সীমানা (দলিল অনুযায়ী) উত্তরে প্রাঙ্গণ নং ৮৬বি তোপসিয়া রোড (দক্ষিণ) ওরিয়েন্টাল লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ দ্বারা; দক্ষিণে তোপসিয়া রোড (দক্ষিণ) পূর্বে পার্ক সার্কাস কানেক্টর দ্বারা; পূর্বে প্রাঙ্গণ নং ৮৪/২ এবং ৮৬/১ তোপসিয়া রোড (দক্ষিণ) দ্বারা; পশ্চিমে সাধারণ প্যাসেজ এবং ফাঁকা জমি দ্বারা।

তারিখ : ২৮.০৮.২০২৬, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউকো ব্যাঙ্ক**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-NIQ No. WBPWD/AE-NSESD/NIT 86/2026-27; Tender ID- 2026_WBPWD_5022943_11. Name of Work: SITC of new Air conditioning machines at the office of the Honable MOS and PS, Labour Department, Govt. of WB at A block, 12th floor of New Secretariat Building, Kolkata-700001. Bid Submission End Date: 22/09/2026 up to 1-00 p.m. Website:- https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., New Secretariat Electrical Sub-Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01

ICA- T17583(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Name of work: "SITC of AC machines and allied Electrical Installation work at Labour room of Baghajatin State General Hospital, Jadavpur." Vide Tender ref. no. WBPWD/AE/SKHESD-I/NIQ-03/26-27 (2nd Call) and Tender ID.: 2026_WBPWD_5018909_1. All terms and conditions of NIQ and BOQ are remain unchanged except following dates: Last date of submission will be on 18/09/2026 up to 12:00 PM. Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte.

ICA- T17557(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
Name of work: "SITC of AC machines and allied Electrical Installation work at G and O Operation Theatre of Baghajatin S.G. Hospital." Vide Tender ref. no. WBPWD/AE/SKHESD-I/NIQ-06/26-27 (2nd Call) and Tender ID.: 2026_WBPWD_5019212_1. All terms and conditions of NIQ and BOQ are remain unchanged except following dates: Last date of submission will be on 18/09/2026 up to 12:00 PM. Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte.

ICA- T17556(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIT and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 22/09/26 upto 12:00 Noon instead of 09/09/26 and bid opening date will be on 24/09/26 at 12:00 Noon instead of 11/09/26 at 12:00 Noon for "Replacement of Window type Air Conditioner machines at different O.Ts of Vidyasagar SGH, Behala, South 24 Parganas." vide Tender ID- 2026_WBPWD_5019622_1 invited by the E.E.-II, KSHED, PW Dte. All documents can be seen/obtained from the websites https://tenders.wb.gov.in/ www.pwdwb.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.

ICA- T17518(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tender DATE CORRIGENDUM is invited by the undersigned for the work "Renovation works related to the electrical installations and allied wirings in the Commissioner's Office Chamber, in the office building of the West Bengal State Election Commission, Rawdon Street, Kolkata-700717." e-Tender No: WBPWD/AE/49/PR/T/KCESD/I of 2026-27 and Tender ID: 2026_WBPWD_5019930_1. Documents Submission end date 16.09.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub-Division-I

ICA- T17594(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Office of the Assistant Engineer, South 24 Pgs Mechanical Sub Division, P W (Roads) Directorate invites quotations for the Supply of Non-AC Motor Cab/ Maxi Cab with Engine capacity less than or equal to 2000 C.C. on hire basis. Ref : NIQ No. 44 of 2026-2027 of AE, SOUTH 24PGS MSD, PWR and Tender Id: 2026_WBPWD_5023151_1 Date: 09.09.2026. Bid submission start date 14.09.2026 at 10 :30 A.M. Bid submission Last date up to 26.09.2026 at 12:30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, South 24 Pgs. Mech. Sub Division PW (Roads) Directorate.

ICA- T17520(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DIRECTORATE OF PUBLIC HEALTH ENGINEERING
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, RESOURCES DIVISION
JANASASTHYA KARIGARI BHAWAN (NIJALAYA), 2ND FLOOR, CN-8, SECTOR-V, BIDHANNAGAR, KOLKATA-700091
Corrigendum-II for NOTICE INVITING E-TENDER
NO. EOI CUM RFP NO. WBPHED/EE/RS/e 01/2026-2027
Tender ID: 2026_PHED_1038313_1
Setting up of State Project Management Unit (SPMU), PHE Department, West Bengal under Jal Jeevan Mission 2.0. Bid Submission closing date: 21/09/2026 upto 4-00 pm instead of 14/09/2026 upto 4-00 pm. Date of opening of Tender date: 23/09/2026 at 4-00 pm instead of 16/09/2026 at 4-00 pm. For detail Log on to: www.tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Resources Division, Public Health Engineering Directorate, Govt. of West Bengal

ICA- T17613(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Tender
NIeT No. WBPWD/AE/CKHSD_II/ NIeT_15/2026–2027
A.E., Central Kolkata Health Sub-Division – II, P.W.D invites online tender for the work : "**Dr. R. Ahmed Dental College & Hospital** – Urgent work of rubbish removal, jungle cutting & site cleaning at the vacant land premises, behind the ticket counter of New building Campus, during the year 2026-2027 and other one work." TENDER ID: 2026_WBPWD_5022941_1 & 2. Bid proposal Submission Closing/end date : 25-09-2026 up to 3:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details may be obtained from : **http:tenders.wb.gov.in** Sd/- A.E., Central Kolkata Health Sub-Division – II, P.W.D., Kolkata – 14.

ICA- T17548(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-TENDER No.: WBPWD / KWD / EE-I / NIT-36 / 26-27. E-tender under jurisdiction of Kolkata West Division, PWD is invited from bonafied outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online): 15.09.2026 from 1.00 P.M. Bid Submission Closing Date (Online): 29.09.2026 at 1.00 P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5023296_1. Corrigendum if any will be published in e-tender site and PWD website. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app Sd/-Executive Engineer-I, PWD, Kolkata West Division, N.S. Building.

ICA- T17623(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIQ is invited by the Assistant Engineer P.W.D.Dhanadhanya Electrical Sub-Division. eNIQ No. WBPWD/AE-DDESD/e-NIQ - 73 Q/2026-27 Memo No: 576 Date: 19/08/2026. Tender ID: 2026_WBPWD_5019269_1 Name of Work: Special repairing of existing Fire Detection System at Soujanya, Judges Court Road, Alipore. Last Date of bid submission: 22/09/2026 instead of 08/09/2026. Intending bidder may download the Quotation documents from the website: wbpwd.gov.in / tenders.wb.gov.in Sd/- S.K.Das. Assistant Engineer, PWD Dhana Dhanya Electrical Sub-Division

ICA- T17551(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Sealed tender is here by invited from the Assistant Engineer, PWD, Electrical Construction Sub-Division, Jadavpur, Kolkata-32 for the Work of "Replacement of 5 (five) nos. of old and unsafe Air Conditioners installed in the room of Deputy Secretary, Question Paper Cell at 9th floor and Conference room at 4th floor of PSC, WB with new ones." having notice inviting Percentage Rate e-TENDER No. WBPWD/AE-ECSD/e-NIQ-03/2026-27, Tender ID:- 2026_WBPWD_5023107_1. Bid submission start date (online): 14.09.2026 from 6:00 P.M. Bid submission closing date (online): 22.09.2026 upto 2.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://wbtenders.gov.in Sd/- AE/ECSD, PWD.

ICA- T17590(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
NO:- WBPWD/AE/NKHSD-I/NIeQ-02/26-27. 1. Dr. Bidhan Chandra Roy Multispecialty Hospital (SLSDH) Salt Lake----- Periodical Maintenance for Fire Water Pumps & accessories (inside the Pump House) through comprehensive maintenance contract including inspection of hydrant network, during the year 26-27. Tender ID - 2026_WBPWD_5023092_1. 2. Dr. B.C. Roy PGIPS (Beliaghata & Phoolbagan campus)----- Periodical Maintenance for Fire Water Pumps & accessories (inside the Pump House) through comprehensive maintenance contract including inspection of hydrant network, during the year 26-27. Tender ID - 2026_WBPWD_5023092_2. 3. ID & BG Hospital Beliaghata----- Periodical Maintenance for Fire Water Pumps & accessories (inside the Pump House) through comprehensive maintenance contract including inspection of hydrant network, during the year 26-27. Tender ID - 2026_WBPWD_5023092_3. ** Documents download start date (Online):- 10/09/2026 from 09.00 A.M. ** Bid proposal submission start date (Online):- 10/09/2026 from 10.00 A.M. **Bid proposal Submission Closing/end date (Online):- 21/09/2026 up to 12.00 P.M. ** Date and time of opening of Technical Proposals (online):- 23/09/2026 up to 12.10 P.M. Details shown in www.pwdwb.in Sd/- Assistant Engineer (PWDte.) North Kolkata Health Sub-Division-I.

ICA- T17554(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
NO:- WBPWD/AE/NKHSD-I/NIeT-05/26-27
1. ID & BG Hospital, Beliaghata- Periodical Tank cleaning of all the Building of Hospital premises including other allied sanitary & plumbing works, during the year 26-27. Tender ID- 2026_WBPWD_5022949_1. 2. Dr. B.C Roy PGIPS, phoolbagan and Beliaghata- Periodical Tank cleaning of all the Building of Hospital premises including other allied sanitary & plumbing works, during the year 26-27. Tender ID- 2026_WBPWD_5022949_2. ** Documents download start date (Online) :- 09/09/2026 from 09:00 A.M. ** Bid proposal submission start date (Online) :- 09/09/2026 from 10:00 A.M. ** Bid proposal Submission Closing/end date (Online) :- 18/09/2026 up to 12:00 P.M. ** Date and time of opening of Technical Proposals (online) :- 21/09/2026 up to 12:10 P.M. Remarks :- The work is related to emergency of the Hospital Campus. Details shown in **www.pwdwb.in** Sd/- Assistant Engineer (PW Dte.), North Kolkata Health Sub-Division-I.

ICA- T17561(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্নার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

শুক্রবার • ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ • পেজ ৮

ভিন্ন সময়রেখার প্রশংসিত এবং বিতর্কিত নাটকের গল্পে বড় পর্দায় সৃজিত মুখার্জি

উইঙ্কল টুইঙ্কল

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

হ্যালির ধূমকেতুর মতোই ফিরে এলেন সব্যসাচী সেন, হ্যাঁ 'উইঙ্কল-টুইঙ্কল' নামে বিতর্কিত সেই নাটকের বিপ্লবী কমরেড সব্যসাচী সেনের কথাই বলছি। সেই যে ভারতবর্ষে শেষবারের মত জারি হওয়া জরুরি অবস্থা-সালটা বোধ হয় ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ এর মাঝামাঝি সময়, ঠিক সেই সময় একরকম হারিয়েই গিয়েছিলেন আদ্যোপান্ত কমিউনিজমের আদর্শে অনুপ্রাণিত কমরেড সব্যসাচী সেন। রাজ্যে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টের সরকার তৈরি হলেও কোনরকম খোঁজ মেলেনি এই লড়াকু বামপন্থী কর্মীর। ধরে নেওয়া যেতেই পারে তিনি মৃত, কারণ সেই সময় পুলিশ যেভাবে তাকে ধাওয়া করে গুলি চালিয়েছিল, সেক্ষেত্রে তার মৃত্যু হওয়াটা অস্বাভাবিক কোন বিষয় ছিল না। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছিল, পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ মানুষজন ধরেই নিয়েছিলেন কমরেড সব্যসাচী সেন আর বেঁচে নেই। কিন্তু দ্বন্দ্বের শুরু ঠিক তখনই, যখন ১৯৭৬ মাথায় নিয়ে হারিয়ে যাওয়া কমরেড সব্যসাচী সেন ২৬ বছর পর ২০০২ সালে একেবারে সশরীরে আবারও ফিরে এলেন।ফিরে এলেন নিজের অঞ্চলে, নিজের পাড়ায়,নিজের পরিবারে। ফিরে এসে দেখলেন বদলে গেছে-সবকিছুই কেমন যেন বদলে গেছে। বদলে গেছে সমাজ,বদলে গেছে আদর্শ,বদলে গেছে চিন্তা চেতনা,বদলে গেছে তার পরিবার। আজীবন বামপন্থার মতাদর্শে দীক্ষিত মানুষটি, যিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, পৃথিবীতে যতদিন দারিদ্র আছে, বৈষম্য আছে ঠিক ততদিন এই কমিউনিজমের মতবাদের প্রাসঙ্গিকতা থাকবে। তার সেই বিশ্বাসে আঘাত হানে রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়ার পক্ষে থাকা রাজনৈতিক দল করা তারই নিজের ছেলে ইন্দ্র। মস্কোর ক্রেমলিন দুর্গের লাল পতাকা আর পতপত করে ওড়ে না, সোভিয়েত ইউনিয়ন আর অখন্ড নেই এই কথাগুলিকে বিশ্বাস করতে পারেন না কমরেড সব্যসাচী সেন। তিনি এখনো বিশ্বাস করেন দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ এবং রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়, অর্থমন্ত্রী শংকর ঘোষ। শচীন নামে তিনি একজনকেই চেনেন, তিনি প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শচীন দেব বর্মন। বিশ্বায়নের অর্থনীতির কোন মানেই বোঝেন না তিনি। সমাজবাদের পক্ষে মানব মুক্তির জন্য যে বিপ্লব করতে গিয়ে, তাকে এক সময় জেলবন্দী থাকতে হয়েছিল, সেই বিপ্লব আজ প্রায় অপ্রাসঙ্গিক, মানুষ এখন প্রচলিত সিস্টেমের সাথে অনেক বেশি বেশি করে মানিয়ে নিয়ে সুখী থাকতে ব্যস্ত। সমাজবাদ আজ অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে ভোগবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে।সব্যসাচী সেনের স্ত্রী কমরেড রাজলক্ষ্মী বদলে না গেলেও আজ অনেকটাই বুড়িয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। মেয়ে অনেকটাই দ্বিধাগ্রস্থ, ছেলে ইন্দ্র রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া তোলা কংগ্রেসের অংশবিশেষ থেকে তৈরি হওয়া নতুন দলে নাম লেখানো এবং করে খাওয়ার পক্ষে থাকা এক নব্যযুবক। স্বাভাবিকভাবেই সে মেনে নিতে পারেনা, সারা জীবন কমিউনিজমের আদর্শকে বুকে সযত্নে লালন করা তার বাবার এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তন। এরপর চিত্রনাট্যে জাঁকিয়ে বসে চরম মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং নিজের ছেলে ও একসময়ের সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সব্যসাচী সেনের মতবিরোধ। সংঘাত শুরু হয় ১৯৭৬ এর সঙ্গে ২০০২ এর। মূল গল্পটি লিখেছিলেন নাট্যকার ব্রাত্য বসু। দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'উইঙ্কল-টুইঙ্কল' নাটকটি বহুবার মঞ্চস্থ হয় এবং জাতীয় নাট্য উৎসবে যথেষ্ট প্রশংসাও পায়। নাটকটি কে নিয়ে বিতর্কও চলে বহু ক্ষেত্রে, কিন্তু সে তো সেই ২০০২ সালের বিষয়। বর্তমানে সেই নাটকটির নাম অপরিবর্তিত রেখে এবং গল্পের মূল বিষয়বস্তুকে একই রেখে এবং কিছু চলচ্চিত্রপযোগী পরিবর্তন করে নতুন করে চিত্রনাট্য লিখেছেন সৃজিত মুখার্জি এবং পদ্মনাভ দাশগুপ্ত। গত চৌঠা সেপ্টেম্বর ২০২৬ বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে সৃজিত মুখার্জির পরিচালনায় 'উইঙ্কল-টুইঙ্কল' ছবিটি। ছবির নাম ভূমিকায় অর্থাৎ কমরেড সব্যসাচী সেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। অভিনেতার অসম্ভব পারদর্শিতা এবং অভিনয় দক্ষতা দিয়ে চরিত্রের মধ্যে ঢুকে গিয়ে, নিজেই সেই চরিত্রটি হয়ে ওঠার যে দুরুহ কাজ তা তিনি অনায়াসেই সাবলীলভাবে আবারও ফুটিয়ে তুলেছেন এই ছবিতেও। একেই বোধহয় বলা হয় চরিত্র যাপন। ঠিক একজন জাদুকরের মতই এই কাজটি তিনি সম্পন্ন করেছেন। তার সঙ্গে যোগ্য সঙ্গতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও, অনেকটাই ম্রিয়মাণ লেগেছে সব্যসাচী সেনের ছেলে ইন্দ্রের ভূমিকায় পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের পারফরমেন্স কে। পরমপত্র চট্টোপাধ্যায়ও একজন যথেষ্ট ভালো অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও ঋত্বিক চক্রবর্তীর সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে পারফরমেন্সের দিক থেকে এই কথা অবশ্যই বলা যায়। স্ত্রী রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে অনুসূয়া মজুমদার স্বাভাবিক এবং সাবলীল। একই ফ্রেমে যৌথ অভিনয়ের দৃশ্যগুলিতে ঋত্বিক চক্রবর্তী সঙ্গে তার পারফরমেন্সও অসাধারণ। চিত্রনাট্যের ফ্ল্যাশব্যাকে যুবতী রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে সোহিনী সরকারও যথাযথ। সব্যসাচী সেনের মেয়ের ভূমিকায় সাবলীল অভিনয় করেছেন অঙ্গনা রায়। দেবেশ চট্টোপাধ্যায় এবং ও রজতাভ দত্ত এই দুই শিল্পী মূল নাটকটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তারা এখানেও এই ছবিতেও আছেন, ভিন্ন রূপে ভিন্ন দায়িত্বে তারাও যথাযথ এবং সচ্ছন্দ। তবে এই ছবি মূলত ঋত্বিকময়,বস্তুত ঋত্বিকময় হয়েই থেকে গেছে। নাটক তো মূলত সংলাপ নির্ভর হয়েই সৃষ্টি হয়, আর সেই নাটক থেকে যখন চলচ্চিত্র নির্মাণের ভাবনা আসে, তখন নাটকের মূল থিম কে বজায় রেখে সংলাপ গুলিকে আরও ক্ষুরধার এবং সময়োপযোগী করে তুলতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ছবিটির চিত্রনাট্য এবং সংলাপ লিখে অত্যন্ত পারদর্শিতার সাথে সেই দুরূহ কাজটি সম্পাদন করেছেন ছবির পরিচালক সৃজিত মুখার্জি এবং পদ্মনাভ দাসগুপ্ত। ছবিতে ভিন্ন টাইমলাইনের উপর কাজ করা পরিচালক সৃজিত মুখার্জির রীতিমতো অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ছবির ভিন্ন টাইমলাইনের চলচ্চিত্রোপযোগী দৃশ্যায়নের ক্ষেত্রে, এ ছবির সিনেমাটোগ্রাফার ইন্দ্রনাথ মারিক এবং কালারিস্ট দেবজ্যোতি ঘোষের কাজ অসাধারণ। প্রবুদ্ধ ব্যানার্জীর আবহ বিতর্কিত নাটকের এই ছবিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। এই ছবির জন্য সংগীত করেছেন তমালিকা গোলদার। ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশন এবং রাজশ্রী প্রোডাকশন এর ব্যানারে ছবিটি বড়পর্দায় মুক্তি পেয়েছে।

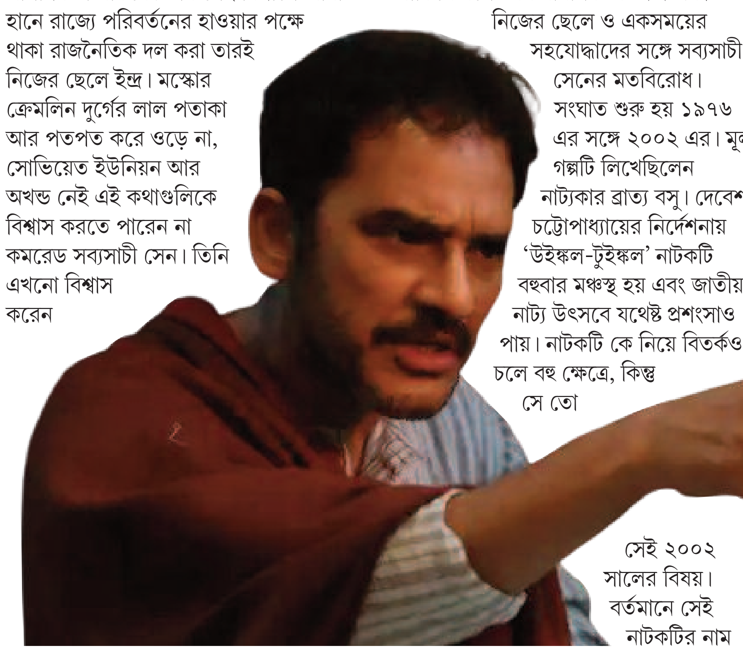

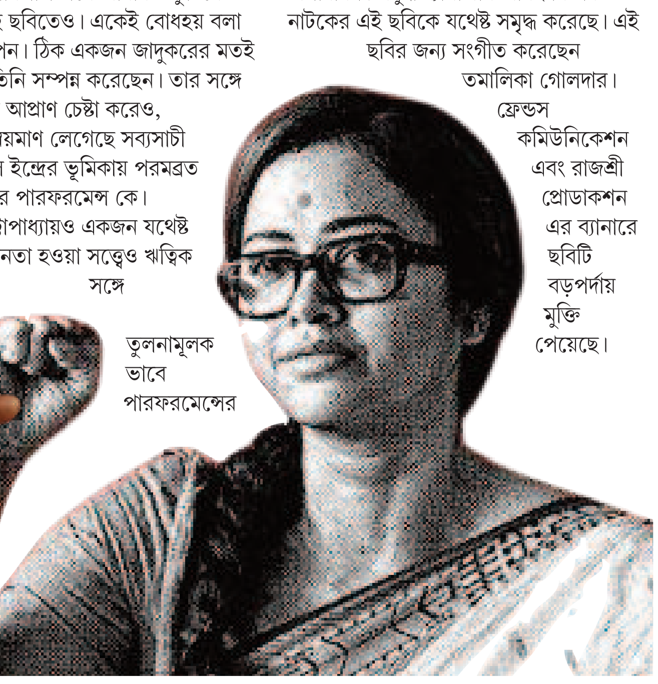

মহানায়ক!

শতবর্ষেও অমলিন ম্যাজিক

দেবাঞ্জন

বাঙালির ড্রয়িংরুমের আড্ডা হোক বা কফি হাউসের তুমুল তর্ক; একটি নাম আজও যেকোনো প্রজন্মের কাছে এক অমোঘ জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে। তিনি অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, আপামর বাঙালির চিরন্তন 'মহানায়ক' উত্তম কুমার। ৩ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মশতবর্ষে পদার্পণ করেছে বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, সময়ের কাঁটা ১০০ বছর পেরিয়ে গেলেও বাঙালির মননে আজও তাঁর সেই ভুবনভোলানো হাসি, রোমান্টিক চাহনি আর আভিজাত্যে মোড়া ব্যক্তিত্বের রাজত্ব বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। সাদাকালো যুগে বাংলা সিনেমার যে সুবর্ণ অধ্যায় রচিত হয়েছিল, তার অবিসংবাদিত সম্রাট ছিলেন উত্তম। সুচিত্রা সেনের সঙ্গে তাঁর জুটি আজও সেলুলয়েডের ইতিহাসে রোমান্সের শেষ কথা। 'সপ্তপদী', 'হারানো সুর' বা 'পথে হল দেরি'-র মতো ছবিতে তাঁদের সেই রসায়ন আজও বাঙালির প্রেম নিবেদনের চূড়ান্ত ব্যাকরণ। তবে উত্তম কুমার কেবল একজন রোমান্টিক 'ম্যাটিনি আইডল'-এর ফ্রেমে বন্দি ছিলেন না। সত্যজিৎ রায়ের মতো কিংবদন্তি পরিচালক তাঁর অসীম সম্ভাবনাকে নিখুঁতভাবে পর্দায় তুলে ধরেছিলেন 'নায়ক' এবং 'চিড়িয়াখানা'-র মতো ছবিতে। একজন আদ্যোপান্ত তারকার গ্ল্যামারাস খোলস ছেড়ে বেরিয়ে অরিন্দম মুখোপাধ্যায় বা ব্যোমকেশ বক্সীর মতো জটিল মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রে তিনি যে পরিমিত অভিনয় দক্ষতার ছাপ রেখেছিলেন, তা আজও ভারতীয় চলচ্চিত্রে আক্ষরিক অর্থেই পাঠ্য। শুধু রোমান্স বা থ্রিলার নয়, 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি', 'স্ত্রী' কিংবা 'বাঘবন্দী খেলা'-র মতো ছবিতে একেবারে ভিন্ন মেরুর চরিত্রেও তিনি নিজেকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়েছেন। আভিজাত্য, ফ্যাশন সেন্স এবং সহজাত অভিনয় ক্ষমতার এমন দুর্লভ সংমিশ্রণ বাংলা সিনেমায় আর দ্বিতীয়টি আসেনি। প্রযুক্তি বদলেছে, সিঙ্গল স্ক্রিনের জায়গা নিয়েছে মাল্টিপ্লেক্স আর ওটিটির স্মার্ট পর্দা। কিন্তু বাঙালির রোমান্টিসিজমের যে ক্যানভাস উত্তম কুমার নিজের হাতে রাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তা আজও অমলিন। জন্মশতবর্ষের এই আবেগঘন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়; উত্তম কুমার শুধু অতীতের ধুলোমাখা নস্টালজিয়া নন, তিনি বাঙালির সংস্কৃতির এক চিরস্থায়ী এবং জীবন্ত বর্তমান। শতবর্ষ পেরিয়েও তিনি আমাদের এক এবং অদ্বিতীয় মহানায়ক।

খোলা হাওয়া আর কাজল চোখে মিশে থাকুক রবীন্দ্রনাথের আভিজাত্য

শুভজিৎ বসাক

সময়ের প্রেক্ষাপটকে চিনতে এবং তার অন্তর্নিহিত সুরকে অনুভব করতে পারাটা পরম জরুরি। ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিঃসন্দেহে আমাদের মূল ভিত্তি, কিন্তু নতুন সময়ের জোয়ারে সেই ঐতিহ্যকে মেলাতে না পারলে সময়ের স্বাভাবিক নিয়মেই তা ধূলিমলিন হয়ে যায়। এই নতুন সময়টি মূলত বর্তমান যুবসমাজ ও শিক্ষার্থীদের। প্রবীণ প্রজন্মের দিকনির্দেশনা যেমন তাদের প্রয়োজন, তেমনই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও আধুনিকতার নিজস্ব ছন্দে জীবনকে পরিচালনা করার অধিকারও তাদের রয়েছে। নতুন প্রজন্মের এই চাওয়াকে অস্বীকার করলে সুমেরীয় সভ্যতার মতো আজকের আধুনিক সভ্যতাও যে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এই সত্যটি হয়তো এত স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যেত না, যদি না বছর দুয়েক আগে বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন শাসনতন্ত্রের পতন ঘটত। সেই আন্দোলনের তরঙ্গ এসে পড়েছিল ভারত-বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের ওপরও। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের কুবুদ্ধি যদি ভারত বর্ষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট না করত, তবে হয়তো এই ভূখণ্ডকে বারবার খণ্ডিত হতে হতো না।

ইতিহাসের সেই গুরুগম্ভীর আলোচনা থেকে বর্তমানে ফেরা যাক। যখন বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলন বিশ্বজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি করল, তখন সভ্য সমাজ বাকরুদ্ধ হয়ে দেখেছিল আন্দোলনকে আড়াল করে কীভাবে একদল চরমপন্থীর আক্রোশ গিয়ে পড়ল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর। কবিগুরুকে স্বশরীরে না পেয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত তাঁর ভাস্কর্য ভাঙচুর করা হলো। অত্যন্ত সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে তাঁকে কেবল 'ভারতের কবি' হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চলল। আক্ষেপের বিষয় এটাই যে, বিশ্ববাসী যে বরেণ্য ব্যক্তিত্বকে 'বিশ্বকবি'র আসনে বসিয়েছে, তাঁকে কীভাবে কেবল একটি ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ করা যায়! কেবল তাঁর প্রতিমাতেই আঘাত করা হয়নি, বাংলা ভাষায় তাঁর অমর সৃষ্টিকে অবমাননা করে জাতীয় সংগীত বদলে ফেলার দাবিও তোলা হয়েছিল।

তবে সময়ের চাকা থেমে থাকে না। সেই উত্তাল পরিস্থিতি আজ অনেকটাই থিতু হয়েছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বাংলা ভাষার ওপর যে অগাধ অধিকার এবং মুদ্রণ থেকে নাট্যকলা; সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের যে নিত্যনতুন স্বকীয় প্রকাশ, তা সত্যিই ঈর্ষণীয়। তাদের সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার শুনলে মনে হয়, যে বাংলা ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে বলে আমরা এপার বাংলায় আক্ষেপ করি, তা সেখানে আজও অক্ষত ও উদীয়মান। তবে ওই অস্থির সময়ে শিল্পীরা তাঁদের সৃজনশীলতায় কিছুটা সাবধানী পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সম্প্রতি সে দেশের একটি নাটকে মাহতিম শাকিব ও রুমি রুসার কণ্ঠে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের 'তোমার খোলা হাওয়া' গানটির আধুনিক উপস্থাপন আমাদের পুনরায় আশান্বিত করে। এই গানটি কেবল আবেগের সঞ্চার করে না, বরং ওপার বাংলার পরিবর্তিত ও স্থিতিশীল সাংস্কৃতিক রূপটিকে প্রকাশ করে প্রমাণ করে দেয়; রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের বঙ্গভূমিতে আজও স্বমহিমায় অমলিন। সীমানা দিয়ে রাজনৈতিকভাবে বঙ্গভূমিকে টুকরো করা গেলেও, বিস্তৃত এই বাংলায় রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা চরম অবোধের কাজ ছাড়া কিছু নয়। তাঁর সমস্ত সৃষ্টি এই বাংলার ধূলিকণায় মিশে আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সুদূরপ্রসারী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তা অনস্বীকার্য। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতে আধুনিকতার উপাদান এতটাই গভীরে প্রোথিত, যা মানব সভ্যতার শেষ দিন পর্যন্ত রসদ জুগিয়ে যাবে। তবুও যুগের প্রয়োজনে স্বাদের বদল ঘটে। গৌরবান্বিত অতীত থাকবেই, কিন্তু আধুনিকতার স্পর্শে সে যখন যুগে যুগে নতুন রূপে ফিরে আসে, তখনই তা সর্বজনীন হয়ে ওঠে। মাহতিম শাকিব ও রুমি রুসার কণ্ঠের গানটি সেই সত্যিটাকেই যেন আধুনিকতার মোড়কে পেশ করল এবং বর্তমান প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রনাথকে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলল। আজকের তরুণ সমাজ জটিলতা কিংবা অতি-গম্ভীরতার চেয়ে সৃষ্টিশীল নান্দনিকতায় স্বাচ্ছন্দ্য খোঁজে। কঠিন ও জটিল বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা নিজেদের সহজ-সরলভাবে আবিষ্কার করতে চায়। যা কিছু সহজিয়া ও বাঁধনহারা, তরুণ মন স্বভাবতই সেদিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। এভাবেই তারা নতুন স্বপ্নের ডানা মেলে আকাশ ছুঁতে চায়। তাদের এই সহজিয়া প্রবণতাকে আমাদের সানন্দে গ্রহণ করা উচিত।

আমাদের কর্তব্য, সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথকে এই যুবসমাজের কাছে তাদের নিজস্ব রঙেই ফিরিয়ে দেওয়া। কে বলতে পারে, এই উদীয়মান তরুণদের মাঝেই হয়তো লুকিয়ে আছে শিল্পের অনন্ত মহাসাগর! আজ দিনের শেষে, সমস্ত দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার অবসান ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি দুই বাংলাকেই আবার একসুতোয় বেঁধেছে, এটাই বাংলার আভিজাত্য। প্রবীণ ঐতিহ্য যে তরুণ প্রজন্মের কাছে আজও হিমালয়ের মতো শ্রদ্ধেয়, তা আবারও প্রমাণিত হলো। বছর দুয়েক আগের সেই সাময়িক অন্ধকারের স্মৃতি চিরতরে মুছে যাক, জয় হোক সংস্কৃতির।